বিস্তারিত ও বিশুদ্ধ উদ্ধৃতিসহ

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের মাসনূন দু'আসমগ্র

حِصْنُ الدُّعَاءِ

হিসনুদ দু'আ

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

আরেফবিল্লাহ শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার রহ. ও
শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর সংশ্রবপ্রাপ্ত

বাইতুল কিতাব

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী

- মুফতী ও মুহাদ্দিস, জামি‘আ বিন্নূরিয়া আল-ইসলামিয়া, ঢাকা
- ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফিকাহ একাডেমী
- অধ্যাপক, ইসলামী অর্থনীতি, ফিকাহ একাডেমী টাঙ্গাইল
- সহকারী অধ্যাপক, আল-কুরআন ইনস্টিটিউট, ঢাকা
- ধর্মীয় উপদেষ্টা, হিউমান রাইট্স ডিফেন্ডার বাংলাদেশ

www.muftikabirahmadashrafi.weebly.com

প্রকাশনায়: **বাইতুল কিতাব**

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৭১৪ ৩২৩২৯৬ ; ০১৫১১ ৯৪২ ৯৬৫

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ২০১০

বর্ণবিন্যাস: বাইতুল কিতাব কম্পিউটার্স
মিরপুর # ১, ঢাকা-১২১৬

বিনিময় : ২০০.০০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়

দারুল হাদীস

দোকান নং- ২৪, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭১০-৮৫৩৯৩১

উৎসর্গ

আল্লাহ তা'আলার যাত (সত্তা) এর পরে যাঁর স্থান। যাঁর প্রশংসায় শত্রুরাও হাজার হাজার পৃষ্ঠা কালো করেছে। যখন প্রশংসা করতে করতে শব্দভাণ্ডার ফুরিয়ে এল তখন কবি বলে উঠল ঃ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

মুরশিদী হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার দা.বা. ইরশাদ করেন ঃ

نقشِ قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদচিহ্ন হল জান্নাতের পথ;
সুন্নাতের পথ ধরেই আল্লাহর সাক্ষাত (সন্তুষ্টি) পাওয়া যাবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদচিহ্ন (সুন্নাত) অনুসরণ-অনুকরণ ছাড়া আল্লাহর ভালবাসা তথা সন্তুষ্টি পাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেন ঃ "আমাকে ভালবাসতে হলে আমার হাবীবকে অনুসরণ কর।" (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩১)

তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইত্তেবা করতে হবে। যদি মুসলমানরা তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহর নীতি এবং তাঁর পদ্ধতি তথা সুন্নাত অনুযায়ী চেষ্টা করে তাহলে ইসলামের পুনর্জাগরণ আবারও সম্ভব। তাইতো আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল বলেছেন ঃ

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

বদরের পরিবেশ তৈরি কর, ফেরেশতারা তোমার সহযোগিতায়;
আবারও আকাশ থেকে দলবদ্ধ হয়ে আসবে।

মাসনূন দু'আ বিষয়ে লিখা এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটি আমি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আশায় এবং সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফা'আত প্রাপ্তীর কামনায় উৎসর্গ করলাম। যদি তাওফীকে ইলাহী সঙ্গে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে "দু'আ বিশ্বকোষ" সংকলনের ইচ্ছা রয়েছে।

নগণ্য
কবির আহমাদ আশরাফী
৩ রমাযানুল মোবারক ১৪৩১ হি.

শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর
সুদীর্ঘ ১১ বছরের সংশ্রবপ্রাপ্ত ও অত্যন্ত মহব্বতের পাত্র
প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা
আল্লামা মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন দা.বা. এর

দু'আ ও অভিমত

জনাব মাওলানা কবির আহমাদ বেশ কয়েক বছর ধরে আমার পরিচিত। আমি তাকে অত্যন্ত ভাল জানি। আমি মাওলানার সংকলিত "হিসনুদ দু'আ" কিতাবটি মাঝে মাঝে পড়েছি। বাংলায় মাসনূন দু'আসমূহের এটাই প্রথম কিতাব যা বিস্তারিত হাওয়ালাসহ সংকলন করা হয়েছে। বাংলায় এমন একটি কিতাবের খুবই প্রয়োজন ছিল। আশা করি বক্ষ্যমান কিতাবটি সে প্রয়োজন মেটাবে। ইনশাআল্লাহ!

আমি কিতাবটির প্রথম প্রুফ দেখে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, কিতাবটিতে বর্ণিত হাদীস ও দু'আসমূহ যাঁচাই করা হোক যাতে কোন মওযূ' তথা জাল হাদীস স্থান না পায়। যেহেতু ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমলের অনুমতি রয়েছে তাই সেক্ষেত্রে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে মওযূ' হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আমি আশা করি এ কিতাবটি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য একটি বিশেষ উপহার স্বরূপ বিবেচিত হবে। আমি দু'আ করি মাওলানার এ প্রচেষ্টা আল্লাহ তা'আলার দরবারে মকবুল হোক এবং তার ইলম ও আমলে বরকত হোক। আমীন!

তাং- ১০/০৭/২০১০

(আল্লামা মুফতী) দিলাওয়ার হোসাইন
জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা

খলীফায়ে মাজায

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব দা.বা.

মুহতামিম, মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগর

নায়েম, খানকায়ে এমদাদিয়া আশরাফিয়া

হযরত মাওলানা মুফতী জাফর আহমাদ দা.বা. এর

দু‘আ ও বাণী

মুফাসসিরে কুরআন হযরত মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী (রহ.) ও হযরত মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরী (রহ.) এর খলীফা হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদবী (রহ.) বলেছেন ঃ “যখন কোন কিতাব প্রকাশ পায় তা হয় সন্তানের ন্যায়। আর যখন তা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা হয় তখন হয় নাতি-পুতীর ন্যায়।”

শাগরেদ তথা ছাত্র উস্তাদের রূহানী সন্তান হয়ে থাকে। জনাব মাওলানা কবির আহমাদ আমার স্নেহময় ছাত্র। সে জালালাইন ও মিশকাতুল মাসাবীহ জামাআত সহ দাওরায়ে হাদীস এবং তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহ ওয়াল ইফতা জামি‘আ আশরাফুল মাদারিস, করাচী (খানকায়ে এমদাদিয়া আশরাফিয়া করাচীর অধিনস্থ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) থেকে সম্পন্ন করেছে। হযরত ওয়ালা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার দা.বা. এর মাদরাসায় শিক্ষার্জন করায় তার মেজাযে সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক।

সে উক্ত প্রবণতায় আসক্ত হয়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় মাসনূন দু‘আর একটি কিতাব “হিসনুদ দু‘আ” নামে সংকলন করেছে। আমি কিতাবটি মোটামুটিভাবে পড়েছি। কিতাবটির মূল বৈশিষ্ট হল এতে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল বিষয়ের দু‘আসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং উদ্ধৃতিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি প্রত্যেক সুন্নাত প্রেমিককে উক্ত কিতাবটির এক কপি সংগ্রহ করার পরামর্শ দিচ্ছি এবং কিতাবটির বহুল প্রচারের দু‘আ করছি। আমীন!

তাং- ০৪/০৮/২০১০

(মাওলানা মুফতী) জাফর আহমাদ

মুহতামিম, মাদরাসা বাইতুল উলূম ঢালকানগর

নায়েম, খানকায়ে এমদাদিয়া আশরাফিয়া

দু'টি কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِىَّ بَعْدَهٗ
وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الَّذِيْنَ اَوْفَوْا عَهْدَهٗ. اَمَّا بَعْدُ ...

এটাই নিয়ম যে, চাওয়া ছাড়া পাওয়া যায় না। তাহলে আমরা কিভাবে আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা চাওয়া ছাড়াই আমাদের দিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, জীবনের সাধারণ প্রয়োজন বা বস্তুসমূহ যা তাঁর অন্যান্য মাখলূক ভোগ করছে যেমন আলো-বাতাস ইত্যাদি, তা আমরাও চাওয়া ছাড়া পাচ্ছি। তবে বিশেষ কিছু পেতে হলে অবশ্যই চাইতে হবে এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিতে চাইতে হবে। আজ আমাদের হাজার হাজার সমস্যা, কিন্তু আমরা আল্লাহর নিকট এর সমাধান চাই না কিংবা চাইলেও চাওয়ার মত চাই না। অথবা দু'আ কবুল হওয়ার জন্য যে শর্তাবলী রয়েছে তা আমাদের দু'আতে থাকে না বিধায় আমাদের দু'আ কবুল হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ ঃ আমি জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত, ৫১: ৫৬)

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরা মু'মিন, ৪০: ৬০)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থ ঃ দু'আ হল ইবাদতের মগজ। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬, হাদীস নং ৩৩৭১)

এ ধরণের আরও একটি হাদীস হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِنَ الدُّعَآءِ

অর্থ ঃ (যিকির বা ইবাদতসমূহের মধ্যে) আল্লাহর নিকট দু'আ অপেক্ষা কোন জিনিসই অধিক সম্মানিত নয়। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৫৫, হাদীস নং ৩৩৭০)

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ

অর্থ ঃ দু'আ হল মু'মিনের হাতিয়ার তথা অস্ত্র। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৮৩, হাদীস নং ৩১১৭)

উক্ত আয়াত ও হাদীস সমূহের সারমর্ম হল, দু'আ ইবাদাতের মতই গুরুত্ব রাখে। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে গুরুত্ব সহকারে দু'আ শিখতে ও করতে হবে।

বাহুবলে ভর করে নয়, শুধু দু'আ আর আল্লাহ তা'আলার রহমত ও সাহায্যের কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে জয় লাভ করেছিলেন। অথচ মুসলমানদের সংখ্যা কাফেরদের তুলনায় খুবই নগণ্য ছিল। দু'আর মধ্যে সর্বোত্তম দু'আ হল, আল্লাহ তা'আলার রিযা (সন্তুষ্টি) কামনা করা। কারণ তিনি সন্তুষ্ট হলে সবকিছুই পাওয়া যাবে। তাইতো উর্দূ কবি আমীর মিনায়ী বলেছেন ঃ

مانگ لوں تجھ سے تجھی کو کہ سب ہی کچھ مل جائے
سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے

তোমার কাছে শুধু তোমাকেই চাই, যাতে সবকিছু পেয়ে যাই;
একশ চাওয়ার চেয়ে এ একটি চাওয়াই ভাল।

হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর সুযোগ্য খলীফা ও কবি খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহ.) এরূপ অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন ঃ

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمیں میری
اگر اک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری

যখন তুমি আমার তাহলে সবকিছুই আমার, আকাশ আমার পৃথিবী আমার;
যদি একমাত্র তুমি (আল্লাহ) আমার নও, তাহলে কোন কিছুই আমার নয়।

অনেক দু'আ আমরা জানি না বিধায় পড়া হয় না কিংবা এটা হাদীসে উল্লেখিত মাসনূন দু'আ কিনা তাও সন্দেহ থাকে। তাই মাসনূন দু'আসমূহ

হাদীসের সঠিক ও বিস্তারিত উদ্ধৃতিসহ সংকলন করা হয়েছে। বইটিতে নামায, রোযা, হজ্ব, উমরা ও কুরবানীসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রের অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের সকল বিষয়ের মাসনূন দু'আসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অনেক বিষয়ে হাদীসে কয়েকটি দু'আ বর্ণিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ দু'একটি দু'আ উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সবগুলি দু'আ লিখতে গেলে বইটি অনেক বড় হয়ে যাবে এবং পাঠকও বিভ্রান্ত হবে যে, কোনটি ছেড়ে কোনটি মুখস্ত করবে। অতএব, বাকী দু'আগুলো জানতে চাইলে সরাসরি হাদীসগ্রন্থে দেখুন। আবার অনেক দু'আ হাদীসের প্রায় সবগুলি কিতাবে রয়েছে, সেক্ষেত্রে শুধু একটি কিংবা দু'টি হাওয়ালা দেয়া হয়েছে। যেহেতু ফযীলতের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমলের অনুমতি রয়েছে তাই কিতাবটিতে কিছু দুর্বল হাদীসের বর্ণনা হওয়া স্বাভাবিক। তবে জাল তথা মওযূ' হাদীসসমূহ সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা হয়েছে। কিতাবটিতে কোন জাল হাদীস পরিলক্ষিত হলে অধমকে জানানোর অনুরোধ রইল।

কিতাবটিতে আয়াত সমূহের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে প্রথমে সূরার নাম, অতঃপর সূরার নম্বর এবং শেষে আয়াতের নম্বর লেখা হয়েছে। যেমন- সূরা বাকারা, ২: ২৮৫ তে ২ হল সূরার নম্বর এবং ২৮৫ হল আয়াতের নম্বর। এ কিতাবে উল্লেখিত হাদীসগ্রন্থ যথা সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য বেশিরভাগ কিতাব সমূহের উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে হিন্দুস্তানী নুসখাসমূহ সামনে রাখা হয়নি বরং 'মাকতাবা শামিলা' (www.almeshkat.net) এর অন্তর্ভুক্ত কিতাবসমূহ সামনে রাখা হয়েছে যার বেশিরভাগ কিতাবই বৈরুত, সাউদি আরব, কুয়েত ও মিশর থেকে প্রকাশিত। তাই প্রকাশনী সম্পর্কে জানতে চাইলে গ্রন্থপুঞ্জী দেখুন।

মুসলমানকে সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [আন'আম, ৬: ২০৫] যাতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল অন্তরে থাকে এবং বান্দা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যায়। মাসনূন দু'আসমূহ আসলে আল্লাহ তা'আলার যিকির। কেননা এর দ্বারাও আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল অন্তরে সৃষ্টি হয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে দিন ও রাতের দু'আ ও অযীফাসমূহ অবশ্যই গুরুত্বসহকারে পাঠ করা উচিত। বইটিতে উল্লেখিত প্রায় সবগুলিই মাসনূন দু'আ (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে

বর্ণিত) তাই সবগুলি দা‘আ মুখস্ত করে নেয়া উত্তম। তবে সবগুলি দু‘আ মুখস্ত করা সম্ভব না হলে অযীফা হিসেবে দেখে দেখে পড়াও উপকার ও কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে খালি নয়।

আমার কিছু সংখক জেনারেল শিক্ষিত বন্ধুগণ যারা সরাসরি আরবী দেখে পড়তে পারেন না, তাঁরা কিতাবটিতে আরবীর সাথে বাংলা উচ্চারণ সংযোজনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরামর্শের জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অবশ্যই তাঁরা ভাল নিয়তে এ মতটি দিয়েছেন কিন্তু আমি আন্ত রিকভাবে দুঃখিত তাদের এ পরামর্শটি রাখা সম্ভব হয়নি। কেননা বাংলায় (ও অন্যান্য অনারবী ভাষায়) আরবী হরফের প্রতিবর্ণ না হওয়াতে আরবীর সহীহ উচ্চারণ বাংলায় (ও অন্যান্য অনারবী ভাষায়) লেখা একেবারেই অসম্ভব। বিজ্ঞ উলামায়ে কিরাম অরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার উচ্চারণে কুরআন লেখা ও পড়াকে কুরআনের তাহরীফ তথা বিকৃতি বলেছেন এবং কুরআনে যে কোন ধরণের বিকৃতি নাজায়েয ও হারাম। ভুল উচ্চারণে কুরআন শিখে নামায পড়লে সে নামায হবে না, সাওয়াবের পরিবর্তে উল্টা গুনাহের ভাগি হতে হবে। তাই মূল আরবীতেই কুরআন শিখা ও পড়া উচিত। যেখানে আমরা প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যয় করে পৃথিবীর সামান্য উন্নতির জন্য English Phonetics (ইংরেজীর সঠিক উচ্চারণ বিদ্যা) সহ অন্যান্য কঠিন ও জটিল ভাষা অধ্যয়ন করতে পারি তাহলে একটু সময় ব্যয় করে বিনামূল্যে Arabic Phonetics (আরবী তাজবীদ) শিখতে পারব না কেন? ইচ্ছা ও মূল্যায়নবোধ থাকলে অবশ্যই শিখা সম্ভব। প্রবাদটি মিথ্যা নয় “ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়”।

ভুল-ত্রুটি তো জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের পিছু নিয়েছে। যথাসাধ্য ভুল থেকে বাঁচার চেষ্টা করার পরও কিছুটা ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক আর না থাকাটা অস্বাভাবিক। বিজ্ঞ ও সুহৃদ পাঠকের নজরে কোন ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবহিত করার অনুরোধ করছি। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেয়া হবে। ইনশাআল্লাহ! কিতাবটির যে কোন গঠনমূলক সমালোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। সর্বশেষে আমি দু‘আ করছি কিতাবটি যেন আল্লাহ তা‘আলার দরবারে মাকবুল হয় এবং আমার ও আমার সংশ্লিষ্টদের নাজাতের অসীলা হয়। আমীন ইয়া রব্বাল ‘আলামীন!

কবির আহমাদ আশরাফী

১৫ আগস্ট, ২০১০

kabir323@gmail.com

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

১ম অধ্যায়

দু‘আ প্রসঙ্গে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

২য় অধ্যায়

কুরআন মাজীদে বর্ণিত দু‘আসমূহ

৩য় অধ্যায়

সকাল-সন্ধ্যা, প্রত্যেক নামাযের পর
এবং ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আসমূহ

সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দু'আসমূহ

শুধু সকালে পড়ার দু‘আসমূহ

শুধু সন্ধ্যায় পড়ার দু‘আসমূহ

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়ার দু‘আসমূহ

ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আসমূহ

৪র্থ অধ্যায়

আযান ও নামায সম্পর্কীয় দু'আসমূহ

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

৫ম অধ্যায়

হজ্ব, উমরাহ ও কুরবানী বিষয়ক দু‘আসমূহ

কুরবানীর দু'আ ঃ

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন সময় পড়ার দু'আ, আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ এবং ব্যাপক দু'আসমূহ

বিষয় **পৃষ্ঠা নং**

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

কয়েকটি পূর্ণ বা ব্যাপক দু'আ

৭ম অধ্যায়

ইসমে আযম সম্বলিত দু'আসমূহ

৮ম অধ্যায়

ফাযায়েলে তাওবা ও ইস্তিগফার

৯ম অধ্যায়

ফাযায়েলে কুরআন, ফাযায়েলে যিকর, মাসনূন অযীফা ও আসমাউল হুসনা

ফাযায়েলে কুরআন

৯ মিনিটে ৯ খতমে কুরআনের সাওয়াব লাভ

ফাযায়েলে যিকর

মাসনূন অযীফা

আসমাউল হুসনা

১০ম অধ্যায়

ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ

ჲ ৩

সংক্ষিপ্ত লেকখ পরিচিতি

জন্ম ও প্রাথমিক শিক্ষা

‘মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী’ সাহেব ১৯৮১ঈ. সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবার বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ থানাধীন চিপাবারইখালি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও দ্বীনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি ‘জামি‘আ আশরাফুল মাদারিস, করাচী’ থেকে ‘দাওরায়ে হাদীস’ (এম. এ. ইসলামিক স্টাডিজ) ও ‘তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্‌হ ওয়াল ইফতা’ (পি এইচ. ডি. ইন ইসলামিক ল’) সম্পন্ন করেছেন বিধায় নিজ নামের সাথে ‘আশরাফী’ লিখে থাকেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা আরবী কায়দা ইত্যাদি তাঁর আম্মাজানের কাছে পড়েছেন এবং পরবর্তীতে সন্যাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছেন।

ইলমে দ্বীন অর্জন

মুফতী সাহেবের আম্মা শুরু থেকেই তাঁকে মাদরাসায় পড়াতে চেয়েছেন তাই পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে পড়ানোর পর তাঁকে উলামাগঞ্জ (চালিতাবুনিয়া) আলিয়া মাদরাসায় সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। সেখানে তিনি সপ্তম শ্রেণী সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তী সকল শিক্ষা তিনি করাচীতে সম্পন্ন করেছেন।

তিনি করাচীতে প্রাথমিক শিক্ষা ‘জামি‘আ তায়্যেবিয়া ইসলামিয়া’ মাদরাসায় সম্পন্ন করেন। অতঃপর ‘দারুল উলূম রাহমানিয়া’ তে ‘খামিসা’ তথা ‘হুসামী জামাত’ পর্যন্ত পড়েন এবং ‘সাদিসা’ তথা জালালাইনসহ ‘দাওরায়ে হাদীস’ (এম. এ. ইসলামিক স্টাডিজ) ও দ্বীনি শিক্ষার উচ্চতর গবেষণামূলক সর্বোচ্চ স্তর ‘তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্‌হ ওয়াল ইফতা’ (পি এইচ. ডি. ইন ইসলামিক ল’) ‘জামি‘আ আশরাফুল মাদারিস’ থেকে সম্পন্ন করেন। তিনি প্রায় সকল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ এবং স্টার মার্ক লাভ করেছেন।

জেনারেল শিক্ষা অর্জন

যেহেতু দ্বীন প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে জেনারেল শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাই তিনি শুরু থেকেই এদিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তিনি দ্বীনী শিক্ষার্জনের পাশাপাশি প্রাইভেটভাবে ২০০০ ঈ. সনে করাচী বোর্ডের আন্ডারে এস.এস.সি. পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগ লাভ করেন। পরবর্তীতে এইচ.এস.সি এর প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন, কিন্তু কিছু কারণবশত পরীক্ষা দেয়া হয়নি।

কম্পিউটারে ডিপ্লোমা

তিনি ১৯৯৯ ঈ. সনে মাইক্রোসফট অফিস কোর্স শিখেন। ২০০২ ঈ. সনে করাচীতে কম্পিউটার স্টাডিজ এর ডি.আই.টি (Diploma in Information Technoloy) তে এক বছরের ডিপ্লোমা করেন এবং ২০০৭ ঈ. সনে বাংলাদেশে

আই.সি.টি (Information of Computer Technoloy) তে তিনি আরও এক বছরের ডিপ্লোমা করেছেন। তিনি কম্পিউটারের সফটওয়ার, হার্ডওয়ার, গ্রাফিক্স ও নেটওয়ার্কিং এ দক্ষতা রাখেন এবং বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দু ও হিন্দীর দ্রুত বর্ণবিন্যাস করতে পারেন।

অন্যান্য সংক্ষিপ্ত কোর্সসমূহ

১। ইলমুস সরফ ওয়ান নাহব কোর্স (ইমামুস সরফ ওয়ান নাহব মাওলানা নাসরুল্লাহ খান সাহেব এর কাছে) ১৯৯৮
২। তাফসীরুল কুরআন কোর্স (মাওলানা সাঈদ আহমাদ রায়পুরী, খলীফা ও পুত্র হযরত শাহ আবদুল আযীয রায়পুরী রহ. এর কাছে) ১৯৯৮
৩। তাফসীরুল কুরআন ও ফাহমে দ্বীন কোর্স (মুফতী আবদুল হামীদ রব্বানী এর কাছে) ২০০৩-০৪
৪। রদ্দে শীইয়্যাত (আল্লামা আলী শের হায়দারী এর কাছে) ১৯৯৮
৫। রদ্দে কাদিয়ানিয়্যাত কোর্স (আল্লামা মানযূর আহমাদ চিনোটী রহ. এর কাছে) ২০০৩
৬। ইসলামিক অর্থনীতি (মুফতী তাকী উসমানী এর কাছে) ২০০৩
৭। ইংলিশ স্পোকেন এন্ড ফনেটিক্স কোর্স (সাইফুরস) ২০০৯
৮। তাজবীদ কোর্স (হাফেয ক্বারী মাও. মুফতী সানাউল্লাহ এর কাছে) ২০০৮
৯। হারবাল প্র্যাকটিস (হাকীম মুহাম্মাদ জালীস,মাতাব আশরাফী,করাচী) ২০০৪
১০। হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস (ডাঃ এস. হাসান, ডিপ. হোমিও, মালয়েশিয়া, পি এইচ. ডি. সাইকোলজি, লন্ডন এর কাছে) ২০১০ (চলমান)

ইসলাহী সম্পর্ক ও বায়'আত গ্রহণ

মুফতী সাহেব প্রথমে হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমাদ লুধয়ানবী (রহ.) 'আহসানুল ফাতাওয়া'র লেখক এর ইসলাহী মজলিসে প্রায় শরীক হতেন। পরবর্তীতে তিনি 'দাওরায়ে হাদীস' এর বছর ২০০২ ঈ. সনে হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর খলীফায়ে মাজায মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদোয়ী (রহ.) এর খলীফায়ে মাজায আরিফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব (দা. বা.) এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন।

হাদীসের সনদ

১। শাইখুল হাদীস মাওলানা আবদুর রশীদ (শাইখুল হাদীস, জামি'আ আশরাফুল মাদারিস, করাচী এবং খলীফায়ে মাজায, শাহ হাকীম মাওলানা মুহাম্মাদ আখতার দা. বা.) ২০০২ ঈ.

২। মাওলানা সারফরায খান সফদার রহ. (সাবেক শাইখুল হাদীস, মাদরাসা নুসরাতুল উলূম, গোজরানওয়ালা) ২০০২ ঈ.
৩। শাইখুল হাদীস সালীমুল্লাহ খান (শাগরেদ, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ., মুহতামিম, জামি'আ ফারুকিয়া, করাচী এবং সদর, বিফাকুল মাদারিস আল-আরাবিয়া পাকিস্তান) ২০০২ ঈ.
৪। ক্বারী মুহাম্মাদ সালিম (ক্বারী মুহাম্মাদ তয়্যিব রহ. এর ছেলে) ২০০৪ ঈ.
৫। মুফতী ফজলুল হক আমীনী (প্রধান মুফতী ও মুহতামিম, জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা) ২০০৪ ঈ.
৬। মুফতী দিলাওয়ার হোসাইন (শাগরেদ, শাইখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হক, খাস শাগরেদ, শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী এবং প্রধান মুফতী, জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা) ২০০৯ ঈ.

শিক্ষকতা

মুফতী সাহেব ২০০৫ ঈ. থেকে অদ্যাবধি দরস ও তাদরীস এর সাথে যুক্ত আছেন। তিনি 'আন-নূর একাডেমী, মিরপুর', 'ইদারাতুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া' তে তাদরীস করেছেন এবং বর্তমানে 'জামি'আ ইসলামিয়া দারুল উলূম ঢাকা' তে তাদরীস এর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।

রচনাবলী

১। কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে পড়ুন [তাজবীদ সম্পর্কিত] প্রকাশিত
২। হিফযুল কুরআনের আধুনিক পদ্ধতি
[কুরআন মাজীদের ৫৫৮টি রুকূ ও ৬১০ পৃষ্ঠার তালিকা] প্রকাশিত
৩। হিকায়াতে লতীফ [ফারসী-বাংলা] প্রকাশিত
৪। হিসনুল অযাইফ [দৈনন্দিনের অযীফা] প্রকাশিতব্য
৫। মাওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহী রহ. [জীবনী] প্রকাশিত
৬। নামাযের তাৎপর্য
৭। গুনাহ ও মানসিক অশান্তি
৮। ইসলামিক ওয়েব এ্যাড্রেস [৫,০০০ ইসলামী ওয়েব এ্যাড্রেস]
৯। মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামস [একের ভিতরে দশ]
১০। মুসলিম পুনর্জাগরণের পথ
১১। মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত?
১২। কাদয়ানী মতবাদ খণ্ডন নীতিমালা
১৩। শীয়া মতবাদ খণ্ডন নীতিমালা
১৪। মওদূদী মতবাদের আড়ালে শীয়া মতবাদ

অধ্যায় ঃ ১

দু‘আ প্রসঙ্গে
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

১ম অধ্যায়

দু'আ প্রসঙ্গে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

দু'আর ফযীলত

১। হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমাদের মধ্যে যার জন্য দু'আর দ্বার খোলা হয়েছে (অর্থাৎ যার দু'আ করার তাওফীক হয়েছে) তার জন্য রহমতের দ্বারই খোলা হয়েছে। আল্লাহর কাছে যেসব দু'আ চাওয়া হয়, তম্মধ্যে তার নিকট সর্বাধিক পছন্দীয় হল আফিয়াত অর্থাৎ নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য দু'আ করা।" (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৫২, হাদীস নং ৩৫৪৮)

২। হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দু'আ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু তকদীরের লিখনকে ফিরাতে পারে না এবং নেক আমল ছাড়া অন্য কোন বস্তু হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে না।" (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮, হাদীস নং ২১৩৯)

মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.) এর খলীফায়ে মাজায হযরতে আকদাস মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব (দা. বা.) বলেন ঃ

مایوس نہ ہوں اہل زمیں اپنی خطا سے
تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے

নিজ গুনাহের কারণে পৃথিবীবাসী যেন নিরাশ না হয়;
ব্যাকুল (আবেগময়) ব্যক্তির দু'আয় ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায়।

৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট কিছু চায় না, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।" (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬, হাদীস নং ৩৩৭৩)

৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, দুঃখের সময় যেন আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করেন, তবে সে যেন

সুখের সময় অধিক পরিমাণে দু'আ করে।" (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬২, হাদীস নং ৩৩৮২)

৫। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মুসলমান যে কোন দু'আ করে যাতে গুনাহের কাজ ও আত্মীয়তা ছেদের কথা নেই, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে এই তিনটির একটি দান করেন ঃ (১) তার চাওয়া বস্তু দুনিয়াতে দান করেন (২) পরকালের জন্য জমা রাখেন অথবা (৩) তার অনুরূপ কোন অমঙ্গল (বিপদ)কে তার থেকে দূরে রাখেন।" (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ১৮, হাদীস নং ১১১৪৯)

দু'আ কবুল হওয়ার শর্তাবলী

১। শুধু আল্লাহর কাছে চাওয়া। (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট দু'আ করা শিরক)। (সূরা নাহল, ১৬: ২০-২১, সূরা হজ্ব, ২২: ৭৩-৭৪, সূরা ফাতির, ৩৫: ১৩-১৪, সূরা আহকাফ, ৪৬: ৫)

২। ইখলাসের সাথে দু'আ করা। (সহীহ মুসলিম, ২: ২৫৬৪)

- 'রিয়া' ইখলাসের পরিপন্থী। 'রিয়া'কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ছোট শিরক' বলেছন। (মুসনাদে আহমাদ, ৫: ২৩৬৮৬)

৩। পানাহার ও পরিধানের মধ্যে হারাম বস্তু পরিত্যাগ করা। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৭০৩, হাদীস নং ১০১৫)

- হারাম খাদ্য দোযখে নিয়ে যাবে। (মুসনাদে আহমাদ, ৩: ১৪৪৮১)
- হারাম মাল দান করলে সাওয়াব হয় না। (সহীহ মুসলিম, ২: ১০১৫)
- সুদ, ঘুষ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদ হারাম।
  (সূরা বাকারা, ২: ২৭৫, সূরা মায়িদা, ৫: ৪২, সূরা নিসা, ৪: ১০ ও ২৯)

৪। ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করা। (সূরা নাহল, ১৬: ৯৬, সূরা আনফাল, ৮: ৪৬)

- আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া মু'মিনের শান নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২: ৮৭, সূরা যুমার, ৩৯: ৫৩)

৫। মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে দু'আ করা। অমনোযোগী ও গাফেল অন্তরের দু'আ কবুল করা হয় না। (জামে তিরমিযী, ৫: ৩৪৭৯)

৬। গুনাহে কবীরাহ্ করে থাকলে তাওবা ব্যতীত অন্য দু'আ কবুল হবে না। তাওবা ছয়টি জিনিসেন নাম ঃ (১) অতীত মন্দ কর্মের জন্য অনুতাপ (২) যেসব ফরয ও ওয়াজিব ছুটে গেছে সেগুলো কাযা করা (৩) কারও ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে থাকলে তা ফেরত দেয়া (৪) কাউকে কথায় বা অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গ দ্বারা কষ্ট দিয়ে থাকলে তজ্জন্য ক্ষমা চাওয়া (৫) ভবিষ্যতে সেই গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করা (৬) পূর্বে নিজেকে যেমন আল্লাহর নাফরমানী করতে দেখেছিল, বর্তমানে নিজেকে আনুগত্য করতে দেখা। (তাফসীরে মাযহারী)

৭। আল্লাহর ফয়সালাকৃত জিনিসে পরিবর্তনের দু'আ না করা। যেমন- এরূপ দু'আ করা যে, হে আল্লাহ! আমাকে নারী থেকে পুরুষ অথবা পুরুষ থেকে নারী বানিয়ে দাও।

৮। কোন গুনাহ বা আত্মীয়তা বিচ্ছেদের দু'আ করবে না। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৯৫, হাদীস নং ২৭৩৫)

৯। দু'আর মধ্যে সীমালংঘন না করা অর্থাৎ কোন অসম্ভব ও অবাস্তব বস্তুর দু'আ না করা।

১০। দু'আ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা। ধৈর্যহারা হয়ে দু'আ করা বন্ধ না করা। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩২৪)

দু'আর আদবসমূহ

নিম্নেবর্ণিত দু'আর আদবসমূহ বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

- দু'আর শুরু ও শেষে আল্লাহর প্রশংসা (হামদ-সানা) এবং রাসূলের প্রতি দুরূদ পড়া। (জামে তিরমিযী, ৫: ৩৪৭৬)
- অযূ অবস্থায় ও কিবলামুখী হয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।
- দু'আর সময় হাটু জোড় করে (তাশাহুদের অবস্থায়) বসা মুস্তাহাব।
- হাত তুলে দু'আ করা এবং শেষে চেহারায় হাত মোছা মুস্তাহাব। (জামে তিরমিযী, ৫: ৩৩৮৬)
- হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠান এবং খোলা রাখা মুস্তাহাব।
- দু'আর পূর্বে কোন নেক আমল (নামায, সদকা ইত্যাদি) করে নেয়া অথবা সালাতুল হাজত পড়ে নেয়া।
- নিজ নেক আমলের অসীলায় দু'আ করা। (সহীহ বুখারী, ৮: ৫৯৭৪)
- শুধু দুনিয়ার জন্য দু'আ না করা। (সূরা বাকারা, ২: ২০১)
- কাকুতি-মিনতিসহ এবং গোপনে দু'আ করা। (সূরা আ'রাফ, ৭: ৫০)
- অন্তরে ভয় ও আশা নিয়ে দু'আ করা। (সূরা আ'রাফ, ৭: ৫৬)
- শুধু মুসীবতের সময়কেই দু'আর জন্য নির্দিষ্ট না করা। (সূরা ইউনুস, ১০: ১২, জামে তিরমিযী, ৫: ৩৩৮২)

- ইচ্ছাকৃত ছন্দ ও মাধুর্যতা না আনা। (সহীহ বুখারী, ৮: ৬৩৩৭)
- দু'আয় হঠকারিতা না করা। কারণ দু'আ হল আবেদন, দাবি নয় যে, আমরা বলব: হে আল্লাহ! আমাকে অমুক জিনিস দিতেই হবে। আমাকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দিতেই হবে।
- আল্লাহ পাকের রহমত সংকীর্ণ করবে না। অর্থাৎ নিজের কল্যাণ আর অপরের বঞ্চিত হওয়ার দু'আ করবে না। (সহীহ বুখারী, ৮: ৬০১০)
- পাপের শাস্তি দুনিয়াতে না চাওয়া। (সহীহ মুসলিম, ৪: ২৬৮৮)
- জান-মাল ও সন্তান-সন্ততির জন্য বদ দু'আ না করা। (সহীহ মুসলিম, ৪: ৩০০৯)
- নিজের মৃত্যুর জন্য দু'আ না করা। (সহীহ বুখারী, ৭: ৫৬৭২)
- ইসমে আযমের মাধ্যমে দু'আ করা। (জামে তিরমিযী, ৫: ৩৪৭৫)
- আসমাউল হুসনার অসীলা দিয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব। (সূরা আরাফ, ৭: ১৮০)
- 'আমীন' বলে দু'আ শেষ করা। (সুনানে আবূ দাউদ, ১: ৯৩৮)
- একই দু'আ বার বার (অন্তত তিন বার) করা মুস্তাহাব।
- ক্রন্দন করা কিংবা ক্রন্দনের অবস্থা আনয়ন করা মুস্তাহাব।
- নবীগণের অসীলা দিয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।
- আল্লাহর নেক বান্দাদের অসীলা দিয়ে দু'আ করা মুস্তাহাব।
- গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করে দু'আ চাওয়া মুস্তাহাব।
- নিজের দীনতা-হীনতা ও অসহায়তা প্রকাশ করা মুস্তাহাব।
- দু'আর মধ্যে ব্যাপক শব্দ (যার মধ্যে সকল প্রয়োজন এসে যায়) ব্যবহার করা মুস্তাহাব।
- দু'আর মধ্যে সকল মুসলমানদের শামিল করা মুস্তাহাব।
- প্রথমে নিজের জন্য, অতঃপর পিতা-মাতা, অতঃপর স্ত্রী-সন্তান, অতঃপর সকল মু'মিন নর-নারীর জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব।
- দু'আকারী ইমাম হলে শুধু নিজের জন্য দু'আ না করে সকল মুসল্লীদের দু'আতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। অর্থাৎ 'আমি' এর পরিবর্তে 'আমরা' এবং 'আমার' এর পরিবর্তে 'আমাদের' শব্দ ব্যবহার করা মুস্তাহাব। (জামে তিরমিযী, ২: ৩৫৭)
- দু'আকারী এবং দু'আ শ্রবণকারী উভয়ের জন্য আমীন বলা মুস্তাহাব।

- দু'আর মধ্যে মাসনূন দু'আসমূহের শব্দাবলী অবলম্বন করা মুস্তাহাব, তবে নিজ ভাষায় দু'আ করাও জায়েয আছে।
- নিজের ছোট-বড় সকল প্রয়োজন আল্লাহর নিকট চাওয়া মুস্তাহাব।

যাদের দু'আ বিশেষভাবে কবুল হয়

১। তিন প্রকার ব্যক্তির দু'আ বিশেষভাবে কবুল হয় ঃ
(১) পিতা-মাতার দু'আ নিজ সন্তানের জন্য (২) মুসাফিরের দু'আ এবং (৩) মাযলূমের দু'আ। (জামে তিরমিযী, ৫ঃ ৩৪৪৮, সুনানে আবূ দাউদ, ১ঃ ১৫৩৬)

২। পাঁচ ব্যক্তির দু'আ অবশ্যই কবুল হয় ঃ
(১) মাযলূমের দু'আ (২) হাজ্বীর দু'আ (৩) মুজাহিদের দু'আ (৪) রোগীর দু'আ (৫) মুসলমান ভাইয়ের জন্য দু'আ তার অনুপস্থিতিতে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২ঃ ২২৬০)

৩। রোযাদারের দু'আ ইফতারের সময়। (জামে তিরমিযী, ৪ঃ ২৫২৬)

৪। মুসলমান ভাইয়ের জন্য গায়েবানা দু'আ। (সহীহ মুসলিম, ৪ঃ ২৭৩৩)

৫। অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দু'আ। (সূরা নামল, ২৭ঃ ৬২)

৬। ইমামে আদিল এর দু'আ। (জামে তিরমিযী, ৪ঃ ২৫২৬)

৭। প্রত্যেক নেক্কার ব্যক্তির দু'আ। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৪৪)

দু'আ কবুল হওয়ার বিশেষ সময় ও অবস্থা

- জুম'আর রাত অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত।
- জুম'আর পুরো দিন। (সহীহ বুখারী, ২ঃ ৯৩৫) [১]
- প্রত্যেক রাতের শেষ অংশে দু'আ কবুল হয়। (জামে তিরমিযী, ৫ঃ ৩৪৯৯)
- আযানের সময় দু'আ কবুল হয়। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ঃ ৬৭২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, ১০ঃ ২৯৮৫৮)

---

[১] জুম'আর দিন দু'আ কবূল হওয়ার মুহূর্তগুলির ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসে কতিপয় মতামত রয়েছে ঃ (১) ইমামের খুতবা প্রদানের জন্য মিম্বারে বসা থেকে জুম'আ শেষ হওয়া পর্যন্ত। (২) জামা'আত দাঁড়ানো থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত। (৩) নামায আদায় করার সময় দাঁড়ানো অবস্থায়। (৪) আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। (৫) জুম'আর দিনের শেষ মুহূর্তগুলি। (৬) হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) এর মত হল ঃ (জুম'আর দিন দ্বিপ্রহরে) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে এক হাত ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। (৭) ইমাম জাযরী (রহ.) এর মত হল ঃ ইমামের সূরায়ে ফাতিহা পড়া থেকে আমীন বলা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকু। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৩৯-৪০)

- আযান ও ইকামতের মাঝখানের সময় দু‘আ কবুল হয়। (জামে তিরমিযী, ১: ২১২)
- ইকামতের সময় দু‘আ কবুল হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, ১০: ২৯৮৫৮)
- ইমাম সাহেবের وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলার পর দু‘আ করলে কবুল হয়।
- সেজদায় থাকা অবস্থায় দু‘আ কবুল হয়। (সহীহ মুসলিম, ১: ৪৮২)
- ফরয নামাযের পর দু‘আ কবুল হয়। (জামে তিরমিযী, ৫: ৩৪৯৯)
- পুরো রমযান মাসে দু‘আ কবুল হয়। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩: ৪৭৮৩)
- শবে ক্বদরে দু‘আ কবুল হয়। (সহীহ বুখারী, ৩: ১৯০১)
- কুরআন খতমের পর দু‘আ কবুল হয়। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৭: ১১৭১২)
- কুরআনে কারীমের তিলাওয়াতের পর দু‘আ কবুল হয়।
- সূরা আন‘আম আয়াত নং ১২৪ এ দুই اَللّٰهُ শব্দের মাঝে দু‘আ করলে সে দু‘আ কবুল হয়।

مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

- বৃষ্টির সময় দু‘আ কবুল হয়। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১: ৬৭২)
- যমযমের পানি পান করার সময়।
- মোরগের ডাক দেয়ার সময়। (সহীহ বুখারী, ৪: ৩৩০৩)
- প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে এবং একে অপরের উপর হামলা করছে। এ অবস্থায় দু‘আ কবুল হয়। (মিশকাতুল মাসাবীহ, ১: ৬৭২)
- ইসলামী যুদ্ধের ময়দানে কাতারবন্দী অবস্থায় দু‘আ কবুল হয়।
- মুসলমানদের ধর্মীয় সমাবেশে।
- যিকিরের মজলিসে (যিকরুল্লাহর মজলিস, কুরআন-সুন্নাহ কিংবা নসীহতের মজলিস)।
- মৃত্যু শয্যায় মৃত্যুর সময় (আযরাইলের আগমনের পূর্বে)।

দু‘আ কবুল হওয়ার বিশেষ (মক্কা মুকার্‌রমার) স্থানসমূহ

- কা’বা শরীফের উপর দৃষ্টি পড়ার সময় দু‘আ কবুল হয়। (ইমাম জাযরী)
- মাতাফ বা তাওয়াফ করার স্থানে।

- মুলতাযাম (হাজরে আসওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যবর্তী জায়গা)।
- মীযাবে রহমত (বায়তুল্লাহ শরীফের পরনালার নীচে)।
- কা'বা শরীফের ভিতরে।
- যমযম কূপের নিকটে।
- সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপর।
- মাস'আ (সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী সাঈ বা দৌড়ানোর স্থান)।
- মাকামে ইবরাহীমের পিছনে।
- আরাফা'র ময়দানে দু'আ কবুল হয়। (জামে তিরমিযী, ৫: ৩৫৮৫)
- মুযদালিফায় (যেখানে হাজীগণ আরাফার ময়দান থেকে ফিরে এসে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেন এবং রাত্রি যাপন করেন)। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪: ৩০১৩)
- মীনায় কঙ্কর নিক্ষেপ করার তিনটি স্তম্ভের নিকটে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযায়ে আকদাসের সামনে (বেশি ভিড় হলে চলা অবস্থাতেই হাত না তুলে দু'আ করবে আর স্থিরভাবে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলে রওযার দিকে মুখ না করে, কিবলামুখী হয়ে দু'আ করবে)। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৪৩)
- মোল্লা আলী কারী আরও কয়েকটি স্থান উল্লেখ করেছেন ঃ
  (ক) রুকনে ইয়ামানী (কাবা শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ) (খ) রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান (গ) সাওর গুহা (ঘ) দারুল আরকাম এবং (ঙ) গারে হেরা।

মুনাজাত করার মাসনূন তরীকা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম (রা.) ইনফিরাদী ও ইজতেমায়ী দু'আ করেছেন যা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। দু'আ কবুল হওয়ার জন্য সুন্নাত তরীকা অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরী। যদি দুনিয়ার অফিস-আদালতে দরখাস্ত করার নিয়ম-কানুন থাকতে পারে, তাহলে আহকামুল হাকিমীনের শাহী দরবারে দু'আ ও দরখাস্ত করার কি কোন নিয়ম-কানুন থাকতে পারে না? অবশ্যই আছে এবং তা হচ্ছে ঃ

অযূ অবস্থায়, তাশাহুদের সূরতে বসে, কিবলামুখী হয়ে, দু'হাত বুক বরাবর তুলে, নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে এবং খুব কাকুতি-মিনতির সাথে দু'আ করবে। দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করবে। অতঃপর নিজ গুনাহের স্বীকারোক্তিমূলক কোন দু'আ পাঠ করবে এবং হাদীসে বর্ণিত ইসমে আযম সম্বলিত দু'আ সমূহ পড়বে। এরপর অন্যান্য দু'আ করবে। দু'আর শেষে আবার আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করবে এবং দু'হাত চেহারায় মুছে নিবে।

এজন্য নিম্নবর্ণিত দু'আ সমূহ অনুসরণ করা উত্তম। কেননা এ দু'আ সমূহ (বিচ্ছিন্নভাবে) হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং বুযুর্গদের পরীক্ষিত আমল।

১। নিম্নের দু'আ দ্বারা মুনাজাত শুরু করবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖٓ اَجْمَعِيْنَ

২। অতঃপর এ দু'আ পড়বে। কেননা এ দু'আর বরকতে হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) ৩৫০ বছর কান্নার পর গুনাহর মাফি পেয়েছিলেন।

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা আ'রাফ, ৭: ২৩)

৩। এরপর নিজ প্রয়োজন মত দু'আ করবে।

৪। নিম্নবর্ণিত দু'আর দ্বারা দু'আ শেষ করবে।

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ ঃ পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গম্বরদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। (সূরা সাফফাত, ৩৭: ১৮০-১৮২, তবরানী, খ. ৫, পৃ. ২১১, হাদীস নং ৫১২৪)

প্রত্যেক দু'আর শেষে আমীন বলা উচিত

যে দু'আর শেষে আমীন বলা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে দু'আ কবুল হওয়ার সুখবর দিয়েছেন। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩১০, হাদীস নং ৯৩৮)

যদি কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে দু'আ করে, তাদের একজন দু'আ করে আর বাকী সবাই 'আমীন' বলে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করেন। (মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ২৬৭, হাদীস নং ১৭৩৪৭) কেননা উপস্থিত সবার 'আমীন' বলা দু'আকারীর দু'আয় শরীক হওয়ার নামান্তর।

একটি বিদ'আত

আমাদের দেশে অধিকাংশ ইমামগণ ''اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ'' বলে দু'আ শুরু করে থাকেন। এটা সম্পূর্ণ বিদ'আত কেননা সুন্নাতের পরিপন্থী এবং কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এভাবে দু'আ করেন নেই। আর এভাবে দু'আ শুরু করা যুক্তিরও খেলাপ। কেননা ''اَللّٰهُمَّ اٰمِيْنَ'' এর অর্থ হল, হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন। এখন পর্যন্ত কোন দু'আই তো করা হয়নি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কি কবুল করবেন?

অধিকাংশ ইমামগণ দু'আ শেষ করার সময় এভাবে বলে থাকেন-

بِحَقِّ كَلِمَةِ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

অথবা

وَاجْعَلْ اٰخِرَ كَلَامِنَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

এটাও সম্পূর্ণ বিদ'আত কেননা সুন্নাতের পরিপন্থী এবং কোন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে কেউ এভাবে দু'আ করেন নেই। অতএব আমরা ঐভাবেই দু'আ করব, যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন দু'আ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সকল প্রকারের বিদ'আত পরিহার করে সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

দু'আ কবুল হওয়ায় শুক্রিয়ামূলক দু'আ

ফায়দা ঃ যখন কেউ তার দু'আ কবুল হতে দেখে অর্থাৎ রোগ থেকে মুক্তি পায় কিংবা সফর থেকে সহী-সালামতে ফিরে আসে তখন নিম্নোক্ত শুক্রিয়ামূলক দু'আটি পড়া উচিত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর ইজ্জত ও সম্মান দ্বারা উত্তম বস্তুসমূহ পূর্ণাঙ্গ হয়। (মুস্তাদরাকে হাকিম, খ. ১, পৃ. ৭৩০, হাদীস নং ১৯৯৯)

মু'মিনের কোন দু'আ বিফলে যায় না

যখন কোন মুসলমান দু'আ করে, যদি তার দু'আয় গুনাহের কাজ কিংবা সম্পর্কচ্ছেদের আবেদন না থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তিনটি প্রতিদানের যে কোন একটি অবশ্যই দান করেন। (১) সাথে সাথে দু'আ কবলূ করেন এবং তার কাঙ্খিত জিনিস দিয়ে দেন। (২) তার আখিরাতের কল্যাণের জন্য তা জমা করে রাখেন। এবং (৩) দু'আর কারণে কোন অকল্যাণ বা বিপদ থেকে তাকে হিফাযত করেন। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ১৮, হাদীস নং ১১১৪৯)

৩ ৪

অধ্যায় ঃ ২

কুরআন মাজীদে বর্ণিত দু‘আসমূহ

২য় অধ্যায়

কুরআন মাজীদে বর্ণিত দু'আসমূহ

১। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের দু'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা, ২: ২০১)

২। নেক আমল কবুল হওয়ার দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এ কাজটি তুমি কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা, ২: ১২৭)

৩। দ্বীনের প্রতি এবং শত্রুর মোকাবেলায় অটল থাকার দু'আ

ফায়দা ঃ কওমে তালূত এ দু'আ পড়ে শত্রুর মোকাবেলোয় জয় লাভ করেছিল।

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরে ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখ। আর কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা বাকারা, ২: ২৫০)

৪। ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে পাকড়াও কর না। হে আমাদের রব! আমাদের

পূর্ববর্তীদের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ কর না। হে আমাদের পালনকর্তা! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ কর না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা বাকারা, ২: ২৮৬)

৫। হেদায়েত প্রাপ্তির পর পথভ্রষ্ট না হওয়ার দু‘আ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য-লংঘনে প্রবৃত্ত কর না। তোমার নিকট থেকে আমাদেরকে করুণা দান কর। নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৮)

৬। ক্ষমা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার দু‘আ

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬)

৭। দ্বীনের সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দু‘আ

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ তাতে আমরা ঈমান এনেছি এবং আমরা রাসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং আমাদেরকে সাক্ষীদানকারীদের তালিকাভুক্ত কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৫৩)

৮। দোযখ থেকে মুক্তির দু‘আ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ইহা নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নিশাস্তি থেকে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯১)

৯। দোযখ ও অপমান থেকে বাঁচার দু'আ

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنۡ تُدۡخِلِ النَّارَ فَقَدۡ اَخۡزَيۡتَهٗ وَمَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! কাউকে তুমি আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো তুমি নিশ্চয় হেয় করলে এবং যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯২)

১০। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىۡ لِلۡاِيۡمَانِ اَنۡ اٰمِنُوۡا بِرَبِّكُمۡ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوۡبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الۡاَبۡرَارِ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।" সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের মন্দ কার্যগুলি দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিও। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯৩)

১১। আখেরাতের কল্যাণের জন্য দু'আ

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدۡتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخۡزِنَا يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ اِنَّكَ لَا تُخۡلِفُ الۡمِيۡعَادَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছ তা আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় কর না। নিশ্চয়ই তুমি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৯৪)

১২। নিজ পাপ স্বীকার করে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা

ফায়দা ঃ হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এ দু'আ পড়ে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ اَنۡفُسَنَا وَاِنۡ لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُوۡنَنَّ مِنَ الۡخٰسِرِيۡنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদেরর প্রতি অন্যায় করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা আ'রাফ, ৭: ২৩)

১৩। যালিমদের সঙ্গী হওয়া থেকে পানাহ চাওয়া

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিমদের সঙ্গী কর না। (সূরা আরাফ, ৭: ৪৭)

১৪। ধৈর্য ও মুসলমানরূপে মৃত্যু হওয়ার দু'আ

ফায়দা ঃ ফেরআউনের যাদুকররা এ দু'আ পড়ে মুসলমান হয়েছিল।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদেরকে মৃত্যু দাও। (সূরা আরাফ, ৭: ১২৬)

১৫। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা

ফায়দা ঃ হযরত মূসা (আ.) এর এ দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা 'কোহে তূর' এ বনী ইসরাঈলের ৭০ জন সর্দারের মৃত্যুর পরে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِيْنَ

অর্থ ঃ তুমিই তো আমাদের অভিভাবক; সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। (সূরা আরাফ, ৭: ১৫৫)

১৬। কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার দু'আ

ফায়দা ঃ এ দু'আর বরকতে বনী ইসরাঈল ফিরআউনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র কর না; এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফের সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর। (সূরা ইউনুস, ১০: ৮৫-৮৬)

১৭। আল্লাহর কাছে দয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা

رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নাই, সে বিষয়ে যাতে তোমাকে অনুরোধ না করি, এজন্য আমি তোমার আশ্রয় নিচ্ছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমাকে দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (সূরা হূদ, ১১: ৪৭)

১৮। ইসলামের উপর মৃত্যু হওয়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ হযরত ইউসুফ (আ.) এর শেষ দু‘আ।

فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيِّیْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

অর্থ ঃ হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা ইউসুফ, ১২: ১০১)

১৯। মূর্তিপুজা থেকে বেঁচে থাকার দু‘আ

ফায়দা ঃ হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কা মুকার্‌রামার নিরাপত্তার জন্য এবং মূর্তিপুজা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এভাবে দু‘আ করতেন।

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! এ নগরীকে নিরাপদ করে দাও এবং আমাকে ও আমার সান্তানদেরকে মূর্তিপুজা থেকে দূরে রাখ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৫)

২০। নামাযের পাবন্দ হওয়ার জন্য দু‘আ

ফায়দা ঃ হযরত ইবরাহীম (আ.) নবী হওয়া সত্বেও এ দু‘আ বেশি বেশি করতেন। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল কর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৪০)

২১। নিজ, মাতা-পিতা ও মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

ফায়দা ঃ হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দু'আ বেশি বেশি করতেন।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মু'মিনদেরকে ক্ষমা কর। (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৪১)

২২। মাতা-পিতার জন্য দু'আ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। (সূরা ইসরা, ১৭: ২৪)

২৩। কোন নতুন কাজে যোগদান কিংবা নতুন জায়গায় প্রবেশকালের দু'আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করার সময় এ দু'আ করেছিলেন।

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যাণের সহিত প্রবেশ করাও এবং আমাকে কল্যাণের সহিত নিষ্ক্রান্ত করাও এবং তোমার নিকট থেকে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান কর। (সূরা ইসরা, ১৭: ৮০)

২৪। আল্লাহর রহমত ও কাজ-কর্মের সুব্যবস্থা চেয়ে দু'আ

ফায়দা ঃ এ দু'আর বরকতে আল্লাহ পাক আসহাবে কাহ্ফকে ৩০৯ বছর নিজ হিফাযতে রেখে পুনরায় জাগ্রত করেছিলেন।

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি নিজ থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা কর। (সূরা কাহ্ফ, ১৮: ১০)

২৫। সাহস বৃদ্ধি ও মুখের জড়তা দূর হওয়ার দু'আ

ফায়দা ঃ হযরত মূসা (আ.) ফির'আনের নিকট আল্লাহর দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার সময় এ দু'আ করেছিলেন।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও; এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও; আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও; যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা তা-হা, ২০: ২৫-২৮)

২৬। জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ দু'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক নামাযের পর **২১** বার পাঠ করলে স্মরণশক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা তা-হা, ২০: ১১৪)

২৭। বিপদ ও রোগ থেকে মুক্তির দু'আ

ফায়দা ঃ এ দু'আর বরকতে হযরত আইয়্যূব (আ.) কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৩)

২৮। শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানের প্ররোচনা থেকে; এবং আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিকট তাদের উপস্থিত হওয়া থেকে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩: ৯৭-৯৮)

২৯। শত্রুর থেকে রক্ষা পাওয়ার দু'আ

ফায়দা ঃ হযরত নূহ (আ.) এ দু'আ করেছিলেন।

اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

অর্থ ঃ আমি তো অসহায়, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর। (সূরা কামার, ৫৪: ১০)

৩০। যানবাহনের বিরতিকালে এবং গন্তব্যে পৌঁছলে পড়বে

ফায়দা ঃ নৌকায় আরোহণ করে হযরত নূহ (আ.) এ দু'আ পাঠ করেছিলেন।

رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতরণকারী। (সূরা মু'মিনূন, ২৩: ২৯)

৩১। আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও রহমত প্রার্থনা করা

رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনূন, ২৩: ১০৯)

৩২। জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ। (সূরা ফুরকান, ২৫: ৬৫)

৩৩। সৎকর্ম করার ও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দু'আ

ফায়দা ঃ মানবতার উঁচু স্তর পাওয়া সত্ত্বেও হযরত সুলাইমান (আ.) এ দু'আ করেছেন যে, আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর।

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ

وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর। (সূরা নাম্‌ল, ২৭: ১৯)

৩৪। যাবতীয় কল্যাণের জন্য দু‘আ

ফায়দা ঃ হযরত মূসা (আ.) এ দু‘আর বরকতে খালি হাতে দেশ ছাড়ার পরও হযরত শু‘আইব (আ.) এর মেহমান ও জামাতা হওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

رَبِّ اِنِّيْ لِمَاۤ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙ্গাল। (সূরা কাসাস, ২৮: ২৪)

৩৫। জ্ঞান ও জান্নাত চেয়ে দু‘আ

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর। পরবর্তীদের মধ্যে আমার জন্য সদালাপন সৃষ্টি কর; এবং আমাকে সুখময় জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা শু‘আরা, ২৬: ৮৩-৮৫)

৩৬। কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত না হওয়ার দু‘আ

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ، يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

অর্থ ঃ আমাকে লাঞ্ছিত কর না পুনরুত্থান দিবসে, যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সেদিন কেবল সে উপকৃত হবে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে। (সূরা শু‘আরা, ২৬: ৮৭-৮৯)

৩৭। নিজ পাপ স্বীকার করে ক্ষমা চাওয়া

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি; সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। (সূরা কাসাস, ২৮: ১৬)

৩৮। সরল পথ প্রদর্শনের দু'আ

عَسٰى رَبِّيْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِيْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ

অর্থ ঃ আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। (সূরা কাসাস, ২৮: ২২)

৩৯। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে দু'আ

ফায়দা ঃ হযরত লূত (আ.) শত্রুদের বিরুদ্ধে এ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছিলেন।

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর। (সূরা আনকাবূত, ২৯: ৩০)

৪০। আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য দু'আ

ফায়দা ঃ ফেরেশতাগণ মু'মিনদের জন্য এভাবে দু'আ করে থাকেন।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ، رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম

করেছে তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর তুমি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা কর। সেদিন তুমি যাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে; এটাই তো মহাসাফল্য! (সূরা মু'মিন, ৪০: ৭-৯)

৪১। সন্তানের নেককার হওয়ার দু'আ

وَاَصۡلِحۡ لِیۡ فِیۡ ذُرِّیَّتِیۡ ۚؕ اِنِّیۡ تُبۡتُ اِلَیۡكَ وَاِنِّیۡ مِنَ الۡمُسۡلِمِیۡنَ

অর্থ ঃ আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আহ্কাফ, ৪৬: ১৫)

৪২। পরিবার ও সন্তানাদি নেককার হওয়ার দু'আ

ফায়দা ঃ যাদের বিয়েতে বিলম্ব হচ্ছে তারা এ দু'আটি বেশি বেশি করে পড়লে ইনশাআল্লাহ শিঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে।

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَذُرِّیّٰتِنَا قُرَّةَ اَعۡیُنٍ وَّاجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِیۡنَ اِمَامًا

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য। (সূরা ফুরকান, ২৫: ৭৪)

৪৩। অপর মুসলমান ভাইদের জন্য ক্ষমার দু'আ

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لَنَا وَلِاِخۡوَانِنَا الَّذِیۡنَ سَبَقُوۡنَا بِالۡاِیۡمَانِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِیۡ قُلُوۡبِنَا غِلًّا لِّلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوۡفٌ رَّحِیۡمٌ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিই তো দয়ালু, পরম করুণাময়। (সূরা হাশ্র, ৫৯: ১০)

৪৪। কাফেরদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার দু'আ

ফায়দা ঃ হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দু'আ করেছিলেন।

رَبَّنَا عَلَیۡكَ تَوَكَّلۡنَا وَاِلَیۡكَ اَنَبۡنَا وَاِلَیۡكَ الۡمَصِیۡرُ، رَبَّنَا لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةً لِّلَّذِیۡنَ كَفَرُوۡا وَاغۡفِرۡ لَنَا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَكِیۡمُ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফেরদের পীড়নের পাত্র কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর; তুমিই তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহিনা, ৬০: ৪-৫)

৪৫। আল্লাহর নিকট নূর ও ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা

رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَآ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর, নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা তাহ্রীম, ৬৬: ৮)

৪৬। নিজ, পিতা-মাতা ও মু’মিন নর-নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

ফায়দা ঃ মা’সূম তথা নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও হযরত নূহ (আ.) নিজ মাগফিরাত চাচ্ছেন, কি শানে আবদিয়াত! কিন্তু আমরা?

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মু’মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাদেরকে আর মু’মিন পুরুষ ও মু’মিন নারীদেরকে। (সূরা নূহ্, ৭১: ২৮)

৪৭। কোন কাজের সুন্দর সমাপ্তির দু‘আ

وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

অর্থ ঃ আমার কার্যসাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। (সূরা হূদ, ১১: ৮৮)

৪৮। পেরেশানীর সময় পড়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ হযরত ইয়াকূব (আ.) এ দু‘আ পড়তেন।

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْٓ اِلَى اللّٰهِ

অর্থ ঃ আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি। (সূরা ইউসুফ, ১২: ৮৬)

৪৯। কষ্ট কিংবা বিপদ থেকে মুক্তির দু'আ

ফায়দা ঃ এ দু'আর বরকতে হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। এ আয়াতের মাধ্যমে দু'আ করলে সে দু'আ কবুল হয়। কেননা উক্ত আয়াতকে হাদীসে ইসমে আযম বলা হয়েছে। হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেট থেকে এ আয়াতের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন। পরবর্তী আয়াতে তাঁর দু'আ কবুল হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫২৯, হাদীস নং ৩৫০৫)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি নির্দোষ, আমি গুনাহগার। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

৫০। মুসাফিরকে বিদায় দেয়ার দু'আ

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা ইউসুফ, ১২: ৬৪)

৫১। নেক সন্তান চেয়ে দু'আ

ফায়দা ঃ এ দু'আর বরকতে ৮০ বছর বয়সে হযরত ইবরাহীম (আ.) সন্তান লাভ করেছিলেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর। (সূরা সাফ্ফাত, ৩৭: ১০০)

৫২। নেক সন্তান প্রাপ্তির দু'আ

ফায়দা ঃ এ দু'আর বরকতে হযরত যাকারিয়া (আ.) বৃদ্ধ (১০০ বছর) বয়সে সন্তান লাভ করেছিলেন।

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রেখ না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৯)

৫৩। নেক সন্তান লাভের আরেকটি দু'আ

ফায়দা ঃ বৃদ্ধ বয়সে হযরত যাকারিয়া (আ.) সন্তান চেয়ে আল্লাহর নিকট এ দু'আ করেছিলেন এবং সাথেসাথেই ফেরেশতা এসে হযরত যাকারিয়া (আ.) কে হযরত ইয়াহইয়া (আ.) সম্পর্কে সুসংবাদ শুনিয়েছেন।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! তোমার পক্ষ থেকে আমায় পুত-পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ৩৮)

৫৪। হেকমত কামনা ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গী হওয়ার দু'আ

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রজ্ঞা দান কর এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা আশ-শু'আরা, ২৬: ৮৩)

৫৫। আল্লাহ তা'আলা হযরত আবূ বকর (রা.) এর দু'আটি পছন্দ করে কুরআনে উল্লেখ করেছেন

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আমি অবশ্যই আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আহকাফ, ৪৬ :১৫)

৫৬। ক্ষমা ও দয়া কামনার দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও দয়া কর, তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা মু'মিনূন, ২৩: ১১৮)

৫৭। যালিমের নির্জাতন থেকে মুক্তির দু'আ

رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে যালিম (অত্যাচারী) সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর। (সূরা আল-কাসাস, ২৮: ২১)

৫৮। নিজের ও ভাইয়ের জন্য ক্ষমা ও রহমত কামনার দু'আ

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমিই তো সর্বাধিক করুণাময়। (সূরা আ'রাফ, ৭: ১৫১)

৫৯। ক্ষমা প্রার্থনা করে দু'আ

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ ঃ আমরা শুনেছি এবং অনুসরণ করেছি। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা, ২: ২৮৫)

৬০। ক্ষমা প্রার্থনা ও কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য কামনার দু'আ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! মোচন করে দাও আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে। আর আমাদেরকে দৃঢ় রাখ এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৪৭)

৬১। ভুলে যাওয়া জ্ঞান পুনরায় স্মরণে আসার দু'আ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

অর্থ ঃ তুমি পবিত্র! আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে তুমি যা আমাদেরকে শিখিয়েছ (সেগুলি ব্যতীত)। নিশ্চয় তুমিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা। (সূরা বাকারা, ২: ৩২)

৬২। আগুন লাগলে পড়ার দু'আ

ফায়দা ঃ কোন স্থানে আগুন লাগলে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলতে থাকবে এবং নিভানোর চেষ্টা করবে (হিসনে হাসীন, পৃ. ২৮২) এবং নিম্নবর্ণিত দু'আটি তিনবার পড়ে এক মুষ্ঠি ধুলায় ফুঁক দিয়ে সেদিকে নিক্ষেপ করবে।

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ

অর্থ ঃ আমি বললাম, হে অগ্নি! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৬৯)

৬৩। কল্যাণকর বস্তু চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اٰتِنِى الْحِكْمَةَ الَّتِيْ مَنْ اُوْتِيَهَا فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে জ্ঞান দান কর; যাকে জ্ঞান দান করা হয়, সে কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। (সূরা বাকারা, ২: ২৬৯ নং আয়াত থেকে সংগৃহিত; আদ দু'আ, পৃ. ১৫, দু'আ নং ৫০)

৬৪। মজবুত বাক্য প্রার্থনা করা

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِيْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত কর পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। (সূরা ইবরাহীম, ১৪: ২৭ নং আয়াত থেকে সংগৃহিত; আদ দু'আ, পৃ. ১৫, দু'আ নং ৫১)

☙ ❧

অধ্যায় ঃ ৩

সকাল-সন্ধ্যা,
প্রত্যেক নামাযের পর
এবং ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আসমূহ

৩য় অধ্যায়

সকাল-সন্ধ্যা, প্রত্যেক নামাযের পর এবং ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আসমূহ

সকাল-সন্ধ্যায় পড়ার দু'আসমূহ

১। জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ (৭ বার)

ফায়দা ঃ হারিছ বিন মুসলিম থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর কারও সাথে কথাবার্তা বলার আগে এ দু'আ সাত বার পড়বে। সে ব্যক্তি যদি ঐ রাত বা দিনে মারা যায় অবশ্যই জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪১, হাদীস নং ৫০৭৯)

২। আকস্মিক বালা-মুসীবত থেকে হিফাযতের দু'আ (৩ বার)

ফায়দা ঃ হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিন বার করে এ দু'আ পড়বে, তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না।

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ করলাম, যাঁর নামের গুণে কোন কিছু আসমান কিংবা যমীনে কারও ক্ষতি করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৪, হাদীস নং ৫০৮৮, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ৩৩৮৮)

৩। জান্নাত লাভের দু'আ (৩ বার)

ফায়দা ঃ হযরত সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিন তিন বার

করে এ দু'আ পড়বে, আল্লাহ তা'আলার উপর অবধারিত হবে কিয়ামতের দিন তাকে (জান্নাত দানের মাধ্যমে) খুশী করা।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

অর্থ ঃ আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন রূপে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবীরূপে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছি। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ৩৩৮৯)

৪। সকল পেরেশানী থেকে মুক্তির দু'আ (৭ বার)

ফায়দা ঃ হযরত আবূ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাত বার এ দু'আ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল পেরেশানীর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (রূহুল মা'আনী, খ. ১১, পৃ. ৫৩, সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪২, হাদীস নং ৫০৮১)

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি। (সূরা তাওবা, ৯: ১২৯)

৫। সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াত ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

ফায়দা ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াত ও আয়াতুল কুরসী পড়বে সে সকাল থেকে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৭, হাদীস নং ২৮৭৯)

সূরা মু'মিনের শুরুর আয়াত সমূহ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿٢﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿٣﴾

অর্থ ঃ হা-মীম। এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট থেকে। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর

শাস্তি দানকারী এবং শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে। (সূরা মু'মিন, ৪০: ১-৩)

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ، لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ، وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না এবং নিদ্রাও না। আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে সুপারিশ করবে তাঁর কাছে তাঁর অনুমতি ছাড়া? দৃষ্টির সামনে এবং পিছনে যা কিছু রয়েছে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না; কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা বাকারা, ২: ২৫৫)

৬। সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত

ফায়দা ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত একবার তিলাওয়াত করবে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দু'আ করতে থাকবে। আর যদি ঐ দিন সে ব্যক্তি মারা যায় তবে তার শহীদী মৃত্যু হবে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এ আমল করবে সেও অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৮২, হাদীস নং ২৯২২)

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا هُوَ، اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ، سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى، يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمِ ﴿٢٤﴾

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি সকল দৃশ্য-অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। তিনি পরম দয়াময় অসীম দয়ালু। [২২] তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল ও মহিমান্বিত (অহংকারের অধিকারী)। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা আর উত্তম নামসমূহ তাঁরই। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা হাশর, ৫৯: ২২-২৪)

৭। সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের ফযীলত

ফায়দা ঃ হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার এ দু'টি আয়াত পাঠ করবে, তাহলে এটা তাহাজ্জুদ নামাযের স্থালাভিষিক্ত হয়ে যাবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৯, হাদীস নং ২৮৮১)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ، كُلٌّ اٰمَنَ بِاللهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ، وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا

حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ، وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، اَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

অর্থ ঃ রাসূল, তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মু'মিনগণও। তারা সকলে আল্লাহে, তার ফিরিশতাগণে, তার কিতাবসমূহে এবং তার রাসূলগণে ঈমান এনেছে। তারা বলে, "আমরা তার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না", আর তারা বলে, "আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি! হে আমাদের প্রতিপালক! আমার তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট"। [২৮৫] আল্লাহ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের প্রতিপালক যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও কর না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ কর না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছিলে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উপর এমন ভার অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। [২৮৬] (সূরা বাকারা, ২: ২৮৫-২৮৬)

৮। কালিমায়ে তাওহীদ (১০ বার)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব তাঁর জন্য এবং তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্বশক্তিমান।

ফায়দা-১ ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় দশ বার এ কালিমা পড়বে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে, তার আমলনামা থেকে দশটি গুনাহ মুছে ফেলা হবে, সে দশটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাবে এবং সে সারা দিন-

রাত শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। (তবরানী, খ. ৪, পৃ. ১২৮, হাদীস নং ৩৮৮৪)

ফায়দা-২ ঃ অন্য একটি হাদীসে এ দু'আটি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশ বার পড়ার সাওয়াব একটি গোলাম আযাদ করার সমান বলা হয়েছে। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২০৫, হাদীস নং ৩৪৬৫)

ফায়দা-৩ ঃ অন্য একটি হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি এ বাক্যটি দশ বার পড়বে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হবে যে ইসমাঈল আ. এর সন্তানের মধ্য থেকে (অর্থাৎ আরবী) চার জন গোলাম আযাদ করেছে। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৭১, হাদীস নং ২৬৯৩)

৯। সকল মাখলূকের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দু'আ (৩ বার)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার এ দু'আ পাঠ করবে সে সাপ-বিচ্ছুসহ সকল মাখলূকের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৬৯) বেশির ভাগ হাদীসে শুধু সন্ধ্যায় তিনবার পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আমি তাঁর কালিমা সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস নং ২৭০৯)

১০। আফিয়াতের দু'আ (৩ বার)

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখ আমার শরীরগতভাবে; হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখ আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে; হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখ আমার দৃষ্টিশক্তিতে। তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৫, হাদীস নং ৫০৯০)

১১। মাখলূকের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের আমল (৩ বার)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিন কুল অর্থাৎ 'সূরা ইখলাস', 'সূরা ফালাক' এবং 'সূরা নাস' তিন বার পড়বে সে সমস্ত মাখলূখের অনিষ্ট থেকে হিফাযতে থাকবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৬৭, হাদীস নং ৩৫৭৫)

১২। সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার বা শ্রেষ্ঠ তাওবা

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে এ তাওবা দিনে পড়বে সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে যাবে। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসের সাথে রাতে পড়বে সে যদি সকাল হওয়ার পূর্বে মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৭, হাদীস নং ৬৩০৬, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং ৩৩৯৩)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَاَبُوْٓءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْ لِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার রব। তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর কায়েম আছি। আমি যে গুনাহ করেছি তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার উপর তোমার দানকৃত নিয়ামতসমূহ আমি স্বীকার করছি এবং নিজের পাপসমূহও স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।

১৩। সকল সমস্যা সমাধানের দু'আ

ফায়দা ঃ বিপদের সময় এ দু'আটি সেজদার মধ্যে পড়া খুবই কার্যকরী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধের সময় সেজদার মধ্যে এ দু'আটি পড়েছিলেন। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৮১)

یَاحَیُّ یَاقَیُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِیْثُ، اَصْلِحْ لِیْ شَأْنِیْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِیْٓ اِلٰی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْنٍ

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব! হে সবকিছুর ধারক! আমি তোমার রহমতের মাধ্যমে তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। [জামে তিরমিযী: ৩৫২৪] তুমি আমার সকল হাল-অবস্থা সংশোধন করে দাও এবং আমাকে অতি সামান্য সময়ের জন্যও প্রবৃত্তির কাছে ন্যস্ত করো না। [সুনানে আবূ দাউদ: ৫০৯০] (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২৫)

১৪। অন্তর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দু'আ

ফায়দা ঃ নিম্নোক্ত দু'আটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) কে সকাল-সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় পড়তে বলেছেন।

اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهٗ اَشْهَدُ

اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞাতা। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি তোমার আশ্রয় চাই আমার মনের অনিষ্ট, শয়তানের অনিষ্ট এবং তার শিরক থেকে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং ৩৩৯২)

১৫। দুর্ঘটনা থেকে হিফাযতের বিশেষ দু'আ

ফায়দা ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবূ দারদা (রা.) এর নিকট এসে বলল, আপনার বাড়ি জ্বলে গেছে। তিনি বললেন ঃ জ্বলেনি। অপর এক ব্যক্তি এসে তাকে বলল, আগুন লেগেছিল কিন্তু আপনার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছা মাত্র নিভে গেল। তিনি বললেন ঃ আমি জানতাম আল্লাহ তা'আলা এমন করবেন না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে শুনেছি যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আ সকালে পড়বে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে না এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পড়বে সকাল পর্যন্ত সে কোন দুর্ঘটনায় পতিত হবে না। আর আমি সকালে এ দু'আটি পড়েছিলাম। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৭৫০, হাদীস নং ৪৯৬০)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ مَا شَآءَ اللّٰهُ

كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ، اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

১৬। দ্বীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْۤ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَاَهْلِيْ وَمَالِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই আমার দ্বীন ও দুনিয়ার এবং পরিবার-পরিজন ও মালের জন্য। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৭৪৯, হাদীস নং ৪৯৫৭)

১৭। দিন-রাতের মঙ্গল গ্রহণ ও অমঙ্গল থেকে নিরাপদের দু'আ

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এ কালিমাগুলি সকালে পড়বে সেদিন তাকে ঐ দিনের মঙ্গল প্রদান করা হবে, সে ঐ দিনের অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকবে; এবং যে রাত্রে পড়বে তাকে ঐ রাতের মঙ্গল প্রদান করা হবে, ঐ রাতের অমঙ্গল থেকে নিরাপদ থাকবে।

مَاشَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ (তাই হয়েছে) যা আল্লাহ চেয়েছেন। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কোন ক্ষমতা নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২৮, হাদীস নং ৫৩)

১৮। আকস্মিক কল্যাণ কামনা ও আকস্মিক অমঙ্গল থেকে পানাহ চাওয়া

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আ পড়বে সে আকস্মিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২২, হাদীস নং ৩৯)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْۤ اَسْئَلُكَ مِنْ فُجَآءَةِ الْخَيْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فُجَآءَةِ الشَّرِّ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আকস্মিক কল্যাণ চাই এবং আকস্মিক অমঙ্গল থেকে পানাহ চাই।

১৯। দিন-রাতের গুনাহ মোচনের দু'আ

ফায়দা ঃ ঐ ব্যক্তি মুসলমান নয় যে সকাল হওয়ার পর যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'আ না পড়বে। যখন কোন ব্যক্তি সকালে এ দু'আ পড়ে আল্লাহ তা'আলা বিকাল পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করে দেন এবং যে বিকালে এ দু'আ পড়ে আল্লাহ তা'আলা সকাল পর্যন্ত তার গুনাহ মাফ করে দেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، رَبِّيَ اللّٰهُ لَاۤ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا وَّاَشْهَدُ اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহই আমার প্রতিপালক, আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৩১, হাদীস নং ৫৯)

দ্রষ্টব্য ঃ যে সকল দু'আ প্রত্যেক নামাযের পর পড়তে হয়, সেগুলো অবশ্যই সকাল-সন্ধ্যায়ও পড়তে হবে। প্রত্যেক নামাযের পরের দু'আর জন্য ৭৫নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।



শুধু সকালে পড়ার দু'আসমূহ

১। ইলম, রিযিক ও মাকবুল আমলের জন্য দু'আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের পর এ দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا طَيِّبًا وَّعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, পবিত্র রিযিক এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৮৫, হাদীস নং ৯২৫)

২। সারা দিন সাওয়াব লাভের দু'আ

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর এ তাসবীহ তিনবার পাঠ করবে সে সমস্ত দিন তাসবীহ পাঠের সাওয়াব পাবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدَ خَلْقِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهٖ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ; আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর সন্তোষ পরিমাণ; আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর আরশের ওযন পরিমাণ; আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি- তাঁর বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৯০, হাদীস নং ২৭২৬)

৩। সকালে পড়ার দু'আ

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرِ مَا فِيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا فِيْهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْٓءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর করুণায় সকালে প্রবেশ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব আর তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ দিবসের কল্যাণ কামনা করি এবং এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, জরাগ্রস্ততা, সম্মানহানীকর বার্ধক্য এবং দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৮, হাদীস নং ২৭২৩)

৪। সকালে পড়ার আরেকটি দু'আ

أَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَآ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ ঃ আমরা সকালে প্রবেশ করেছি ইসলামের ফিতরাত সহকারে, কালিমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম হানীফের মিল্লাতের উপর, তিনি হক পন্থী ও মুসলমান ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। (সুনানে নাসায়ী, খ. ৬, পৃ. ৩, হাদীস নং ৯৮২৯, মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হাদীস নং ১৫৪০০)

৫। সকালে পড়ার সংক্ষিপ্ত দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার কুদরতে আমরা সকালে প্রবেশ করি এবং তোমার কুদরতে আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করি। তোমার কুদরতে আমরা

জীবিত থাকি, তোমার কুদরতে আমরা মৃত্যু বরণ করি। আর তোমার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৬, হাদীস নং ৩৩৯১, সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৭, হাদীস নং ৫০৬৮)

৬। সকল বিপদাপদ থেকে মুক্তির দু'আ

ফায়দা ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট অভিযোগ করল যে, সে অনেক বিপদগ্রস্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সকালে এ দু'আ পড়তে বললেন; এবং বললেন তোমার কোন বিপদ থাকবে না। সে এ দু'আ পড়তে থাকল এবং তার সকল বিপদ শেষ হয়ে গেল। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ২৮, হাদীস নং ৫১)

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামের বরকত হোক আমার নফসের উপর, আমার পরিবারের উপর এবং আমার মালের মধ্যে।



শুধু সন্ধ্যায় পড়ার দু'আসমূহ

১। সন্ধ্যায় পড়ার দু'আ

اَمْسَيْنَا وَاَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْٓءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ আমরা এবং সমগ্র জগত আল্লাহর করুণায় সন্ধ্যায় প্রবেশ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব আর তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল জিনিসের নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এ রাত্রির কল্যাণ কামনা করি এবং এতে যে অকল্যাণ রয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি অলসতা, জরাগ্রস্ততা, সম্মানহানীকর বার্ধক্য এবং দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের আযাব থেকে। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৮, হাদীস নং ২৭২৩)

২। সন্ধ্যায় পড়ার সংক্ষিপ্ত দু‘আ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيِيْ وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার কুদরতে আমরা সন্ধ্যায় প্রবেশ করি এবং তোমার কুদরতে আমরা সকালে প্রবেশ করি। তোমার কুদরতে আমরা জীবিত থাকি, তোমার কুদরতে আমরা মৃত্যু বরণ করি। আর মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে তোমারই কাছে গমন করব। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬৬, হাদীস নং ৩৩৯১, সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৭, হাদীস নং ৫০৬৮)

৩। দিন-রাতে ছুটে যাওয়া আমলের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো সকালে একবার পাঠ করবে সে বিকাল পর্যন্ত ছুটে যাওয়া আমলের সাওয়াব পাবে এবং যে ব্যক্তি এ আয়াতগুলো সন্ধ্যায় একবার পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত ছুটে যাওয়া আমলের সাওয়াব পাবে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪০, হাদীস নং ৫০৭৬)

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ﴿١٩﴾

অর্থ ঃ সুতরাং, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে, এবং বিকালে ও যুহরের সময়ে; আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। তিনিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে। (সূরা রূম, ৩০: ১৭-১৯)

৪। সন্ধ্যায় পড়ার আরেকটি দু‘আ

اَمْسَيْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

অর্থ ঃ আমরা বিকালে প্রবেশ করেছি ইসলামের ফিতরাত সহকারে, কালিমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীনের উপর এবং আমাদের পিতা ইবরাহীম হানীফের মিল্লাতের উপর, তিনি হক পন্থী ও মুসলমান ছিলেন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৪০৭, হাদীস নং ১৫৪০০)



প্রত্যেক ফরয নামাযের পর পড়ার দু‘আসমূহ

১। প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর পড়বে

ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর প্রথমে তিনবার اَسْتَغْفِرُ اللهَ পড়বে। তারপর এ দু‘আ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিদাতা, শান্তি তোমার পক্ষ থেকেই। তুমি সম্মান ও মর্যাদার মালিক। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৪১৪, হাদীস নং ৫৯১)

ফায়দা ঃ কেউ কেউ ফরয নামাযের পর উক্ত দু‘আর পরিবর্তে নিম্নোক্ত দু‘আ পড়ে থাকেন, তবে এটা মাসনূন দু‘আ নয়। (মিরকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৩৮৫)

اِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ

২। নামাযের পর ডান হাত মাথায় রেখে পড়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ডান হাত মাথায় রেখে يَا قَوِيُّ ১১ বার পড়বে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু‘আ পড়বে। (ছিলাহুল মু’মিন, পৃ. ৭০)

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ ، اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (শুরু করছি) যিনি ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই, তিনি অতি করুণাময় ও দয়ালু। হে আল্লাহ! তুমি আমার সকল দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দাও। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং ১৬৯৭১)

৩। নামাযের শেষে পড়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের শেষে নিম্নোক্ত দু‘আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِيْ اٰخِرَهٗ وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهٗ وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষাংশকে সুন্দর করে দাও, আমার শেষ আমলকে সুন্দর করে দাও এবং তোমার সাথে সাক্ষাতের দিনকে সুন্দর করে দাও। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৬৪, হাদীস নং ১২১)

৪। কালিমায়ে তাওহীদ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এ দু‘আটি পড়তেন। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৬৯, হাদীস নং ৮৪৪, সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪১৪, হাদীস নং ৫৯৩)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ،
اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَآ اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। (মহাবিশ্বের) রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও তা কেউ রোধ করতে পারে না আর তুমি যা রোধ করতে চাও তা কেউ দিতে পারে না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না।

৫। তাসবীহে ফাতেমী

✍প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ (অর্থ ঃ আল্লাহ বড় পবিত্র), ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (অর্থ ঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়) পড়বে। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪১৮, হাদীস নং ৫৯৬)

দ্রষ্টব্য ঃ প্রয়োজন সাপেক্ষে উক্ত তাসবীহগুলো তেত্রিশ-তেত্রিশ বার না বলে দশ-দশ বারও বলা যায়। অর্থাৎ ১০ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ , ১০ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ১০ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৭২, হাদীস নং ৬৩২৯)

৬। আল্লাহর যিকর ও শোকরের জন্য সাহায্য চাওয়া

ফায়দা ঃ হযরত মু'আয (রা.) কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে মুয়ায! আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে অসিয়্যাত করছি প্রত্যেক নামাযের পর অবশ্যই পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার যিকর, তোমার শোকর এবং তোমার উত্তম ইবাদত করার জন্য আমাকে সাহায্য কর। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭৫, হাদীস নং ১৫২২)

৭। আয়াতুল কুরসী

ফায়দা-১ ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তার জান্নাতে প্রবেশের মধ্যে মওত ছাড়া আর কোন কিছু অন্তরায় থাকবে না। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৮২, হাদীস নং ২৫৩৪)

ফায়দা-২ ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে সে পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে (হিফাযতে) থাকবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৯৩, হাদীস নং ২৫৬৫) [আয়াতুল কুরসী ৬৪নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

৮। সূরা তাওবার শেষ দুই আয়াত

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পড়বে আল্লাহর রহমতে সে হাশরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআত পাবে। (আ'মালে কুরআনী, পৃ. ৭)

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট এক রাসূল এসেছে। তাঁর পক্ষে এটা কষ্টদায়ক, তোমাদের যা কষ্ট দেয়। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে অতি দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল- "আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি

ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহাসিংহাসনের অধিপতি।” (সূরা তাওবা, ৯: ১২৮-১২৯)

৯। সূরা ইখলাস (১০ বার)

ফায়দা-১ ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ‘সূরা ইখলাস’ দশ বার পড়বে আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তাকে রাজি করবেন এবং তাকে ক্ষমা করবেন। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৬৩, হাদীস নং ২৭৩২)

ফায়দা-২ ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ‘সূরা ইখলাস’ দশ বার পড়বে সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১৫, পৃ. ১২৪০, হাদীস নং ৪৩২২০)

১০। সূরা সাফ্‌ফাত এর শেষ তিন আয়াত (৩ বার)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর সূরা সাফ্‌ফাত এর শেষ তিন আয়াত তিনবার পড়বে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সাওয়াব প্রদান করা হবে। (তবরানী, খ. ৫, পৃ. ২১১, হাদীস নং ৫১২৪)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾

অর্থ ঃ পবিত্র আপনার প্রতিপালকের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গম্বরদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর জন্য। (সূরা সাফ্‌ফাত, ৩৭: ১৮০-১৮২)

১১। ইস্তিগফার (৩ বার)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

ফায়দা-১ ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এ ইস্তিগফারটি তিন বার পড়বে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৭২১, হাদীস নং ২০৬৬)

ফায়দা-২ ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর এ ইস্তিগফারটি সাত বার পড়বে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার স্ত্রী হূর ও নিজ বাসস্থান প্রাসাদ না দেখবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৭৩৪, হাদীস নং ২১০৪)

১২। মুআওবিযাতাইন (সূরা ফালাক-সূরা নাস)

ফায়দা ঃ উকবা বিন আমির থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন প্রত্যেক নামাযের পর মুআওবিযাতাইন অর্থাৎ সূরা ফালাক-সূরা নাস পড়ি। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭৭, হাদীস নং ১৫২৩)

১৩। কুফরী, দারিদ্র ও আযাবে কবর থেকে পানাহ চাওয়া

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পরে এ দু‘আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কুফরী, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ৩৯, হাদীস নং ২০৪২৫)

১৪। কাপুরুষতা ও কৃপণতা ইত্যাদি থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কাপুরুষতা থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই কৃপণতা থেকে, আমি তোমার নিকট পানাহ চাই অকর্মণ্য বয়স থেকে এবং আমি তোমার নিকট পানাহ চাই দুনিয়ার ফেতনা ও কবরের শাস্তি থেকে। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ২৩, হাদীস নং ২৮২২)

১৫। ফরয নামাযের পর আরও কিছু তাসবীহ

এরূপ তাসবীহ তাবলীগী জামাতের বুযুর্গদের থেকে মনকূল রয়েছে।

(ক) ফজর নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা‘আলা) জীবিত ও স্থায়ী। (সূরা বাকারা, ২ঃ ২৫৫)

(খ) যোহর নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা‘আলা) বিরাট ও মহান। (সূরা বাকারা, ২ঃ ২৫৫)

(গ) আসর নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা‘আলা) করুণাময় ও দয়ালু। (সূরা হাশর, ৫৯ঃ ২২)

(ঘ) মাগরিব নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) ক্ষমাকারী ও দয়াশীল। (সূরা ইউনুস, ১০: ১০৭)

(ঙ) ইশা নামাযের পর (১০০ বার) - هُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ

অর্থ ঃ তিনি (আল্লাহ তা'আলা) পবিত্র ও অতি সতর্ক। (সূরা মুলক, ৬৭: ১৪)



ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আসমূহ

১। বিছানায় শুয়ে পড়বে

بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

অর্থ ঃ হে প্রভু! তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও, তবে তাকে ক্ষমা করে দিও। আর যদি তাকে ছেড়ে দাও, তবে তাকে রক্ষা কর যদ্দারা তুমি রক্ষা কর তোমার নেক বান্দাদের। (সহীহ বুখারী, খ. ৯, পৃ. ১১৯, হাদীস নং ৭৩৯৩)

২। ঘুমানোর সময় পড়ার দু'আ

হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাতে যেতেন, তখন (ডান) হাত মাথার (ডান) পার্শ্বের নিচে রেখে নিম্নবর্ণিত দু'আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নাম নিয়ে মরি এবং জীবিত থাকি। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ৬৩১২)

৩। অতঃপর এ দু'আ পড়বে (৩ বার)

رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর থেকে উঠাবে, সেদিন আমাকে তোমার আযাব থেকে রক্ষা করবে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩১, হাদীস নং ৫০৪৫, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৭১, হাদীস নং ৩৩৯৯)

৪। শয়নকালে ইস্তিগফার পড়বে (৩ বার)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি শয়নকালে নিম্নবর্ণিত ইস্তিগফার তিন বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার (সগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয়। অথবা আলিজ উপত্যকার বালুর পরিমাণ হয়; কিংবা বৃক্ষসমূহের পাতা পরিমাণ হয় কিংবা দুনিয়ার দিবসমূহের পরিমাণ হয়। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৭০, হাদীস নং ৩৩৯৭)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আর আমি তাঁর সমীপে তাওবা করছি।

৫। তাসবীহে ফাতেমী

ফায়দা ঃ হযরত ফাতেমা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট একজন খাদেমের আবেদন করলে আপনি বলেন ঃ শোয়ার সময় ৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ (অর্থ ঃ আল্লাহ বড় পবিত্র), ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য) এবং ৩৪ বার اَللهُ اَكْبَرُ (অর্থ ঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়) পড়বে এটা খাদেম অপেক্ষো অনেক উত্তম। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৯২, হাদীস নং ২৭২৮)

৬। আয়াতুল কুরসী

আয়াতুল কুরসী ও তার অর্থ ৭০ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭। সূরা বাকার শেষ দুই আয়াত

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতের (বা ঘুমানোর) সময় পড়বে এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৫, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৪০০৮)

৮। সূরা কাফিরূন

শোয়ার সময় সূরা কাফিরূন পড়া উচিত। কেননা এটা শিরক থেকে বিমুক্তি। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৭৪, হাদীস নং ৩৪০৩)

৯। সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দেয়া (৩ বার)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমাতে গেলে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন। দুনো হাতকে একত্রিত করে ফুঁক দিতেন এবং হাতকে সমস্ত শরীরে যতদূর সম্ভব বুলিয়ে নিতেন। এভাবে তিনবার করতেন। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৯০, হাদীস নং ৫০১৭)

১০। সূরা সেজদা ও সূরা মুলক

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে 'সূরা সেজদা' এবং 'সূরা মুলক' পড়তেন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯২)

১১। সম্ভব হলে এ ছয়টি সূরাও পড়বে

সম্ভব হলে مُسَبِّحَات (মুসাব্বিহাত) এর ছয়টি সূরা শোয়ার সময় পড়বে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোয়ার সময় এ সূরাগুলি পড়তেন। সূরাগুলি হল (১) সূরা হাদীদ (২) সূরা হাশর (৩) সূরা সফ (৪) সূরা জুম'আ (৫) সূরা তাগাবুন এবং (৬) সূরা আ'লা। (হিসনে হাসীন, পৃ. ১১০)

১২। ঘুম না আসলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ غَارَتِ النُّجُوْمُ وَهَدَأَتِ الْعُيُوْنُ وَاَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ لَّا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اَهْدِئْ لَيْلِيْ وَاَنِمْ عَيْنِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আকাশের তারকাসমূহ অদৃশ্য হয়েছে এবং চোখসমূহ নিদ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। আর তুমি চিরঞ্জীব, সমগ্র সৃষ্টির ধারক। তোমার তন্দ্রাও আসে না, নিদ্রাও আসে না। হে চিরঞ্জীব! হে সমগ্র সৃষ্টির ধারক! তুমি আমার রাতকে শান্তিময় করে দাও এবং আমার চক্ষুকে নিদ্রা বিভোর করে দাও। (হিসনে হাসীন, পৃ. ১১৫)

১৩। ভাল স্বপ্ন দেখে পড়ার দু'আ

ফায়দা ঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তাই ভাল স্বপ্ন দেখলে পড়বে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ জন্য। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১২৫, হাদীস নং ৩২৯২)

১৪। খারাপ স্বপ্ন দেখলে পড়বে

ফায়দা ঃ খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, তাই খারাপ স্বপ্ন দেখলে নিজ বাম দিকে তিন বার ফুৎকার দিবে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করবে। তাহলে খারাপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১২৫, হাদীস নং ৩২৯২)

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

অর্থ ঃ আমি অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর পানাহ চাই এবং এই দুঃস্বপ্নের অনিষ্ট থেকে। (হিসনে হাসীন, পৃ. ১১৩)

১৫। নিদ্রাবস্থায় ভয় পেলে পড়ার দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার সকল কালেমাসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং আমার কাছে তার উপস্থিতি থেকে পানাহ চাই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৪০৫, হাদীস নং ৩৮৯৩, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং ৩৫২৮)

১৬। ঘুম থেকে উঠে পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْٓ اَحْيَانَا بَعْدَ مَآ اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি মৃত্যু (নিদ্রা) এর পর আমাদের আবার জীবিত (জাগ্রত) করেছেন এবং তার কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ৬৩১২, সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৩, হাদীস নং ২৭১১)

১৭। অতঃপর এ দু'আ পড়বে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, মহা শাস্তিদাতা। তিনি আসমান ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুর প্রতিপালক। তিনি মহা শক্তিশালী ও বড় ক্ষমাশীল। (সুনানে নাসায়ী, খ. ৪, পৃ. ৪০০, হাদীস নং ৭৬৮৮)

১৮। রাত্রে উঠলে এ দু'আ পড়বে

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য) ঘুম থেকে উঠে এ দু'আ পড়তেন।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ، اَللّٰهُمَّ اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَاَسْئَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ

عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِىْ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِىْ وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই আমার গুনাহের জন্য এবং তোমার নিকট তোমার রহমত প্রার্থনা করি। হে আল্লাহ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও, সঠিক পথ প্রদর্শনের পর আমার অন্তরকে পথভ্রষ্ট কর না এবং আমাকে তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি বড় দাতা। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৫, হাদীস নং ৫০৬১)

ဢ ဢ

অধ্যায় ঃ ৪

আযান ও নামায সম্পর্কীয় দু‘আ সমূহ

৪র্থ অধ্যায়

আযান ও নামায সম্পর্কীয় দু‘আসমূহ

মসজিদে প্রবেশ হওয়ার সময় পড়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ নিম্নোক্ত দু‘আটি পড়লে মসজিদে প্রবেশ হওয়ার পাঁচটি সুন্নাতের মধ্য থেকে তিনটি (বিসমিল্লাহ পড়া, দুরূদ ও দু‘আ পড়া) আদায় হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْٓ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৩, হাদীস নং ৭৭১, সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদীস নং ৭১৩)

মসজিদে প্রবেশ হওয়ার পর পড়ার দু‘আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ

অর্থ ঃ শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর। (মুসান্নাফে আবদির রায্‌যাক, খ. ১, পৃ. ৪২৬, হাদীস নং ১৬৬৭)

মসজিদে থাকা অবস্থায় বেশি বেশি পড়বে

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র। সকল প্রসংশা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে মহান। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৩২, হাদীস নং ৩৫০৯)

মসজিদ থেকে বের হওয়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ নিম্নোক্ত দু'আটি পড়লে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পাঁচটি সুন্নাতের মধ্য থেকে তিনটি (বিসমিল্লাহ পড়া, দুরূদ ও দু'আ পড়া) আদায় হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদীস নং ৭১৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৩, হাদীস নং ৭৭১)

অযূর শুরুতে পড়বে

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু। (হিসনে হাসীন, পৃ. ১২০)

অযূর মাঝে এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দাও। আমার ঘরে স্বচ্ছলতা দান কর এবং আমার রিযিকে বরকত দান কর। (সুনানে নাসায়ী, খ. ৬, পৃ. ২৪, হাদীস নং ৯৯০৮)

অযূর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়বে

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (জামে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস নং ৫৫)

অতঃপর এ দু'আ পড়বে

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে অযূ করবে এবং অযূর শেষে প্রথমে কালিমায়ে শাহাদাত অতঃপর নিম্নবর্ণিত দু'আটি পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে সে যে দরজা দিয়ে খুশি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (জামে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস নং ৫৫)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অধিক তাওবাকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত কর। এবং যারা সর্বদা পবিত্র থাকে তাদের অন্তর্ভূক্ত কর। (জামে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৭৮, হাদীস নং ৫৫)

অযূর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধোয়ার সময় পড়ার দু'আ

ফায়দা ঃ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। ফুকাহায়ে কেরাম অযূর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধোয়ার সময় দু'আ পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। নিম্নোক্ত দু'আসমূহ কিছু তারতম্যের সাথে মাশায়েখদের থেকে বর্ণিত রয়েছে। (আল-আযকার লিন-নববী, খ. ১, পৃ. ৩৬)

বিসমিল্লাহর পর পড়ার দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ الْمَآءَ طَهُوْرًا

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি পানিকে পরিষ্কারক করেছেন।

কুলি করার সময় পড়বে

اَللّٰهُمَّ اسْقِنِيْ مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ كَأْسًا لَّآ اَظْمَأُ بَعْدَهٗٓ اَبَدًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার নবীর হাউসে কাউসার থেকে এক গ্লাস পান করাও যাতে আমি আর কখনো তৃষ্ণার্ত না হই।

নাকে পানি দেয়ার সময় পড়বে

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنِيْ رَآئِحَةَ نَعِيْمِكَ وَجَنَّاتِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার নেয়ামত ও জান্নাতের সুঘ্রাণ থেকে বঞ্চিত কর না।

চেহারা ধোয়ার সময় বলবে

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার চেহারা উজ্জ্বল কর যেদিন কতকগুলো চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কতকগুলো চেহারা হবে কাল।

দুই হাত ধোয়ার সময় বলবে

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দাও। হে আল্লাহ! আমার আমলনামা আমার বাম হাতে দিও না।

মাথা মাসাহ করার সময় বলবে

اَللّٰهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِيْ وَبَشَرِيْ عَلَى النَّارِ وَاَظِلَّنِيْ تَحْتَ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার চুল ও ত্বককে আগুনের জন্য হারাম করে দাও এবং আমাকে তোমার আরশের নিচে ছায়াচ্ছন্ন কর যেদিন তোমার আশ্রয় ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না।

দুই কান মাসাহ করার সময় বলবে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর যারা মনোযোগ সহকারে শুনে এবং ভাল কথার অনুসরণ করে।

দুই পা ধোয়ার সময় বলবে

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার দু'পাকে সহজ-সঠিক পথে দৃঢ় রাখ।

ফজরের নামাযের জন্য বের হয়ে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْرًا وَّمِنْ اَمَامِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْرًا وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার জিহ্বায় নূর দান করুন। আমার শ্রবণ শক্তিতে নূর দান করুন। আমার দৃষ্টিশক্তিতে নূর দান করুন। আমার পিছনে নূর দান করুন। আমার সামনে নূর দান

করুন। আমার উপরে নূর দান করুন। আমার নীচে নূর দান করুন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫২৫, হাদীস নং ৭৬৩)

সূর্যোদয়ের পর এ দু‘আ পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَقَالَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوْبِنَا

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি আজকের দিনে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং গুনাহের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করেননি। (সহীহ ইবনে হিব্বান, খ. ৬, পৃ. ৩৪১, হাদীস নং ২৬০৭)

মাগরিবের আযানের সময় পড়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এটা তোমার রাতের আগমন ও দিনের গমন এবং তোমার প্রতি আহ্বানকারী (মুয়ায্যিনদের) ধ্বনির (আযানের) সময়। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ২০১, হাদীস নং ৫৩০)

আযানের জওয়াব

যখন আযান শুনবে, মুয়ায্যিন যে বাক্য বলবে, শ্রোতাও সে বাক্য পুনরাবৃত্তি করবে। তবে حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এর উত্তরে শ্রোতা لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ বলবে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, হাদীস নং ৫২৭)

আর ফজরের আযানের ক্ষেত্রে মুয়াযযিন যখন اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলবে তখন উত্তরে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ বলবে। (মারাকিউল ফালাহ, পৃ. ১১০, বেহেশতী জেওর, পৃ. ৭৪৬)

আযানের শেষে পড়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযানের জওয়াব দিবে। অতঃপর আযানের শেষে নিম্নোক্ত দু‘আ পড়বে কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফা‘আত (সুপারিশ) ওয়াজিব হবে অর্থাৎ সে অবশ্যই আমার সুপারিশ এর হকদার হবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও আসন্ন নামাযের তুমিই রব। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অসীলা ও মর্যাদা দান কর। আর তাঁকে মাকামে মাহমূদে অধিষ্ঠিত কর, যার ওয়াদা তুমি তাঁকে দিয়েছ। অবশ্যই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১২৬, হাদীস নং ৬১৪, জামে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৩, হাদীস নং ২১১)

অথবা এ দু‘আ পড়বে

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহকে রব হিসাবে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিলাম। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৯০, হাদীস নং ৩৮৬)

আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ আযান এবং ইকামতের সময় নিশ্চয় দু‘আ কবুল হয়। তাই এ সময়ে আল্লাহ পাকের নিকট অবশ্যই দু‘আ করবে এবং দুনিয়া-আখিরাতে শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করবে। এভাবে আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ও দু‘আ কবুল হয়। তাই এ সময়ে সুন্নাত নামায অথবা সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহর নিকট অবশ্যই দু‘আ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই এবং দুনিয়া ও আখিরাতে (প্রত্যেক বিপদাপদ ও আযাব থেকে) হিফাযত প্রার্থনা করছি। (হিসনে হাসীন, পৃ. ১৪৩)

ইকামতের জওয়াব

ইকামতের উত্তর আযানের উত্তরের ন্যায়। তবে মুয়ায্যিন যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলবে, তখন শ্রোতা এর উত্তরে اَقَامَهَا اللهُ وَاَدَامَهَا বলবে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ২০০, হাদীস নং ৫২৮)

ফজরের সুন্নাত নামাযে পড়ার সূরাসমূহ

ফজরের সুন্নাতে প্রথম রাকআতে সূরায়ে قُلْ يَآ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ পড়বে এবং দ্বিতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ পড়বে। (জামে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ২৭৬, হাদীস নং ৪১৭)

ছানা

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তোমার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতময়, তোমার মর্যাদা সুউচ্চ আর তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৯৯, হাদীস নং ৩৯৯, জামে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৯, হাদীস নং ২৪২)

রুকূর তাসবীহ (৩ বার)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫৩৬, হাদীস নং ৭৭২)

অতঃপর এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَمُخِّيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রুকূ করেছি, আমি তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং আমি তোমার আনুগত্য অবলম্বন করেছি। আমার কান, আমার চোখ, আমার মগজ, আমার হাড় এবং আমার শিরা (সবকিছু) তোমার সম্মুখে অবনত। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫৩৪, হাদীস নং ৭৭১)

রুকূ থেকে উঠার সময় পড়বে (তাসমী)

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

অর্থ ঃ আল্লাহ শোনেন যে তার প্রশংসা করে। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৪০, হাদীস নং ৬৮৯)

রুকূ থেকে উঠে পড়ার দু'আ (তাহমীদ)

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা তোমারই জন্য। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫৩৬, হাদীস নং ৭৭২)

রুকূ থেকে উঠে তাহমীদের পর পড়বে (কূমাতে)

حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

অর্থ ঃ এরূপ প্রশংসা যা প্রচুর, পবিত্র ও কল্যাণময়। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৫৯, হাদীস নং ৭৯৯)

সেজদার তাসবীহ (৩ বার)

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

অর্থ ঃ আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫৩৬, হাদীস নং ৭৭২)

অতঃপর এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهٗ وَصَوَّرَهٗ فَاَحْسَنَ صُوَرَهٗ وَشَقَّ سَمْعَهٗ وَبَصَرَهٗ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই সেজদা করেছি, আমি তোমার প্রতিই ঈমান এনেছি এবং আমি তোমার আনুগত্য অবলম্বন করেছি। আমার কপাল ঐ সত্তাকে সেজদা করেছে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অতি উত্তম আকৃতি দান করেছেন। (শোনার জন্য) কান সৃষ্টি করেছেন এবং (দেখার জন্য) চোখ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অতি বরকতপূর্ণ, যিনি অতি উত্তম সৃষ্টিকর্তা। (সহীহ ইবনে হিব্বান, খ. ৫, পৃ. ৩১৫, হাদীস নং ১৯৭৭)

সেজদায় এ দু‘আও পড়া যায়

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় মাঝে মাঝে এ দু‘আ পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهٗ دِقَّهٗ وَجُلَّهٗ وَاَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ وَعَلَانِيَّتَهٗ وَسِرَّهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার সমস্ত গুনাহ মাফ কর, ছোট-বড়, পূর্বের-শেষের এবং প্রকাশ্য-গুপ্ত গুনাহ। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৫০, হাদীস নং ৪৮৩)

সেজদায় এ দু‘আটিও পড়া যায়

ফায়দা ঃ এ দু‘আটি বিতরে পড়ার বর্ণনাও রয়েছে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৬১, হাদীস নং ৩৫৬৬)

اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَآءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির মাধ্যমে তোমার অসন্তুষ্টি থেকে, তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার শাস্তি থেকে আমি পানাহ চাই। তোমার গুণাবলী বর্ণনা করে আমি শেষ করতে পারব না, তুমি ঐরূপ প্রশংসার মালিক যেরূপ তুমি তোমার প্রশংসা করেছ। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩৫২, হাদীস নং ৪৮৬)

জালসা (দুই সেজদার মাঝখানে) পড়বে

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ২৯৩, হাদীস নং ৮৭৪)

অথবা এ দু‘আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া কর। আমাকে হিদায়েত কর। আমাকে মাফ কর। আমাকে রিযিক দান কর। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ২৮৬, হাদীস নং ৮৫০, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ১৯৬, হাদীস নং ৯০০)

তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ ঃ সমস্ত সম্মান, সকল আনুগত্য ও পবিত্রতা আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের প্রতি এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রতি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ৮৩১, সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩০২, হাদীস নং ৪০৩)

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। তুমি নিশ্চয় প্রশংসিত, সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। তুমি নিশ্চয় প্রশংসিত, সম্মানিত। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১২০, হাদীস নং ৪৭৯৭)

দু'আ মাছূরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْٓ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অত্যাধিক জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমাকারী নেই। সুতরাং তোমার পক্ষ থেকে আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দাও এবং তুমি আমাকে রহম কর, তুমিই ক্ষমাকারী, করুণাময়। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ৮৩৪, সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৭৮, হাদীস নং ২৭০৫)

তাহাজ্জুদের নিয়তে উঠে পড়ার দু'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। আল্লাহ অতি পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত (আমাদের) কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। (সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫৪, হাদীস নং ১১৫৪)

অতঃপর এ দু'আ পড়বে

প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ দশবার, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ দশবার, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ দশবার, سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ দশবার এবং اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ দশবার পড়বে। অতঃপর নিম্নেবর্ণিত দু'আ দশবার পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চই আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও কিয়ামতের দিনের সংকট থেকে পানাহ চাই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৪, হাদীস নং ৫০৮৫)

ফায়দা ঃ তাহাজ্জুদের নামায দু'রাকাআত করে চার, আট কিংবা বারো রাকআত পড়বে।

বিতরের নামাযে পড়ার সূরাসমূহ

বিতরের নামাযে প্রথম রাকআতে সূরায়ে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى পড়বে, দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে قُلْ يَآ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ পড়বে এবং তৃতীয় রাকআতে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ পড়বে। (জামে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস নং ৪৬৩)

দু‘আয়ে কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার সাহায্য চাই, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার উপর ঈমান রাখি এবং তোমার উপর ভরসা করি। তোমার উত্তম প্রশংসা করি। তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, অকৃতজ্ঞতা করি না। যারা তোমার অবাধ্য, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি ও তাদেরকে বর্জন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার উদ্দেশ্যে নামায আদায় করি। আমরা তোমাকে সেজদা করি, তোমার দরবারে দৌঁড়ে আসি এবং তোমারই দিকে ধাবিত হই। আমরা তোমার রহমতের আশাবাদী ও তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদের সাথে যুক্ত হবে। (সুনানে বায়হাকী, খ. ২, পৃ. ২১০, হাদীস নং ২৯৬২ ও ২৯৬৩)

বিতরের নামাযের সালামের পর পড়ার দু‘আ (৩ বার)

ফায়দা ঃ বিতরের নামাযের সালামের পর নিম্নোক্ত দু‘আ তিনবার পড়বে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, হাদীস নং ৬৯৪৩)

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তা‘আলার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, যিনি বাদশাহ, অতি পবিত্র। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস নং ১৪৩০)

দু‘আয়ে তারাবীহ

سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ. سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ. سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ. اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ يَا مُجِيْرُ

অর্থ ঃ রাজ্য ও রাজত্বের অধিকারী অতি পবিত্র। সম্মান, মহত্ত্ব, ভীতি, ক্ষমতা, গৌরব ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী অতি পবিত্র। চিরঞ্জীব, চির জাগ্রত এবং অমর বাদশাহ অতি পবিত্র। আমাদের, ফেরেশতাদের ও আত্মা (জিবরাঈল আ.) এর প্রতিপালক অতি পবিত্র ও মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। হে রক্ষাকারী! হে রক্ষাকারী! হে রক্ষাকারী! (ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ৪৬ আংশিক)

কুনূতে নাযিলা

ফায়দা ঃ কাফের-মুশরিকদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর যদি হঠাৎ কোন বালা-মুসীবত, আক্রমন কিংবা অত্যাচার-নিপীড়ন আরম্ভ হয়, তাহলে ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর পর ইমাম উচ্চস্বরে কুনূতে নাযিলা পড়বে এবং মুক্তাদীগণ ইমামের প্রতিটি বাক্য উচ্চারণের পরপর আস্তে আমীন বলবে। এক মাস অথবা বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত এ দু'আ পড়া যায়।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْ مَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَآ اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَآءَكَ، اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لَا تَرُدُّهٗ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে হিদায়েত প্রদান করেছ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। যাদেরকে ক্ষমা করেছ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। যাদেরকে বন্ধু বানিয়েছ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি

আমাদেরকে যা দিয়েছ, তাতে বরকত দান কর। তোমার ফয়সালাকৃত বিষয়ের অনিষ্ট থেকে আমাদের হিফাযত কর। নিশ্চয় তুমি ফয়সালাকারী, তোমার বিরুদ্ধে কোন ফয়সালা চলে না। তুমি যাকে বন্ধু বানিয়েছ, সে অপমানিত হয় না। তুমি যাকে শত্রু বানিয়েছ, সে কখনও ইজ্জত পায় না। হে রব! তুমি বরকতময় ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছে তাওবা করি। আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন সম্মানিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাফ করে দাও। মাফ করে দাও মুমিন নর-নারীকে এবং সকল মুসলিম নর-নারীকে। তাদের অন্তরে পরস্পর মিল-মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। তাদের মধ্যকার সকল বিষয়ের সমাধান করে দাও। আর তাদেরকে তোমার ও তাদের শত্রুদের উপর সাহায্য কর। হে আল্লাহ! কাফের ও মুশরিকদের প্রতি লা'নত কর, লা'নত কর ইহুদী-খৃষ্টানদের প্রতি, যারা তোমার দ্বীনের রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তোমার রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তোমার অলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হে আল্লাহ! তাদের পরস্পরের কথাবার্তায় বিরোধ সৃষ্টি করে দাও। তাদের পদক্ষেপ বিধ্বস্ত করে দাও। তাদের বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। তাদের জামাআতকে ছিন্নভিন্ন করে দাও এবং তাদের উপর তোমার এমন আযাব নাযিল কর, অপরাধী সম্প্রদায় থেকে যে আযাব তুমি দূর করবে না। হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের মোকাবেলায় পেশ করলাম এবং আমরা তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। (সুনানে বায়হাকী, খ. ২, পৃ. ২০৯, হাদীস নং ২৯৫৭ আংশিক, হিসনে হাসীন, পৃ. ১২৭-১২৮)

তাহাজ্জুদের নামায (সর্বোত্তম নফল নামায)

কুরআন মাজীদে নফল নামাযের মধ্যে শুধু তাহাজ্জুদের নামাযের কথা নাম সহ বর্ণিত হয়েছে (সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭: ৭৯) তাহাজ্জুদ হল, সমস্ত নফল ইবাদাতের মধ্যে আফযাল, গুনাহ মোচন এবং প্রয়োজন অর্জনের জন্য এর তুলনা নেই। তাহাজ্জুদ ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা অসম্ভব। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম এবং বুযুর্গানে দ্বীন সর্বদা তাহাজ্জুদের পাবন্দি করেছেন।

তাহাজ্জুদের বদল

শেষ রাতে জাগার অভ্যাস না হওয়া পর্যন্ত ইশার নামাযের সুন্নাতের পর তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাকআত নফল পড়া উচিত। তাহাজ্জুদ দু'রাকআত করে চার, আট ও বারো রাকআত পর্যন্ত পড়া যায়। তবে আট রাকআত পড়া উত্তম। তাহাজ্জুদের সময় হল, রাতের শেষাংশ। তবে সবার জন্য রাতের শেষাংশে জাগা সম্ভব হয় না? তাই রাত জাগা ব্যতীত তাহাজ্জুদের সাওয়াব পাওয়ার জন্য মুহাক্কিক বুযুর্গদের থেকে একটি বিকল্প তরীকা বর্ণিত আছে, তা হল ইশার ফরয নামাযের পরে দু'রাকআত সুন্নাত পড়ার পর বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাকআত নামায পড়বে। তাহলে তাহাজ্জুদের সাওয়াব পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তবে এ নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা হবে না, কেননা ঘুম থেকে জাগা ব্যতীত তাহাজ্জুদ হয় না। মোদ্দাকথা রাতের শেষাংশে তাহাজ্জুদ পড়াই আফযাল ও সর্বোত্তম। (তাফসীর রূহুল মা'আনী, খ. ৮, পৃ. ১৩২, তাফসীর ইবনে কাছীর, খ. ৩, পৃ. ৫৮, তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ৫০৩-৫০৪, ফাতাওয়া শামী, খ. ২, পৃ. ২৪; মা'মুলাতে মাছুরা, পৃ. ৫৭)

সালাতুল হাজত এর দু'আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির আল্লাহ তা'আলা কিংবা মানুষের নিকট কোন হাজত (প্রয়োজন) রয়েছে। সে ব্যক্তির উচিত ভালভাবে অযূ করে দুই রাকআত নামায পড়বে। এরপর আল্লাহর প্রশংসা করবে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করবে, অতঃপর নিম্নবর্ণিত দু'আ পড়বে। (জামে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৩৪৪, হাদীস নং ৪৭৯)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ، لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তিনি ধৈর্যশীল, দয়ালু। তিনি পবিত্র, যিনি মহান আরশের রব। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সারা

জাহানের প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের উপকরণগুলো আর তোমার মাগফিরাত পেতে উপযুক্ত অসীলার জন্য প্রার্থনা করছি। আর প্রত্যেক গুনাহ হতে নিরাপদে রেখে প্রত্যেকটি পুণ্যের সম্পদের জন্য আবেদন করছি। হে দয়াবানদের দয়াবান! ক্ষমা ব্যতীত আমার কোন গুনাহ অবশিষ্ট রেখ না। কোন দুঃখ-বেদনা দূর করা ছাড়া রেখে দিও না এবং তোমার পছন্দ হয় এমন কোন প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া রেখে দিও না।

নামাযে ইস্তেখারা এর দু‘আ

ফায়দা-১ ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট পরামর্শ চাওয়া আদম সন্তানের জন্য সৌভাগ্যের কারণ এবং আল্লাহ তা‘আলার নিকট পরামর্শ না চাওয়া তাদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ। বিবাহের জন্য ইস্তেখারা করা সুন্নাত। কারো নিকট পয়গাম প্রকাশ করার পূর্বে ইস্তেখারা করে নিবে।

ফায়দা-২ ঃ জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সকল কাজের জন্য ইস্তেখারা শিখিয়েছেন, যেভাবে আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিখিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা করছে, সে যেন দুই রাকআত নামায পড়ে এবং এরপর পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّیْ فِیْ دِيْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَيَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِيْهِ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِيْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার ইল্‌মের মাধ্যমে তোমার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তোমার কুদরতের মাধ্যমে শক্তি-সামর্থ্য প্রার্থনা করছি। আর তোমার কাছে তোমার বড় অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। কেননা, তোমার শক্তি আছে, আমার শক্তি নেই, তুমি জান, আমি জানি না। তুমি অদৃশ্য বিষয়ে খুবই পরিজ্ঞাত। হে আল্লাহ! যদি তোমার জ্ঞানে এ কাজটি

আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম ও কল্যাণকর হয়, তবে তাকে আমার জন্য অবধারিত করে দাও। তারপর এতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি এ কাজটি তোমার জ্ঞানে আমার দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য অকল্যাণকর হয়, তবে উক্ত কাজকে আমার থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখ। আর আমার জন্য সর্বস্থানে কল্যাণ বরাদ্দ কর। অতঃপর আমাকে তাতে সন্তুষ্ট কর। (সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৫৬, হাদীস নং ১১৬২)

সালাতুত্ তাসবীহ

ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ চাচা হযরত আব্বাস (রা.)কে এ নামাযের শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ নামাযের দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা আপনার পূর্বের-পরের, পুরাতন-নতুন, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, ছোট-বড় এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের গুনাহ মাফ করে দিবেন। সম্ভব হলে প্রত্যেক দিন একবার এভাবে নামায পড়বেন। প্রত্যেক দিন সম্ভব না হলে প্রত্যেক সপ্তাহে একবার পড়বেন। প্রত্যেক সপ্তাহে সম্ভব না হলে প্রত্যেক মাসে একবার পড়বেন। প্রত্যেক মাসে সম্ভব না হলে বছরে একবার পড়বেন এবং যদি বছরে একবারও সম্ভব না হয় তবে অন্তত সারা জীবনে একবার অবশ্যই পড়বেন। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪১৪, হাদীস নং ১২৯৭)

নিয়ম ঃ চার রাকআত নামাযে এ তাসবীহ সর্বমোট ৩০০ বার অর্থাৎ প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ বার করে পড়তে হবে। নিম্নরূপে-

১। সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ার পর	১৫ বার
২। রুকূতে গিয়ে রুকূর তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৩। রুকূ থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে	১০ বার
৪। সেজদায় গিয়ে সেজদার তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৫। সেজদা থেকে উঠে সোজা বসে	১০ বার
৬। দ্বিতীয় সেজদায় গিয়ে সেজদার তাসবীহ পড়ার পর	১০ বার
৭। দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে সোজা বসে	১০ বার
	মোট = ৭৫ বার

এ হল এক রাকআতে ৭৫ বার। তারপর তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলা ব্যতীত দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে এবং উক্ত নিয়মে দ্বিতীয় রাকআত পড়বে। দ্বিতীয় রাকআতে দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে আগে ১০ বার তাসবীহ পড়ে নিবে পরে আত্তাহিয়্যাতু পড়বে এবং তাকবীর বলা ব্যতীত তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াবে। অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত উক্ত নিয়মে পড়বে। চার রাকআতে মোট হল (৭৫×৪=) ৩০০ বার। তাসবীহটি হচ্ছে ঃ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ অতি পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ মহান। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৩৯৬, হাদীস নং ১৩৮৬, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ২৯৬, হাদীস নং ১৩২৮)

সালাতুত্ তাওবা (তাওবার নামায)

মু'মিন এর গুণ হল তার দ্বারা গুনাহ হয় না। যদি কখনও ভুলবশত গুনাহ হয়ে যায় সাথে সাথে তাওবা করে নেয়। তাওবা করার নিয়ম হল, উত্তমরূপে গোসল বা অযূ করে দু'রাকআত তাওবার নামায (অন্যান্য নামাযের ন্যায়) পড়বে। নামায শেষে সাধারণ ইস্তিগফার, সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার পড়বে এবং নিম্ন লিখিত দু'আ তিন বার পাঠ করবে।

ফায়দা ঃ এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে। আপনি বললেন ঃ এ দু'আ তিনবার পাঠ কর, সে তিনবার এ দু'আ পাঠ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ "উঠ, যাও! আল্লাহ তা'আলা তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।" (মুস্তাদরাকে হাকিম, খ. ১, পৃ. ৭২৮, হাদীস নং ১৯৯৪)

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার মাগফিরাত আমার গুনাহর চেয়ে অনেক প্রশস্ত এবং আমার মধ্যে নিজ আমালের চেয়ে তোমার রহমতের আশা (ভরসা) অনেক বেশি।

সেজদায়ে তিলাওয়াতে পড়ার দু‘আ

প্রথমে সেজদার তাসবীহ তিন বার পড়বে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু‘আ পড়বে।

سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

অর্থ ঃ আমার চেহারা তাঁর জন্য সেজদা করল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং (শোনার জন্য) কান ও (দেখার জন্য) চোখ সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্যবলে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৮৯, হাদীস নং ৩৪২৫)

সেজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম

দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলে সোজা সেজদায় যাবে। একটি মাত্র সেজদা করবে। তিনবার সেজদার তাসবীহ পড়ার পর উপরোক্ত দু‘আ পড়বে। আবার আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে। সেজদা করার পর না দাঁড়িয়ে বসে পড়লেও অসুবিধা নেই। তাকবীরে তাহরীমা, হাত বাঁধা বা তাশাহুদ-সালাম ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।

ফায়দা ঃ সেজদায়ে তিলাওয়াত পাঠ করা মাত্রই সেজদা করা ওয়াজিব। সেজদার আয়াত পাঠ করার পর নিম্নোক্ত দু‘আটি পাঠ করা উত্তম। সেক্ষেত্রে সাথে সাথে সেজদা না করে পরবর্তীতে সেজদা করলেও কোন অসুবিধা হবে না।

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ ঃ আমরা শুনেছি এবং কবুল করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই। আর তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (সূরা বাকারা, ২: ২৮৫)

☙ ❧

অধ্যায় ঃ ৫

হজ্ব, উমরাহ ও কুরবানী বিষয়ক দু'আ সমূহ

৫ম অধ্যায়

হজ্ব, উমরাহ ও কুরবানী বিষয়ক দু‘আসমূহ

ইহরাম বাঁধার সময় পড়ার দু‘আ

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ

অর্থ ঃ আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত। আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত। নিশ্চই সমস্ত প্রশংসা, নেয়ামত ও রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত। (সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ১৩৮, হাদীস নং ১৫৪৯, সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮৪১, হাদীস নং ১১৮৪)

এ দু‘আও পড়া যায়

لَبَّيْكَ اِلٰهَ الْحَقِّ

অর্থ ঃ আমি উপস্থিত, হে মা’বূদে বরহক। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ৩৫২, হাদীস নং ৮৬১৪)

অতঃপর এ দু‘আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ غُفْرَانَكَ وَرِضْوَانَكَ، اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْنِيْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ক্ষমা ও তোমার সন্তুষ্টি কামনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। (হিসনে হাসীন, পৃ. ২২০)

হারাম শরীফে দৃষ্টিগোচর হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُكَ وَاَمْنُكَ فَحَرِّمْنِيْ عَلَى النَّارِ، وَاٰمِنِّيْ مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ اَوْلِيَآئِكَ وَاَهْلِ طَاعَتِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ হল তোমার ‘হারাম’, তোমার দেয়া নিরাপদ স্থান। অতএব তুমি আমাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দাও। আর সে দিন

তোমার আযাব থেকে আমাকে নিরাপত্তা দান কর, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে এবং আমাকে তোমার অলীদের ও আনুগত্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। (কিতাবুল আযকার, পৃ. ১২৭)

বায়তুল্লাহ শরীফ দেখে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيْفًا وَّتَعْظِيْمًا وَّتَكْرِيْمًا وَّمَهَابَةً وَّزِدْ مَنْ شَرَّفَهٗ وَكَرَّمَهٗ مِمَّنْ حَجَّهٗ اَوِ اعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَّتَكْرِيْمًا وَّتَعْظِيْمًا وَّبِرًّا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! বৃদ্ধি করে দাও তোমার এ গৃহের সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব এবং বৃদ্ধি করে দাও হজ্ব ও উমরাহকারীদের মধ্যে যারা এ গৃহের ইজ্জত ও সম্মান করে তাদের মান-মর্যাদা, সম্মান ও সাওয়াব। (কিতাবুল আযকার লিন-নববী রহ., পৃ. ১২৭)

তাওয়াফ করার সময় পড়ার দু'আ

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ অতি পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, আল্লাহ মহান। আল্লাহ ব্যতীত (আমাদের) কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ১৮২, হাদীস নং ২৩৫৭)

তাওয়াফের সময় পড়ার আরেকটি দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ، رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও শান্তি প্রার্থনা করছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর; এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ১৮২, হাদীস নং ২৯৫৭)

হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের সময় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَاِتِّبَاعًا لِّسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস, তোমার কিতাব (কুরআন) এর সত্যতা স্বীকার এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুকরণ নিমিত্তে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করছি। (সুনানে বায়হাকী, খ. ৫, পৃ. ৭৯, হাদীস নং ৯০৩৪)

রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ার দু‘আ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান কর; এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা, ২ঃ ২০১, সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৫৮২, হাদীস নং ১৮৯২)

মাকামে ইবরাহীমে পড়ার দু‘আ

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

অর্থ ঃ এবং তোমরা ‘মাকামে ইবরাহীম’কে নামাযের স্থান বানাও। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৫৮৫, হাদীস নং ১৯০৫)

ফায়দা ঃ মাকামে ইবরাহীমে দু'রাকআত তাওয়াফের নামায পড়বে। প্রথম রাকআতে ‘সূরায়ে কাফিরূন’ এবং দ্বিতীয় রাকআতে ‘সূরায়ে ইখলাস’ পড়বে। অতঃপর রুকন (হাজরে আসওয়াদ) এর নিকট আসবে এবং তাকে চুম্বন করবে।

তাওয়াফ এবং দু'রাকআত নামাযের পর পড়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ اَتَيْتُكَ بِذُنُوْبٍ كَثِيْرَةٍ وَّاَعْمَالٍ سَيِّئَةٍ، وَهٰذَا مَقَامُ الْعَآئِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَاغْفِرْ لِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার গোলাম, তোমার গোলামের সন্তান। তোমার নিকট পাপের ভারী বোঝা ও বদ আমল নিয়ে হাজির হয়েছি। আর এ স্থান হল জাহান্নাম থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণের স্থান। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। নিশ্চই তুমিই ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু। (কিতাবুল আযকার লিন্‌নববী রহ., পৃ. ১২৮)

সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হয়ে পড়বে

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ

অর্থ ঃ নিশ্চয় ‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ আল্লাহর পবিত্র স্থানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস নং ১২১৮)

অতঃপর পড়বে

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ

অর্থ ঃ আমি ঐ স্থান (পাহাড়) থেকে (সায়ী) শুরু করব যে স্থান থেকে আল্লাহ তা‘আলা শুরু করেছেন (অর্থাৎ যে পাহাড়ের উল্লেখ আল্লাহ তা‘আলা প্রথমে করেছেন)। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৮৮৬, হাদীস নং ১২১৮)

সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে কিবলামুখী হয়ে পড়বে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। (হিসনে হাসীন, পৃ ২২২)

অতঃপর এ দু‘আ পড়বে

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরই হাতে সকল কল্যাণ। আর তিনি সর্বশক্তিমান। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৫৮৫, হাদীস নং ১৯০৫)

সাফা পাহাড়ের উপর পড়ার আরেকটি দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ : اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ وَاِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِيْ لِلْاِسْلَامِ اَنْ لَّا تَنْزِعَهُ مِنِّيْ حَتّٰى تَتَوَفَّانِيْ وَاَنَا مُسْلِمٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চই তুমি বলেছ: আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। আর তুমি তো কখনও প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করো না। অতএব, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, যেভাবে ইসলামের মাধ্যমে

তুমি আমাকে হেদায়েত দান করেছ, অনুরূপভাবে কখনও তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না, আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু দাও। (কিতাবুল আযকার লিন্‌নববী রহ., পৃ. ১২৮)

সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে এ দু'আ পড়বে

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! (আমাকে) ক্ষমা কর, (আমার প্রতি) দয়া কর। তুমিই সর্বাধিক পরাক্রমশালী ও অনুগ্রহশীল। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খ. ৪, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ১৫৮০৯)

দ্রষ্টব্য ঃ সাফা পাহাড়ে পাঠের জন্য যেসব দু'আ বর্ণিত হয়েছে মারওয়াতেও সেগুলো পড়বে।

আরাফার ময়দানে পড়ার দু'আ

ফায়দা ঃ আরাফার ময়দানে বেশি বেশি 'তালবিয়া' পড়বে। তালবিয়ার পর এ দু'আ পড়বে-

اِنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ আখেরাতের কল্যাণই হচ্ছে একমাত্র প্রকৃত কল্যাণ। (মু'জামুল আওসাত, খ. ৫, পৃ. ৩১৭, হাদীস নং ৫৪১৯)

আরাফার দিনে সর্বোত্তম দু'আ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বশক্তিমান। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৭২, হাদীস নং ৩৫৮৫)

মুযদালিফা (মাশ'আরে হারাম) এর আমল

সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করে মুযদালিফায় পৌঁছবে, সেখানে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়বে এবং সেখানে রাত যাপন করবে। সুবহে সাদেক হওয়ার পর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ, তাকবীর ও তাহলীল এর মধ্যে মাশগুল থাকবে। মুযদালিফায় অবস্থানকালে

বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করতে থাকবে। সূর্যের আলো উত্তমরূপে বিস্তার পেলে মিনায় ফিরে আসবে এবং 'জামারায়ে আকাবা'য় পাথর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে।

পাথর নিক্ষেপের সময় পড়ার দু'আ

শয়তানকে যতবার পাথর নিক্ষেপ করবে ততবার اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলবে। এভাবে তিনটি জামারায় (জামারায়ে দুনিয়া, জামারায়ে ওস্তা এবং জামারায়ে আক্বাবা) সাতটি করে মোট একুশটি পাথর নিক্ষেপ (রমী) করবে।

পাথর নিক্ষেপের পর পড়ার দু'আ

ফায়দা ঃ জামারায়ে আক্বাবায় পাথর নিক্ষেপের পর সেখানে অবস্থান না করে হাঁটা অবস্থায় পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَّبْرُوْرًا وَّذَنْبًا مَّغْفُوْرًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এ হজ্বকে হজ্বে মাকবুল বানিয়ে দাও এবং আমার সকল গুনাহ মাফ করে দাও। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ১, পৃ. ৪২৭, হাদীস নং ৪০৬১)

যমযমের পানি পান করে এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّرِزْقًا وَّاسِعًا وَّشِفَآءً مِّنْ كُلِّ دَآءٍ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী ইলম, প্রশস্ত রিযিক এবং সকল রোগের শিফা (আরোগ্য) প্রার্থনা করছি। (মুসান্নাফে আবদির রায্যাক, খ. ৫, পৃ. ১১৩, হাদীস নং ৯১১২, মুস্তাদরাকে হাকিম, খ. ১, হাদীস নং ১৭৩৯)

কুরবানীর দু'আ

পশুকে কেবলামুখী শুয়িয়ে এ দু'আ পাঠ করবে

اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ فُلَانٍ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর মিল্লাত (তরীকা) এর উপর একনিষ্ঠ হয়ে ঐ আল্লাহর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি যিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার

নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন (সমস্ত জাহানের পালনকর্তা) এর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, এ নির্দেশই আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। হে আল্লাহ! এ কুরবানী তোমারই দেয়া সম্পদ থেকে, তোমার সন্তুষ্টির জন্য অমুকের পক্ষ থেকে জবাই করছি। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ৩০০, হাদীস নং ৩১২১)

দ্রষ্টব্য ঃ فُلَان এর স্থলে যার পক্ষ থেকে কুরবানী দেয়া হচ্ছে তার নাম বলবে।

অতঃপর এ দু'আ পড়ে জবাই করবে

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে জবাই করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৪, পৃ. ৯১, হাদীস নং ৬১৮৯)

জবাই করার পর এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّىْ كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّخَلِيْلِكَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার পক্ষ থেকে এ কুরবানী কবুল কর, যেমন তুমি কবুল করেছ তোমার হাবীব (বন্ধু) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তোমার খলীল (দোস্ত) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর থেকে। (বেহেশতী যেওর, খ. ৩, পৃ. ২৩০)

দ্রষ্টব্য ঃ কুরবানী অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে হলে مِنِّىْ এর স্থানে তার নাম নেবে।

আকীকার দু'আ

ফায়দা ঃ আকীকার জন্তুর বেলায় কুরবানীর জন্তুর ন্যায় আমল (দু'আ ইত্যাতি) করবে শুধু জবাই করার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে জবাই করছি, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ! এ আকীকা তোমারই দেয়া সম্পদ থেকে, তোমার সন্তুষ্টির জন্য অমুকের পক্ষ থেকে জবাই করছি। (মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খ. ৮, পৃ. ১৭, হাদীস নং ৪৫২১)

দ্রষ্টব্য ঃ فلان এর স্থলে যার পক্ষ থেকে আকীকা দেয়া হচ্ছে তার নাম বলবে।

আকীকার আরেকটি দু'আ

ফায়দা ঃ আকীকার এ দু'আটিও প্রসিদ্ধ, তবে মাসনূন নয়। তাই প্রথমে উপরের দু'আটি অবশ্যই পড়বে। অতঃপর এ দু'আটি পড়বে-

اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ عَقِيْقَةُ ابْنِىْ دَمُهَا بِدَمِهٖ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهٖ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهٖ وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهٖ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهٖ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا فِدَآءً لِّابْنِىْ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ আমার ছেলের আকীকা। তার রক্তের বদলে এর রক্ত, তার গোশতের বদলে এর গোশত, তার হাড়ের বদলে এর হাড়, তার চামড়ার বদলে এর চামড়া এবং তার লোমের বদলে এর লোম। হে আল্লাহ! এটাকে আমার ছেলের জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তিপণ করে দাও। (হাদিয়াতুল মুছাল্লীন, পৃ. ১৩৪)

দ্রষ্টব্য ঃ আকীকা মেয়ের হলে اِبْنِىْ এর স্থানে بِنْتِىْ বলবে এবং بِدَمِهٖ وَبِلَحْمِهٖ وَبِعَظْمِهٖ وَبِجِلْدِهٖ وَبِشَعْرِهٖ এর স্থানে بِدَمِهَا وَبِلَحْمِهَا وَبِعَظْمِهَا وَبِجِلْدِهَا وَبِشَعْرِهَا বলবে।

তাকবীরে তাশরীক

ফায়দা-১ঃ যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ ফজরের নামায থেকে ১৩ তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত (মোট ২৩ ওয়াক্তে) এ তাকবীর প্রত্যেক ফরয নামাযের পর একবার পাঠ করা ওয়াজিব।

ফায়দা-২ঃ ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য ঈদগাহে আসা-যাওয়ার পথে অনুচ্চস্বরে এবং ঈদুল আযহার নামাযের জন্য ঈদগাহে আসা-যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে এ তাকবীর পড়া সুন্নাত।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খ. ২, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ৫৬৭৯)

࿇ ࿇

অধ্যায় ঃ ৬

বিভিন্ন সময় পড়ার দু‘আ
আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ
এবং ব্যাপক দু‘আ সমূহ

৬ষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন সময় পড়ার দু‘আ,
আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ এবং ব্যাপক দু‘আসমূহ

ঘরে প্রবেশ হওয়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণকর প্রবেশ এবং কল্যাণকর বহির্গমন প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর নামে প্রবেশ করলাম এবং আল্লাহর নামে বের হলাম। আর আমরা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৭, হাদীস নং ৫০৯৬)

ঘরে প্রবেশের সময় সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَآ اَهْلَ الْبَيْتِ

অর্থ ঃ হে গৃহবাসী! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৭, হাদীস নং ৫০৯৬)

ঘর থেকে বের হওয়ার দু‘আ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নাম নিয়ে বের হচ্ছি। আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ ব্যতীত (আমাদের) কোন উপায় ও শক্তি নেই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৭, হাদীস নং ৫০৯৫, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৯০, হাদীস নং ৩৪২৬)

ঘর থেকে বের হওয়ার আরেকটি দু‘আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘর থেকে বের হওয়ার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি করে এ দু‘আ পড়তেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপথগামী করা কিংবা বিপথগামী হওয়া থেকে, পদস্খলন করা কিংবা পদস্খলিত হওয়া থেকে, নির্যাতন করা কিংবা নির্যাতিত হওয়া থেকে এবং অজ্ঞতা প্রকাশ করা কিংবা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৪৬, হাদীস নং ৫০৯৪)

খাবার সামনে এলে এ দু‘আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ খাবারে বরকত দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে হিফাযত কর। (মোআত্তা ইমাম মালিক, খ. ২, পৃ. ৯৩৪, হাদীস নং ১৬৭২)

খাওয়ার শুরুতে পড়ার দু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকতে (খাওয়া) শুরু করছি। (শুআবুল ঈমান, খ. ৪, পৃ. ১৪৫, হাদীস নং ৪৬০৪, হিসনে হাসীন, পৃ. ১৮৬)

খাওয়ার শুরুতে দু‘আ ভুলে গেলে মাঝে স্মরণ আসলেই পড়বে

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

অর্থ ঃ আমি এর প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নাম নিলাম। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ২৮৮, হাদীস নং ১৮৫৮)

খাওয়ার মাঝে এ দু‘আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা এবং সমস্ত শুকরিয়া।

খাওয়ার শেষে হাত ধোয়ার সময় পড়বে

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَاَشْبَعْتَ وَاَرْوَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ غَيْرُ مَكْفُوْرٍ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা, তুমি (আমাকে) খাওয়িছ, পান করিয়েছ, তৃপ্ত করেছ এবং তৃষ্ণা নিবারণ করেছ। অতএব, তোমারই জন্য সকল অফুরন্ত প্রশংসা। (আমি তোমাকে) ত্যাগ করছি না এবং (আমি) তোমার অমুখাপেক্ষীও নই। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ২৩৬, হাদীস নং ১৮০৯৬)

খাওয়ার শেষে এ দু‘আ পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৮, হাদীস নং ৩৪৫৭)

পানি পান করার পর পড়ার দু‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ سَقَانَا عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিজ রহমতের মাধ্যমে আমাদেরকে মিষ্টি পানি পান করিয়েছেন এবং আমাদের গুনাহের কারণে এ পানিকে লোনা পানি করেননি। (তাফসীরে রূহুল মা’আনী, পারা-২৭, পৃ. ১৪৯)

দুধ পান করার পর পড়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এটা আরো বাড়িয়ে দাও। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৩৬৫, হাদীস নং ৩৭৩০, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৬, হাদীস নং ৩৪৫৫)

দাওয়াতের খানা খেয়ে এ দু‘আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اَطْعِمْ مَّنْ اَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ اَسْقَانِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে খাওয়ান যে আমাকে খাওয়াল। তাকে পান করান যে আমাকে পান করাল। (সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৬২৫, হাদীস নং ২০৫৫)

অথবা এ দু‘আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এ খাদ্যে আমাদের জন্য বরকত দান কর এবং আমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম খাদ্য দান কর। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৬, হাদীস নং ৩৪৫৫)

দস্তরখান উঠানোর সময় পড়ার দু‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَّلَا مُوَدَّعٍ وَّلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর। এরূপ প্রশংসা যা প্রচুর, পবিত্র ও বরকতময়। হে আল্লাহ! আমরা এ খাবারকে এ মনে করছি না যে, আমরা এর মুখাপেক্ষী নই। আর না এ খাবারকে সব সময়ের জন্য ত্যাগ করছি। আর না এর প্রতি প্রয়োজনহীনতা প্রকাশ করছি। (সহীহ বুখারী, খ. ৭, পৃ. ৮২, হাদীস নং ৫৪৫৮, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৭, হাদীস নং ৩৪৫৬)

দাওয়াতকারীর ঘর থেকে বিদায় নেয়ার সময় পড়বে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তাদের রিযিকে বরকত দাও, তাদের ক্ষমা কর এবং তাদের উপর রহম কর। (সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৬১৫, হাদীস নং ২০৪২)

কোন কুষ্ঠরুগী বা অন্য কোন রুগীর সাথে বসে খাওয়ার দু‘আ

ফায়দা ঃ রোগ সৃষ্টিকারী ও সংক্রামণের মালিক আল্লাহ। তাই কোন রুগী ব্যক্তির সাথে বসতে বা একই প্লেটে বসে খেতে অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কুষ্ট রুগীকে হাত ধরে একই প্লেটে খেতে বসালেন এবং নিম্নোক্ত দু‘আ পাঠ করলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর উপর ভরসা ও তাওআক্কুল করে (তোমার সাথে খাওয়া) শুরু করছি। (মুস্তাদরাকে হাকিম, খ. ৪, পৃ. ১৫২, হাদীস নং ৭১৯৬)

পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِكَ مِنَ الۡخُبُثِ وَالۡخَبَآئِثِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ জ্বিন ও দুষ্ট মহিলা জ্বিনদের অত্যাচার থেকে। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৪১, হাদীস নং ১৪২, সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৮৩, হাদীস নং ৩৭৫)

পায়খানা থেকে বের হয়ে পড়ার দু'আ

غُفۡرَانَكَ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ اَذۡهَبَ عَنِّی الۡاَذٰی وَعَافَانِیۡ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে মাগফিরাত কামনা করছি। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি কষ্টদায়ক বস্তুসমূহ আমার থেকে দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে শান্তি দান করেছেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ২০০, ২০১, হাদীস নং ৩০০, ৩০১)

মজলিসের মন্দ কথার কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)

ফায়দা ঃ যে কোন মজলিস কিংবা সভার শেষে নিম্নোক্ত দু'আ পড়া উচিত। যদি সে মজলিসে অনোপকারী কথা-বার্তা কিংবা ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে তাহলে এ দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন।

سُبۡحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمۡدِكَ اَشۡهَدُ اَنۡ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنۡتَ اَسۡتَغۡفِرُكَ وَاَتُوۡبُ اِلَيۡكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, আমি তোমার প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার সমীপে তাওবা করছি। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৯৪, হাদীস নং ৩৪৩৩)

বাজারে প্রবেশ হওয়ার সময় পড়ার দু'আ

بِسۡمِ اللّٰهِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ خَيۡرَ هٰذِهِ السُّوۡقِ وَخَيۡرَ مَا فِيۡهَا، وَاَعُوۡذُبِكَ مِنۡ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيۡهَا، اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِكَ اَنۡ اُصِيۡبَ فِيۡهَا صَفۡقَةً خَاسِرَةً

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে (বাজারে প্রবেশ করছি), হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এ বাজারের মঙ্গল ও এতে যা আছে তার মঙ্গল চাই এবং আমি তোমার পানাহ চাই তার অমঙ্গল এবং এতে যা আছে তার অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এতে (বাজারে) যেন কোন লোকসানজনক বেচা-কেনার ফাঁদে না পড়ি। (দাওয়াতুল কাবীর লিল বায়হাকী, খ. ১, পৃ. ৪০৬, হাদীস নং ৩০০)

বাজারে প্রবেশ হয়ে পড়ার দু‘আ (দশ লক্ষ নেকীর দু‘আ)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এ দু‘আটি বাজারে প্রবেশ হয়ে পড়বে, তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লেখা হয়, দশ লক্ষ গুনাহ মোচন করা হয় এবং দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। (পরবর্তী হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ) এবং জান্নাতে তার জন্য একটি মহল (প্রাসাদ) বানানো হয়। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং ৩৪২৮ ও ৩৪২৯)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَیٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁরই হাতে সকল কল্যাণ। আর তিনি সর্বশক্তিমান।

যানবাহনে আরোহণের দু‘আ

সওয়ারীতে উঠার সময় بِسْمِ اللهِ এবং বসার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলবে, এরপর পড়বেঃ

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থ ঃ পবিত্রতা ঘোষণা করছি সেই সত্তার, যিনি একে (যানবাহনকে) আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা একে আয়ত্বে আনতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা সবাই তার দিকে ফিরে যেতে বাধ্য। (সূরা যুখরুফ, ৪৩: ১৩-১৪, সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৯৭৮, হাদীস নং ১৩৪২)

নৌযানে আরোহণ করে পড়বে

بِسۡمِ اللّٰهِ مَجۡرٖهَا وَمُرۡسٰهَا اِنَّ رَبِّیۡ لَغَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা হূদ, ১১: ৪১, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং ১৭১০১, মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খ. ১২, পৃ. ১৫২, হাদীস নং ৬৭৮১)

যাত্রী ও যানবাহন হিফাযাতের বিশেষ দু'আ

ফায়দা ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন প্রকার যানবাহনে আরোহণ করার পর নিম্নবর্ণিত দু'আ পাঠ করবে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আরোহী এবং যানবাহন উভয়কে সকল প্রকার জানমালের ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখবেন।"

এ দু'আর প্রতি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বলেন ঃ "এ দু'আ পাঠ করার পরও যদি কোন আরোহীর জানের কিংবা যানবাহনের ক্ষতি সাধিত হয়, তাহলে সে যেন কিয়ামতের দিন আমার থেকে তার জান ও মালের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়।" (সিলাহুল মু'মিন, পৃ. ৮৬)

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدۡرِهٖ وَالۡاَرۡضُ جَمِیۡعًا قَبۡضَتُهٗ یَوۡمَ الۡقِیٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطۡوِیّٰتٌۢ بِیَمِیۡنِهٖ سُبۡحٰنَهٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشۡرِکُوۡنَ

অর্থ ঃ তারা (কাফেররা) আল্লাহ তা'আলার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেনি। কিয়ামাতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র ও মহান। আর এরা যাকে তাঁর সাথে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (সূরা যুমার, ৩৯: ৬৭, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং ১৭১০১, মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খ. ১২, পৃ. ১৫২, হাদীস নং ৬৭৮১)

সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسۡئَلُكَ فِیۡ سَفَرِنَا هٰذَا الۡبِرَّ وَالتَّقۡوٰی وَمِنَ الۡعَمَلِ مَا تَرۡضٰی، اَللّٰهُمَّ هَوِّنۡ عَلَیۡنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطۡوِلَنَا بُعۡدَهٗ، اَللّٰهُمَّ اَنۡتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَالۡخَلِیۡفَةُ فِیۡ

الْاَهْلِ، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْٓءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এ সফরে তোমার নিকট নেকী এবং তাকওয়া (আল্লাহর ভয়) চাই এবং এমন আমল যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফরকে সহজ করে দাও এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের সফরের সাথী এবং আমাদের পরিজনের অভিভাবক। হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য এবং পরিবার ও সম্পদে অশুভ প্রত্যাবর্তন থেকে। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৯৭৮, হাদীস নং ১৩৪২)

কাউকে বিদায় দেয়ার সময় পড়ার দু'আ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

অর্থ ঃ আমি তোমার দ্বীন, আমানতদারী ও কর্মের পরিণাম আল্লাহর সোপর্দ করলাম। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৪৯, হাদীস নং ৩৪৪৩)

সফরকারী বিদায়দাতাদের জন্য দু'আ করবে

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا تَخِيْبُ وِدَآئِعُهٗ

অর্থ ঃ আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করলাম। যার হাতে সমর্পিত আমানত নষ্ট হয় না। (কানযুল উম্মাল, খ. ৬, পৃ. ১০৬৩, হাদীস নং ১৭৪৭৪)

সফরে থাকা অবস্থায় পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اَصْبَحْنَا فِيْ سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِيْ اَهْلِنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই আমারেদ সফরের সাথী। তুমি আমাদের পরিজনের অভিভাবক। হে আল্লাহ! সফরের মধ্যে তুমিই আমাদের সাথী হয়ে যাও এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যে তাদের সহায়তাকারী হয়ে যাও। (হিসনে হাসীন, পৃ. ২১৩)

কোন স্থানে অবস্থান করলে পড়বে

ফায়দা ঃ বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, লঞ্চ ঘাট ও বিমান বন্দর স্বরূপ স্থান সমূহে নেমে এ দু'আ পড়া উচিত।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আমি তাঁর কালেমা সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮০, হাদীস নং ২৭০৮)

ফায়দা ঃ সকাল-সন্ধ্যা এ দু'আ (তিন তিন বার) পাঠ করলে সাপ ও বিচ্ছু কোন ক্ষতি করবে না। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস নং ২৭০৯)

কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করলে পড়বে

اَللهُ اَكْبَرُ - অর্থ ঃ আল্লাহ মহান। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ২৯৯৩)

নীচের দিকে নামলে পড়বে

سُبْحَانَ اللهِ - অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ৫৭, হাদীস নং ২৯৯৩)

কোন মহল্লায় প্রবেশ করলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা এ মহল্লার, মহল্লাহর অধিবাসীদের এবং এ মহল্লায় যা কিছু আছে, সব কিছু থেকে তোমার কল্যাণ কামনা করি এবং এ মহল্লা, এর অধিবাসী এবং এতে যা কিছু আছে, সব কিছুর ক্ষতি থেকে তোমার পানাহ চাই। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, পৃ. ২৪৭)

সফর থেকে ফিরে নিজ জনপদে প্রবেশ করে পড়বে

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

অর্থ ঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ৭৬, হাদীস নং ৩০৮৫)

সফর থেকে ফিরে নিজ ঘরে প্রবেশকালের দু'আ

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

অর্থ ঃ তাওবা করেছি, তাওবা করেছি, শুধু আল্লাহর জন্যই আমাদের প্রত্যাবর্তন করা। আমাদের কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকবে না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খ. ১০, পৃ. ৩৬০, হাদীস নং ৩০২২৮)

কেউ উপকার করলে যে দু'আ করতে হয়

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৩৮০, হাদীস নং ২০৩৫)

কেউ দু'আ চাইলে এ দু'আ করবে

اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهٗ وَوَلَدَهٗ وَبَارِكْ لَهٗ فِيْمَا أَعْطَيْتَهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি তার মাল ও আওলাদ বৃদ্ধি করে দাও এবং তাকে যা দান করেছ তাতে বরকত দাও। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৭৩, হাদীস নং ৬৩৩৪)

সালাম

ফায়দা ঃ যখন দুই মুসলমানের সাক্ষাত হয়, দু'জনের মধ্যে যে অপর সাথীকে সালাম করে, সে আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি প্রিয় ও অপর সাথী অপেক্ষা ভাল মানুষ। অতঃপর তারা যখন মোসাফাহা করে তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা একশ' রহমত বর্ষণ করেন। নিরানব্বইটি আরম্ভকারীর জন্য এবং দশটি (পরবর্তী) মোসাফাহাকারীর জন্য। (কানযুল উম্মাল, খ. ৯, পৃ. ২১৪, হাদীস নং ২৫২৪৫) অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রথম সালামকারী ব্যক্তি কিবর (অহংকার) মুক্ত। (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ২৫২৬৫)

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থ ঃ আপনাদের উপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। (জামে তিরমিযী, খ. ৭, পৃ. ৫২, হাদীস নং ২৬৮৯)

সালামের উত্তর

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

অর্থ ঃ আপনাদের উপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ৪৬৫, হাদীস নং ৪২৪৯)

অন্য কারো পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছালে তার জাওয়াব

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ

অর্থ ঃ আপনার উপর ও তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ২৬, হাদীস নং ৪৭৪১)

মোসাফাহার দু‘আ

ফায়দা ঃ যখন দুই মুসলমান সাক্ষাত হলে (সালামের সাথে) মোসাফাহা করে, আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করে এবং তাঁর নিকট (একে অপরের জন্য) মাগফিরাত কামনা করে। তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৭৫, হাদীস নং ৫২১১)

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা’আলা আমার ও আপনার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিন।

মুয়ানাকার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ زِدْ مُحَبَّتِيْ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার মহব্বতকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য বৃদ্ধি করে দাও।

হাদিয়া দানকারীর জন্য দু‘আ

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে সন্তান-সন্ততি এবং মালে বরকত দান করুন। (সুনানে নাসায়ী, খ. ৩, পৃ. ৩৩৬, হাদীস নং ৫৫৮০)

গোসলখানায় প্রবেশের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি। আর দোযখ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। (ইবনুস্ সুন্নী)

নতুন পোষাক পরিধান করার দু‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ مَآ اُوَارِىْ بِهٖ عَوْرَتِىْ وَاَتَجَمَّلُ بِهٖ فِىْ حَيَاتِىْ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ কাপড় পরিধান করিয়েছেন, যা দ্বারা আমি আমার লজ্জাস্থান আবৃত করি এবং এর দ্বারা ইহজীবনে সৌন্দর্যমণ্ডিত হই। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৫৮, হাদীস নং ৩৫৬০, সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ৫৭৫, হাদীস নং ৩৫৫৭)

পুরাতন পোষাক পরিধান করার দু‘আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এ পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার কোন শক্তি সামর্থ্য ছাড়াই এর ব্যবস্থা করেছেন। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৪৪০, হাদীস নং ৪০২৩)

কাউকে নতুন পোষাক পরিহিত দেখে পড়ার দু‘আ

تُبْلِىْ وَيُخْلِفُ اللّٰهُ عَلَيْكَ

অর্থ ঃ তুমি (এ কাপড় পরিধান করে) পুরাতন কর এবং আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে আরও দান করুন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খ. ৮, পৃ. ২৬৬, হাদীস নং ২৫৫৯৯)

অথবা এ দু‘আ পড়বে

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমার ফারূক (রা.)কে নতুন পোষাক পরিহিত দেখে তার জন্য এ দু‘আ করেছিলেন।

اِلْبَسْ جَدِيْدًا وَّعِشْ حَمِيْدًا وَّمُتْ شَهِيْدًا

অর্থ ঃ তুমি এ নতুন কাপড় পরিধান কর, প্রশংসিত জীবন যাপন কর এবং শহীদ হয়ে মৃত্যু বরণ কর। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ৫৭৫, হাদীস নং ৩৫৫৮)

যে কোন নতুন কাপড় পরিধান করার দু‘আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন তার নাম- পাগড়ী, জামা, চাদর (ইত্যাদি) উল্লেখ করে এ দু‘আ পড়তেন। তাই যে কোন নতুন কাপড় পরিধান করে এ দু‘আটি পড়া সুন্নাত।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ، اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমিই এ কাপড়খানি আমাকে পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ কামনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে এটা প্রস্তুত করা হয়েছে তার কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি তোমার কাছে এর অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই এবং যে উদ্দেশ্যে এটা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ২৩৯, হাদীস নং ১৭৬৭)

পোষাক খোলার দু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

অর্থ ঃ আমি ঐ আল্লাহর নামে কাপড় খুলছি যিনি ব্যতীত আর কোন মা’বূদ নেই। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ১৩৫-১৩৬, হাদীস নং ২৭৩)

আয়না দেখার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার আকৃতি সুন্দর করেছ। সুতরাং আমার চরিত্রও সুন্দর-উত্তম করে দাও। (কানযুল উম্মাল, খ. ৩, পৃ. ১১৯৯, হাদীস নং ৮৪০৪)

নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি চাঁদকে বরকত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের প্রতীক হিসাবে উদিত কর। হে চাঁদ! আমার ও তোমার রব একমাত্র আল্লাহ। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৪, হাদীস নং ২৪৫১)

চাঁদের উপর দৃষ্টি পড়লে পড়বে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْغَاسِقِ

অর্থ ঃ আমি এ অস্তগামী (চাঁদের) অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৫২, হাদীস নং ৩৩৬৬)

রজব ও শা’বানের চাঁদ দেখলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং রমযান পর্যন্ত আমাদের হায়াত দীর্ঘ করুন। (বায়হাকী ফী দাওয়াতিল কাবীর, খ. ২, পৃ. ১৪২, হাদীস নং ৫২৯)

ইফতারের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৭১৯, হাদীস নং২৩৫৮)

অন্য কারো বাসায় ইফতার করলে পড়বে

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّآئِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

অর্থ ঃ আল্লাহ করুন যেন (এমনিভাবে) রোযাদারগণ তোমাদের বাড়িতে ইফতার করে, নেক লোকেরা যেন তোমাদের খাদ্য খায় এবং ফেরেশতাগণ যেন তোমাদের জন্য রহমতের দু‘আ করে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৩৯৫, হাদীস নং ৩৮৫৪, শরহুস সুন্নাহ, খ. ১১, পৃ. ৩৪২, হাদীস নং ৩০০৪)

ইফতারের পর পড়ার দু‘আ

ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ

অর্থ ঃ পিপাসা মিটে গেছে এবং শিরাগুলো সিক্ত হয়েছে। আর আল্লাহর ইচ্ছায় সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৭১৯, হাদীস নং ২৩৫৭)

নতুন ফল দেখে ও ফলমুল খেয়ে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের ফলের মধ্যে বরকত দাও। আমাদের শহরের মধ্যে বরকত দাও। আমাদের আড়িতে (সা': বড় পরিমাপের পাত্র) বরকত দাও এবং আমাদের সেরিতে (মুদঃ ছোট পরিমাপের পাত্র) বরকত দাও। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১০০০, হাদীস নং ১৩৭৩)

শবে কদরে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি বড় ক্ষমাশীল, দয়ালু। ক্ষমা করাকে তুমি পছন্দ কর, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দাও। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস নং ৩৫১৩)

ভয়-ভীতি অনুভব করলে পড়ার দু'আ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলার সকল কালেমাসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং আমার কাছে তার উপস্থিতি থেকে পানাহ চাই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৪০৫, হাদীস নং ৩৮৯৩)

কোন ব্যক্তির দ্বারা কোর প্রকারের ভয় হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি যে উপায়েই ইচ্ছা কর আমাকে এ ব্যক্তি থেকে রক্ষা কর। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খ. ১৪, পৃ. ৩২৮, হাদীস নং ৩৭৭৬৫)

বাদশাহ বা অত্যাচারী ব্যক্তির ভয় হলে পড়বে

ফায়দা ঃ উপরস্থ ব্যক্তির জুলুম যেমন- কর্মচারী মালিকের জুলুম, স্ত্রী স্বামীর জুলুম এবং বউ শাশুড়ীর জুলুম থেকে হিফাযতের জন্য বেশি বেশি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِلٰهَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَاِلٰهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ عَافِنِيْ وَلَا تُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ لَّا طَاقَةَ لِيْ بِهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল এর মা'বূদ! ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক এর মা'বূদ! আপনি আমাকে শান্তিতে রাখুন এবং আপনার সৃষ্টি জগতের কাউকে আমার উপর এমনভাবে চাপিয়ে দিবেন না, যা বরদাশ্‌ত করা আমার ক্ষমতার বাইরে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খ. ১০, পৃ. ২০৪, হাদীস নং ২৯৭৯০)

শত্রুর ভয় হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের (শত্রুদের) সম্মুখে করলাম (তুমিই তাদের দমন কর!) এবং তাদের মন্দ প্রভাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় নিলাম। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৮০, হাদীস নং ১৫৩৭)

শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের সকল দুর্বলতাকে ঢেকে দাও এবং ভয়-ভীতি থেকে আমাদেরকে নিরাপদ রাখ। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৩, পৃ. ৩, হাদীস নং ১১০০৯)

শত্রুদের জন্য বদ-দু'আ

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمِ الْاَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

অর্থ ঃ হে কিতাব অবতীর্ণকারী ও সত্বর বিচারকারী আল্লাহ! হে আল্লাহ! তুমি পরাজিত কর সম্মিলিত শক্তিকে; হে আল্লাহ! তাদের পরাজিত কর এবং তাদেরকে পদস্খলিত কর। (সহীহ বুখারী, খ. ৫, পৃ. ১১১, হাদীস নং ৪১১৫)

শত্রুদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য দু'আ

رَبِّ اَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِيْ وَانْصِرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَاكِرًا لَّكَ ذَاكِرًا لَّكَ رَاهِبًا لَّكَ مِطْوَاعًا لَّكَ مُخْبِتًا اِلَيْكَ اَوَّاهًا مُّنِيْبًا رَبِّيْ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ وَاَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ صَدْرِيْ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে অন্যকে সাহায্য কর না। আমাকে কৌশল প্রদান কর, আমার বিরুদ্ধে অন্যকে কৌশল প্রদান কর না। আমাকে সঠিক পথ দেখাও এবং আমার জন্য হিদায়েত সহজ করে দাও। আমাকে তাদের ক্ষেত্রে সাহায্য কর যে আমার বিরুদ্ধে অবিচার করেছে। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, যিকিরকারী, তোমার ভয়ে ভীত, নরম অন্তরওয়ালা, তোমার অনুগত এবং তোমার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী বানাও। হে আমার পালনকর্তা! আমার তাওবা কবুল কর, আমার গুনাহ ধুয়ে দাও, আমার দু'আ কবুল কর, আমাকে সঠিক পথে রাখ, আমার জিহ্বাকে শুদ্ধ রাখ, আমার অন্তরকে হিদায়েত দাও এবং আমার অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দাও। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৫৪, হাদীস নং ৩৫৫১)

বিয়ের খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ . يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ☆ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ☆ يٰۤاَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ★

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং নিজেদের নফসের অনিষ্ট ও নিজেদের বদ আমল থেকে আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয় চাচ্ছি। যাকে আল্লাহ তা‘আলা হিদায়েত দান করেছেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না এবং যাকে তিনি গোমরাহ করেছেন তাকে কেউ হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, তিনি একা, তাঁর কোন শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে বহু নর-নারী; এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। [নিসা, ৪: ১] হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা কোন অবস্থায় মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। [আলে ইমরান, ৩: ১০২] হে মু’মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [আহযাব, ৩৩: ৭০-৭১] (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৬৪৪, হাদীস নং ২১১৮)

বিয়ে পড়ানোর নিয়ম

মেয়ের অনুমতি নেয়ার সময় অনুমতি গ্রহণকারী ব্যতীত দু’জন সাক্ষী থাকা জরুরী, যারা মজলিসে গিয়ে সাক্ষী দিবে যে, তাদের সামনে মেয়ের থেকে বিয়ের অনুমতি নেয়া হয়েছে। কাযী তাদের থেকে জেনে নিবে যে, মেয়ে অনুমতি উচ্চস্বরে দিয়েছে, চুপ থেকেছে নাকি অস্বীকার করেছে। তবে

কুমারী মেয়ের চুপ থাকাও অনুমতি হিসেবে গণ্য হয়। অতঃপর কাযী মেয়ের নাম ও মেয়ের পিতার নাম, ছেলের নাম ও ছেলের পিতার নাম এবং মোহর জেনে নিবে। এরপর কাযী বলবে- অমুক ব্যক্তি নিজ মেয়ের বিবাহ এত মহরানায় আপনার সাথে করছে, মেয়েও অনুমতি দিয়েছে আপনি কি কবুল করেছেন? ছেলে যেমনিই উত্তরে বলবে, আমি কবুল করেছি তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবে উচ্চস্বরে বলা জরুরী যাতে সবাই শুনতে পারে। এরপর কাযী খুতবা পড়বে এবং বিবাহিত ব্যক্তিকে নিম্ন বর্ণিত দু'আ দিবে।

বিবাহিত ব্যক্তিকে এ দু'আ দিবে

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

অর্থ ঃ আল্লাহ বিবাহকে তোমার জন্য বরকতময় করুন, তোমার প্রতি বরকত অবতীর্ণ করুন এবং তোমাদের পরস্পরের মিলনকে মঙ্গল করুন। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৬৪৭, হাদীস নং ২১৩০)

নিজ মেয়ে বিদায় দেয়ার সময় পড়ার দু'আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতিমা (রা.) এর বিদায়ের সময় তার জন্য এ দু'আ করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি এ মেয়েকে এবং তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। (কানযুল উম্মাল, খ. ১৩, পৃ. ৬৬২, হাদীস নং ৩৭৭৫৮)

মেয়ে বিদায় দেয়ার সময় জামাতাকে এ দু'আ দিবে

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতিমা (রা.) এর বিদায়ের সময় হযরত আলী (রা.) এর জন্য এ দু'আ করেছেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اُعِيْذُهٗ بِكَ وَذُرِّيَّتِهٖ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি এ ছেলেকে এবং তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তান থেকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি। (কানযুল উম্মাল, খ. ১৩, পৃ. ৬৬২, হাদীস নং ৩৭৭৫৮)

বাসর রাত্রে পড়ার দু'আ

ফায়দা ঃ বিবাহের প্রথম রাত্রে যখন স্ত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত হবে তখন স্ত্রীর কপালের উপরস্থ চুল ধরে এ দু'আ পাঠ করবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ এবং এর স্বভাবের কল্যাণ কামনা করছি, যার উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ; এবং আমি এর অনিষ্ট থেকে এবং এর সৃষ্টিগত স্বভাবের অনিষ্ট থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি, যার উপর তুমি একে সৃষ্টি করেছ। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৬৫৫, হাদীস নং ২১৬০)

সহবাসের সময় পড়ার দু'আ

ফায়দা-১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ সহবাসের পূর্বে নিম্নবর্ণিত দু'আ পড়ে এবং এর দ্বারা কোন সন্তান হয় তাহলে সে সন্তানকে কখনও শয়তান কষ্ট দিবে না। তাই সহবাস শুরু করার পূর্বে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে নিবে।

ফায়দা-২ ঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অযূ করে পবিত্রাবস্থায় চাদরাবৃত বা মশারী খাটান স্থানে শয়ন করবে। সহবাসের পূর্বে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে একান্তভাবে আলিঙ্গন করবে এবং চুমু খাবে। কেননা শারীরিক আনন্দ শিহরণ সৃষ্টির মাধ্যমে স্ত্রীকে উত্তেজিত না করে নিলে তাকে রতিক্রিয়ায় পরিতৃপ্ত করা যায় না।

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে তার থেকে শয়তানকে দূরে রাখ। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৮২, হাদীস নং ৬৩৮৮, সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১০৫৮, হাদীস নং ১৪৩৪)

বীর্যপাত হওয়ার সময় মনে মনে পড়বে

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِيْ نَصِيْبًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে সন্তান দান করবে তার মধ্যে শয়তানের কোন অংশ রাখবে না। (হিসনে হাসীন, পৃ. ২০৩)

সহবাসে সক্ষম হওয়ার উপায়

সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে ঐ ডিমের উপরে

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ (الذاريات : ٤٧)

আয়াতটি লিখে স্বামী খাবে এবং

وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ (الذاريات : ٤٨)

আয়াতটি লিখে স্ত্রী খাবে। ইনশাআল্লাহ উভয়ে সহবাসে পূর্ণ সক্ষমতা লাভ করবে। (আমালে কুরআনী, পৃ. ১০০)

সন্তানকে সর্বপ্রথম কালিমা শিক্ষা দিবে

যখন সন্তান কথা বলতে শিখে তখন সর্বপ্রথম তাকে কালিমায়ে তাওহীদ শিক্ষা দিবে। لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (হিসনে হাসীন, পৃ. ২০৪)

কোন মুসলমানকে হাঁসতে দেখলে পড়বে

اَضْحَكَ اللّٰهُ سِنَّكَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বদা আপনাকে খোশ রাখুন। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, ১২৬, হাদীস নং ৩২৯৪)

সুস্বাস্থ্যের জন্য নবীজির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও শান্তি প্রার্থনা করছি। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ১৮২, হাদীস নং ২৯৫৭)

ইস্তেস্কার দু'আ

ফায়দা ঃ যদি বৃষ্টি না হয় এবং দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যায় তাহলে ভালভাবে সূর্য উদিত হওয়ার পর সবাই মিলে আবাদির বাইরে ঈদগাহে জমা হবে এবং ইস্তেস্কার নামায পড়বে। ইমাম সাহেব মিম্বারের উপর বসে তাকবীর পড়বে, আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং নিম্নবর্ণিত দু'আগুলি (চারটি) পড়বে।

এরপর আসমানের দিকে দু'হাত উঠাবে (এতটুকু উপরে উঠাবে যেন বগলের নীচের অংশ দেখা যায়)। অতঃপর লোকদের প্রতি নিজের পিঠ ও কেবলার দিকে চেহারা করবে এবং নিজের চাদরকে উলটিয়ে দিবে (অর্থাৎ নীচের অংশকে উপরে ও উপরের অংশকে নীচে এবং ডানের অংশ বামে ও বামের অংশ ডানে করবে)। তারপর লোকদের প্রতি চেহারা করবে, মিম্বার থেকে নীচে নেমে দু'রাকআত নামাযে এস্তেস্কা পড়বে এবং বিশেষ মননিবেশে আল্লার নিকট বৃষ্টির জন্য দু'আ করবে।

আল্লাহর রহমত ও বৃষ্টি চেয়ে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَآءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَآ اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنَ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, করুণাময়, অতি দয়ালু ও হিসাবের দিনের মালিক। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি যা ইচ্ছা হয় করে থাকেন। হে আল্লাহ! একমাত্র তুমিই আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি ধনী আর আমরা গরীব; আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং যে বৃষ্টি বর্ষণ করবে তাতে আমাদের জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত রিযিক ও জীবন যাপনের অসীলা বানিয়ে দাও। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩৭৪, হাদীস নং ১১৭৩)

অতঃপর এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اللّٰهُمَّ اسْقِنَا اللّٰهُمَّ اسْقِنَا ، اَللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اللّٰهُمَّ اَغِثْنَا اللّٰهُمَّ اَغِثْنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পানি দাও। হে আল্লাহ! বৃষ্টি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! বৃষ্টি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! বৃষ্টি বর্ষণ কর। (সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস নং ১০১৩ ও ১০১৪)

রহমতের বৃষ্টির জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهِيْمَتَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার বান্দাগণকে এবং তোমার প্রাণীকুলকে পানি পান করাও, তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও এবং মৃত শহরকে জীবিত কর। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক, খ. ১, পৃ. ১৯০, হাদীস নং ৪৪৯)

উপকারী ও অবিলম্বিত বৃষ্টির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَآرٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, যা আমাদের ফরিয়াদ অনুযায়ী হয়, উপকারী হয়, অপকারী না হয়। আর তা যেন তাড়াতাড়ি আসে দেরীতে নয়। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩৭৪, হাদীস নং ১১৬৯)

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দেখলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَآ اُرْسِلَ بِهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যে মেঘ পাঠানো হয়েছে এর অনিষ্ট থেকে আমরা তোমার পানাহ চাই। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ৫১, হাদীস নং ৩৮৮৯)

বৃষ্টি শুরু হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَّافِعًا، اَللّٰهُمَّ سَيْبًا نَّافِعًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! অত্যন্ত উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ৫১, হাদীস নং ৩৮৮৯)

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর আমাদের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! টিলাসমূহ, পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা ও বৃক্ষ উৎপাদনস্থলে বৃষ্টি বর্ষণ কর। (সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ২৮, হাদীস নং ১০১৩)

মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের শব্দ শুনে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার গযব দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করো না। তোমার আযাব দ্বারা আমাদেরকে হত্যা করো না। আর এর পূর্বে আমাদের নিরাপত্তা দান কর। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫০৩, হাদীস নং ৩৪৫০)

ঝড়-তুফান শুরু হলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْۤ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَاۤ اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَاۤ اُرْسِلَتْ بِهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি এ বায়ুর কল্যাণ, এর মধ্যে যা কিছু আছে তার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রবাহিত করা হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি এ বায়ুর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যে যা কিছু আছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যে উদ্দেশ্যে তাকে প্রবাহিত করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার পানাহ চাই। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬১৬, হাদীস নং ৮৯৯)

অথবা এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَّلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا. اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ বায়ুকে রহমতে রূপান্তরিত কর, আযাবে নয়। হে আল্লাহ! এ বায়ুকে উপকারী বানিয়ে দাও, অপকারী বানিয়ো না। (মু'জামুল কাবীর, খ. ১১, পৃ. ২১৩, হাদীস নং ১১৫৩৩)

বদ নযরের দু'আ

ফায়দা ঃ কারো উপর বদ নযর পড়লে এ দু'আটি ১৫ বার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি ঐ লোকের চোহারায় ছিটিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ ভাল হয়ে যাবে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কালিমা সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রত্যেক বড় শয়তান থেকে এবং প্রত্যেক নিন্দনীয় চোখের (অনিষ্ট) থেকে। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১৪৭, হাদীস নং ৩৩৭১)

বদ নযরের আরেকটি দু'আ

اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি (বদ নযর) এর উত্তাপ, ঠাণ্ডা এবং কষ্টকে দূর করে দাও। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ৫, পৃ. ১৮৬, হাদীস নং ৮৪৩০)

শারীরিক ব্যথার জন্য দু'আ

নিজের ডান হাত ব্যথার স্থানে রেখে তিনবার بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং সাতবার নিম্নের দু'আ পড়বে। অতঃপর 'সূরা ফালাক' এবং 'সূরা নাস' পড়ে ব্যথার স্থানে ফুঁক দিবে।

اَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর কুদরতের আশ্রয় গ্রহণ করছি এ ব্যথার অনিষ্ট থেকে যা আমি অনুভব করছি এবং যা থেকে আমি ভয় করছি। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৭২৮, হাদীস নং ২২০২)

জ্বর আক্রান্ত হলে পড়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ তা'আলার নামে, আমি প্রত্যেক উত্তেজিত ধমনীর অনিষ্ট থেকে এবং জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করছি। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৪০৫, হাদীস নং ২০৭৫)

চোখে ব্যথা হলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّيْ وَاَرِنِيْ فِي الْعَدُوِّ ثَارِيْ وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার চক্ষু দ্বারা আমাকে ফায়দা পৌঁছাও, একে আমার ওয়ারিছ (স্মারক) বানিয়ে দাও, আমার শত্রুর (জীবনের) মধ্যে আমার প্রতিশোধ আমাকে (স্বচক্ষে) দেখিয়ে দাও এবং আমার শত্রুর যে আমার প্রতি অত্যাচার করে তার উপর আমাকে সাহায্য কর। (কানযুল উম্মাল, খ. ৭, পৃ. ২৫০, হাদীস নং ১৮৩৬৫)

জিন-ভূত ইত্যাদির চিকিৎসা

ফায়দা ঃ কারো উপর জিন-ভূত ইত্যাদির আছর হলে তাকে সামনে বসিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত সমূহ এবং তিনটি সূরা পড়ে ফুঁক দিবে ইনশাআল্লাহ জিন-ভূতের আছর দূর হয়ে যাবে। (হিসনে হাসীন, পৃ. ২৭৫)

সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারাঃ আয়াত ১-৫, ১৬৩, ২৫৫ (আয়াতুল কুরসী), ২৮৪-২৮৬ (সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত), সূরা আলে ইমরানঃ ১৮, সূরা আরাফঃ ৫৪, সূরা আল মু'মিনূনঃ ১১৬-১১৮, সূরা সফ্ফাতঃ ১-১১, সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতঃ ২২-২৪, সূরা জিনঃ ৩-৪, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক এবং সূরা নাস।

কোন রোগীকে দেখতে গেলে পড়বে

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللهُ

অর্থ ঃ ভয় নেই (আল্লাহর মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ করবে এবং) ইনশাআল্লাহ এটা তোমার পবিত্রতার কারণ হবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ২০২, হাদীস নং ৩৬১৬)

অতঃপর রোগীর কপালে বা হাতে হাত রেখে পড়বে

ফায়দা ঃ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগ আক্রান্ত জায়গায় হাত রেখে এ দু'আ পাঠ করতেন। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সুস্থ করে দিতেন।

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَآءَ اِلَّا شِفَآءُكَ شِفَآءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

অর্থ ঃ হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি কষ্ট দূর করে দাও এবং তাকে আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ব্যতীত আর কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য দান কর যা কোন রোগকে বাকি না রাখে। (সহীহ বুখারী, খ. ৭, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং ৫৭৫০, সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৭২১, হাদীস নং ২১৯১)

এ দু'আ পড়ে অসুস্থ ব্যক্তির উপর ফুঁক দিবে

১। ফায়দা ঃ কোন ব্যক্তি তার কোন অঙ্গে ব্যথা অনুভব করলে কিংবা ফোড়া বা যখম দেখা দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ স্থানে আঙ্গুল বুলাতেন এবং নিম্নোক্ত দু'আ পড়তেন। (সহীহ বুখারী, খ. ৭, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং ৫৭৪৫, সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৭২৪, হাদীস নং ২১৯৪)

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا وَرِيْقَةُ بَعْضِنَا يُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সঙ্গে মিশিয়ে আমাদের রোগীকে সুস্থ করবে, আমাদের প্রতিপালকের নির্দেশে।

২। ফায়দা ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হলে হযরত জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে এ দু'আ পড়ে আপনার উপর দম করলেন। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ১৭১৮, হাদীস নং ২১৮৬)

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ اَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اَللّٰهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ

৩। ফায়দা ঃ হযরত সালমান ফারসী (রা.) বলেন ঃ আমি অসুস্থ ছিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখে এ দু'আ পড়েছেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ৭৩৪, হাদীস নং ২০১৪)

يَا سَلْمَانُ شَفَى اللّٰهُ سَقْمَكَ وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَعَافَاكَ فِيْ دِيْنِكَ وَجِسْمِكَ اِلٰى مُدَّةِ اَجَلِكَ

রোগীর সুস্থতার জন্য দু'আ

ফায়দা ঃ এ দু'আটি রোগীকে দেখতে গিয়ে সাত বার পড়বে।

اَسْاَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যেন আপনাকে আরোগ্য দান করেন। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৪১০, হাদীস নং ২০৮৩, সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ২০৪, হাদীস নং ৩১০৬)

বিপদগ্রস্ত বা রোগী ব্যক্তিকে দেখে আস্তে পড়বে

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত বা রোগী ব্যক্তিকে দেখে এ দু'আ পড়বে সে (দু'আ পাঠকারী) ঐ বিপদে পতিত হবে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

অর্থ ঃ আল্লাহর শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৯৩, হাদীস নং ৩৪৩১)

কষ্ট এবং বিপাদপদে পতিত ব্যক্তি বেশি বেশি পড়বে

ফায়দা ঃ যখন কোন মুসলমান শারীরিকভাবে অসুস্থ হয় তখন আল্লাহ তা'আলা নেকী লেখক ফেরেশতাকে বলেন ঃ তার আমলনামায় ঐ নেকীসমূহ লিখ যা সে (অসুস্থ হওয়ার) পূর্বে করত। সুতরাং যদি আল্লাহ তা'আলা তাকে আরোগ্য দান করেন তাহলে তার গুনাহ সমূহ ধুয়ে পবিত্র করে দিবেন। আর যদি তাকে মৃত্যু দেন তাহলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং রহম করবেন। (শরহুস সুন্নাহ, খ. ৫, পৃ. ২৪১, হাদীস নং ১৪৩০)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ (الانبياء: ٨٧)

অর্থ ঃ তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র (নির্দোষ) আমি গুনাহগার। (মুস্তাদরাকে হাকিম, খ. ১, পৃ. ৬৮৫, হাদীস নং ১৮৬৪)

বেঁচে থাকার আশা ছেড়ে দিলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ, যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয় এবং তখন আমাকে উঠিয়ে নাও, যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৭, পৃ. ১২১, হাদীস নং ৫৬৭১)

মওতকে নিকটবর্তী দেখলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে সর্বোত্তম বন্ধুর সাথে মিলিত কর। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫২৫, হাদীস নং ৩৪৯৬)

অতঃপর এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি কষ্ট ও মৃত্যুর যাতনায় আমাকে সাহায্য কর। (জামে তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৩০৮, হাদীস নং ৯৭৮)

মৃত্যুর সংবাদ শুনলে পড়বে

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থ ঃ নি ঃসন্দেহে আমরা সবাই আল্লাহ পাকেরই এবং আমরা সকলে অবশ্যই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৫২৪, হাদীস নং ১৫৯০, মুসনাদে আহমাদ, খ. ৬, পৃ. ২১৯, হাদীস নং ২৫৮৮৩)

মৃত ব্যক্তির আত্মিয়-স্বজনরা পড়বে

✍ অন্যান্য যে কোন ছোট-বড় বিপদের সময় এ দু'আ পড়া উচিত।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থ ঃ নি ঃসন্দেহে আমরা সবাই আল্লাহ পাকেরই এবং আমরা সকলে অবশ্যই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার এ বিপদে তুমি আমাকে প্রতিদান দাও এবং পরিবর্তে আমাকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দান কর। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৩১, হাদীস নং ৯১৮)

নামাযে জানাযার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا.

اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি মাফ করে দাও আমাদের মধ্যে যারা জীবিত, যারা মৃত, যারা উপস্থিত, যারা অনুপস্থিত, যারা ছোট, যারা বড়, যারা পুরুষ এবং যারা মহিলা সবাইকে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে যাদেরকে বাঁচাবে, তাদেরকে ইসলামী আদর্শের উপর বাঁচিয়ে রাখ। আর যাদেরকে মৃত্যু দান করবে, তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান কর। (জামে তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৩৪৩, হাদীস নং ১০২৯, ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং ১৪৯৮)

মায়্যিত নাবালেগ ছেলে হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ বাচ্চাকে আমাদের (নাজাতের) জন্য অগ্রগামী কর; তাকে (তার মৃত্যুকে) আমাদের জন্য সাওয়াব ও সম্পদ স্বরূপ বানিয়ে দাও এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও সুপারিশ কবুলকৃত (যার সুপারিশ কবুল করা হয়) বানাও। (বেহেশতী যেওর, খ. ১১, পৃ. ৮০৮)

মায়্যিত নাবালেগ মেয়ে হলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ মেয়েটিকে আমাদের (নাজাতের) জন্য অগ্রগামিনী কর; তাকে (তার মৃত্যুকে) আমাদের জন্য সাওয়াব ও সম্পদ স্বরূপ বানিয়ে দাও এবং তাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারিনী ও সুপারিশ কবুলকৃত (যার সুপারিশ কবুল করা হয়) বানাও। (বেহেশতী যেওর, খ. ১১, পৃ. ৮০৮)

জানাযা নামাযের পর হাত না তুলে এ দু‘আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَآءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ (মৃত) ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও, তার উপর রহম কর, তাকে মাফ করে দাও, তার প্রত্যাবর্তনকে সম্মানজনক করে দাও, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও, তাকে ধৌত কর (মাফ করে দাও) পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা এবং তাকে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র করে দাও যেভাবে তুমি পরিষ্কার কর সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে। তাকে দুনিয়ার বাসস্থান থেকে উত্তম বাসস্থান, দুনিয়ার পরিবার থেকে উত্তম পরিবার এবং দুনিয়ার স্ত্রী থেকে উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে জান্নাতে দালিখ কর, তাকে কবরের আযাব এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৬২, হাদীস নং ৯৬৩)

জানাযার উপর দৃষ্টি পড়লে এ দু‘আ পড়বে

سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ ، لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

অর্থ ঃ তিনি পবিত্র যার কোন মৃত্যু নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বদা কায়েম। (মাসায়েলে বেহেশতী যেওর, পৃ. ২৯৩)

মায়্যিতকে কবরে রাখার দু‘আ

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ **অথবা** بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিল্লাতের (সুন্নাতের) উপর (আমরা তাকে দাফন করছি)। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং ১৫৫০)

অতঃপর এ দু‘আ পড়বে

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى

অর্থ ঃ এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এ মাটিতেই তোমাদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে আনব এবং এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার বের করব। (সূরা তা-হা, ২০: ৫৫, মুসনাদে আহ্‌মাদ, খ. ৫, পৃ. ২৫৪, হাদীস নং ২২২৪১)

ফায়দা-১ ঃ কবরের উপর মাটি দেয়ার সময় ১ম মুষ্টিতে مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, ২য় মুষ্টিতে وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ এবং ৩য় মুষ্টিতে وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى পড়া মুস্তাহাব। (বেহেশতী যেওর, খ. ১১, পৃ. ৮১৩)

ফায়দা-২ ঃ মায়্যিতকে দাফন করার পর সেখানে অবস্থান করে (কবর থেকে একটু দূরে সরে) তার জন্য দু‘আয়ে মাগফিরাত করবে। কেননা তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ২৩৪, হাদীস নং ৩২২১)

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে প্রবেশের দু‘আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَآ اَهْلَ الْقُبُوْرِ ! يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ

অর্থ ঃ হে কবরবাসী! আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ পাক আমাদের ও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন। আপনারা আমাদের পূর্বগামী আর আমরা আপনাদের অনুগামী। (জামে তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৩৬৯, হাদীস নং ১০৫৩)

হাঁচিদাতা পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৪৯, হাদীস নং ৬২২৪)

হাঁচির জওয়াবে শ্রোতা পড়বে

يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক তোমার প্রতি দয়া করুন। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৪৯, হাদীস নং ৬২২৪)

এর উত্তরে হাঁচিদাতা পড়বে

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হিদায়েত দান করুন এবং তোমার অবস্থা ঠিক করে দিন। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৪৯, হাদীস নং ৬২২৪)

খুশীর সময় পড়ার দু'আ

খুশীর সময় سُبْحَانَ اللّٰهِ (আল্লাহ অতি পবিত্র) اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) এবং ভাল কিছু অথবা আল্লাহর নিয়ামত দেখে مَاشَآءَ اللّٰهُ (যা আল্লাহ চেয়েছেন) বলা উচিত। এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৭১, হাদীস নং ৮৫৯)

সুসংবাদ শুনলে সংবাদ দাতার জন্য এভাবে দু'আ করবে

بَشَّرَكَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যেন দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম সুসংবাদ শুনান। (কানযুল উম্মাল, খ. ১০, পৃ. ৬৯৪, হাদীস নং ২৯৯৭৫)

কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখলে পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যাঁর নিয়ামত দ্বারা উত্তম বস্তুসমূহ পূর্ণাঙ্গ হয়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ৭১৩, হাদীস নং ৩৮০৩)

কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে অথবা দুঃখের সময় পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

অর্থ ঃ সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসার যোগ্য শুধু আল্লাহ পাক। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৪, পৃ. ৭১৩, হাদীস নং ৩৮০৩)

কোন কাজ কঠিন হয়ে গেলে পড়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ اِلَّا مَا جَعَلْتَهٗ سَهْلًا وَاَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ اِذَا شِئْتَ سَهْلًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! কোন কিছুই সহজ নয় কিন্তু তুমি যা সহজ করে দিয়েছো। তুমি যখন ইচ্ছা কর তখন কঠিন জিনিসকে সহজ করে দাও। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৩০৫, হাদীস নং ৩৭৫৫)

কোন জিনিস হারিয়ে গেলে পড়বে

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতকে বিপদের সময়ের জন্য এমন একটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা অন্য কোন উম্মাতকে দেয়া হয়নি। (তবরানী, খ. ১২, পৃ. ৪০, হাদীস নং ১২৪৪১)

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহরই জন্য নিবেদিত, তাঁরই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করব।

অতঃপর এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ رَآدَّ الضَّآلَّةِ وَهَادِيَ الضَّآلَّةِ وَاَنْتَ تَهْدِيْ مِنَ الضَّلَالَةِ اُرْدُدْ عَلَيَّ ضَآلَّتِيْ بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَاِنَّهَا مِنْ عَطَآئِكَ وَفَضْلِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে হারানো বস্তু ফেরত দানকারী, পথভ্রষ্টকে পথ-প্রদর্শনকারী, হারিয়ে গেলে তুমিই পথ প্রদর্শন কর। তুমি তোমার কুদরত ও শক্তি দ্বারা আমার হারানো বস্তুটি ফিরিয়ে দাও। কেননা, নি ঃসন্দেহে সেটা তোমার দান ও তোমার অনুগ্রহে আমি লাভ করেছিলাম। (তবরানী, খ. ১২, পৃ. ৩৪০, হাদীস নং ১৩৩২৩)

ভুলে যাওয়া জ্ঞান পুনরায় স্মরণে আসার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও যা আমি ভুলে গিয়েছি এবং আমাকে শিখিয়ে দাও যা আমি জানি না।

মোরগের ডাক শুনলে পড়বে

ফায়দা ঃ মোরগ ফেরেশতা দেখলে ডাকে তাই এ সময় আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ প্রার্থনা করা উচিত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১২৮, হাদীস নং ৩৩০৩, হিসনে হাসীন, পৃ. ২৬০)

গাধা ও কুকুরের চিৎকার শুনলে পড়বে

ফায়দা ঃ গাধা ও কুকুর শয়তান দেখে চিৎকার করে তাই এ সময় আল্লাহ তা‘আলার আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। (শরহুস সুন্নাহ লিল বাগবী, খ. ৫, পৃ. ১২৭)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১২৮, হাদীস নং ৩৩০৩, হিসনে হাসীন, পৃ. ২৬০)

রাগ আসলে পড়বে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১২৪, হাদীস নং ৩২৮২, সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০১৫, হাদীস নং ২৬১০)

অন্তরে বেশি ওয়াসওয়াসা আসলে পড়বে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَمِنْ فِتْنَتِهٖ

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান ও তার ফেতনা থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি। (হিসনে হাসীন, পৃ. ২৬৯)

কোন জিনিসের মধ্যে অশুভ ধারণা করলে পড়বে

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার দেয়া কল্যাণ ছাড়া আর কোন কল্যাণ নেই এবং তোমার দেয়া অকল্যাণ ছাড়া আর কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ২২০, হাদীস নং ৭০৪৫)

কারো গীবত করে থাকলে তার জন্য দু‘আয়ে মাগফিরাত করবে

ফায়দা ঃ কারো পিঠ পিছনে গীবত (নিন্দা-বদনামী) করে থাকলে এর কাফ্‌ফারা হল, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়া। অতঃপর তার জন্য দু‘আয়ে মাগফিরাত করা। কেননা এটা হুকূকুল ইবাদ, আর হুকূকুল ইবাদ শুধু তাওবা করলে মাফ হয় না। যতক্ষণ না বান্দাহর হক আদায় করা হয় কিংবা ক্ষমা চাওয়া হয়।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের এবং তার (গীবতকৃত ব্যক্তির) গুনাহ সমূহ ক্ষমা কর। (আদ-দাওয়াতুল কাবীর লিল বায়হাকী, খ. ২, পৃ. ২১৩, হাদীস নং ৫৭৫)

কোন মুসলমানকে গালি দিয়ে থাকলে তার জন্য দু‘আ করবে

ফায়দা ঃ ভুলবশত কোন মুসলমানকে গালি দিলে অবশ্যই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে এবং তার জন্য নিম্নবর্ণিত দু‘আ করবে।

اَللّٰهُمَّ فَاَيُّمَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ سَبَبْتُهٗ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهٗ قُرْبَةً اِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি যে মু’মিনকে গালি দিয়েছি তা তার জন্য কিয়ামতের দিন তোমার নৈকট্য লাভের অসীলা বানাও। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০০৭, হাদীস নং ২৬০১)

দুষ্ট প্রতিবেশীর অনিষ্ট থেকে রক্ষার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوْٓءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْٓءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْٓءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْٓءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْٓءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মন্দ দিন, মন্দ রাত, মন্দ সময়, মন্দ সাথী এবং বসবাসের স্থানে মন্দ প্রতিবেশী থেকে। (তবরানী, খ. ১৭, পৃ. ২৯৪, হাদীস নং ১৪৪৯৮)

কীট-পতঙ্গ থেকে রক্ষা পাওয়ার দু‘আ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা‘আলার সকল সৃষ্ট বস্তুর অনিষ্ট থেকে আমি তাঁর কালেমা সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮১, হাদীস নং ২৭০৯)

সাপ-বিচ্ছু দংশন করলে পড়বে

কাউকে সাপ, বিচ্ছু কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে সাত বার সূরা ফাতেহা পড়ে সেখানে ফুঁক দিয়ে দিবে। ইনশাআল্লাহ রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৭, পৃ. ১৩৩, হাদীস নং ৫৭৪৯)

আর্থিক সমস্যা ও দারিদ্রতা দূরী করণের দু‘আ

ফায়দা ঃ যদি কোন ব্যক্তির আর্থিক সমস্যা, দারিদ্রতা ও মুখাপেক্ষিতা দেখা দেয়, সে যেন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এ দু‘আ পড়ার অভ্যাস করে নেয়। তার আর্থিক সমস্যা ও দারিদ্রতা দূর হয়ে যাবে। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ১৭০-১৭১, হাদীস নং ৩৫০)

بِسْمِ اللهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَدِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لِيْ حَتّٰى لَا اُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلَا تَاخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ

অর্থ ঃ আমার নফসের উপর, মাল ও দ্বীনের মধ্যে আল্লাহর নামের বরকত হোক। হে আল্লাহ! আমাকে তোমার ফয়সালায় সন্তুষ্ট রাখ এবং আমার জন্য যা তুমি নির্ধারণ করে রেখেছ তাতে বরকত দাও। যাতে আমি বিলম্বিত জিনিসকে অবিলম্বে আর অবিলম্ব জিনিসকে বিলম্বে না চাই।

ঋণ থেকে মুক্তি ও হালাল উপার্জনের দু‘আ

পাহাড় পরিমাণ ঋণ হলেও আল্লাহ তা‘আলা পরিশোধ করে দিবেন।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হারাম ছাড়া হালালকেই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ছাড়া বাকী সবকিছু থেকে আমার অভাব মুক্ত করে দাও। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৬০, হাদীস নং ৩৫৬৩, মুসনাদে আহমাদ, খ. ১, পৃ. ১৫৩, হাদীস নং ১৩১৮)

ঋণ পরিশোধ ও দুশ্চিন্তা দূর হওয়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের অত্যাচার থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি। (কানযুল উম্মাল, খ. ৬, পৃ. ৩৫২, হাদীস নং ১৫৫১৯)

ঋণ পরিশোধ ও প্রয়োজন পূরণ হওয়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهٗ وَلَا حَاجَةً مِّنْ حَوَآئِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে দয়াবানদের দয়াবান! ক্ষমা ব্যতীত আমার কোন গুনাহ অবশিষ্ট রেখো না। কোন দুঃখ-বেদনা দূর করা ছাড়া রেখে দিও না। কোন ঋণ পরিশোধ করা ছাড়া রেখে দিও না এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কোন প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া রেখে দিও না। (আল-মু’জামুল আওসাত, খ. ৩, পৃ. ৩৫৮, হাদীস নং ৩৩৯৮)

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যেন এ দু‘আও পড়ে

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করছি কুফরী থেকে ও ঋণ থেকে। (সুনানে নাসায়ী, খ. ৪, পৃ. ৪৫৩, হাদীস নং ৭৯০৮)

ঋণ আদায়ের সময় ঋণী ব্যক্তির জন্য দু‘আ করবে

ফায়দা ঃ যখন কোন ঋণী ব্যক্তি হতে নিজের ঋণ আদায় করবে (প্রদত্ত ঋণের টাকা বুঝে পাবে) তখন তার জন্য নিম্নোক্ত দু‘আ করবে।

اَوْفَيْتَنِيْٓ اَوْفَاكَ اللّٰهُ

অর্থ ঃ তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করেছ। আল্লাহ তা'আলা তোমার সহিত স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করুন। (সহীহ বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১১৭, হাদীস নং ২৩৯৩)

দুশ্চিন্তা-পেরেশানী ও বিপদের সময় পড়ার দু'আ

১। যে কোন দুশ্চিন্তা ও বিপদের সময়ে এ দু'আ পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَآؤُكَ، اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِيْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ وَنُوْرَ بَصَرِيْ وَجِلَآءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার গোলাম, আপনার গোলামের সন্তান এবং আপনার বাঁদীর সন্তান। আমার কপাল (ভাগ্য) আপনারই হাতে। আমার সমস্ত অস্তিত্বে কেবল আপনারই হুকুম চলে। আমার ব্যাপারে আপনার যাবতীয় ফয়সালা সঠিক। হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রত্যেক ঐ নামের অসীলায় প্রার্থনা করি যে নাম আপনি নিজের জন্য পছন্দ করেছেন, অথবা আপনার পবিত্র কালামে নাযিল করেছেন, অথবা আপনার সৃষ্টি জগতের কাউকে শিক্ষা দিয়েছেন, অথবা আপনার ইলমে গায়েবের মধ্যে রেখে দিয়েছেন, সেই নামের অসীলায় আপনি আমার অন্তরকে মহান কুরআন দ্বারা আলোকিত করে দিন, আমার চোখে নূর দিন, আমার দুঃখ-কষ্ট সরিয়ে দিন এবং আমার চিন্তা-ভাবনা দূর করে দিন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খ. ১০, পৃ. ২৫৩, হাদীস নং ২৯৯৩০)

২। কোন বিপদে পতিত হলে বা আশংকা দেখা দিলে অধিক পরিমাণে পড়বে।

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর উত্তম কর্মসম্পাদনকারী, আল্লাহর প্রতি আমরা পূর্ণ ভরসা করলাম। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬২০, হাদীস নং ২৪৩১)

৩। দুশ্চিন্তা বা বিপদে পতিত হলে এ দু'আ পড়বে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যিনি সহনশীল। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যিনি মহান আরশের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, যিনি আসমান ও যমীন সমূহের মালিক এবং মর্যাদাসম্পন্ন আরশের মালিক। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৭৫, হাদীস নং ৬৩৪৬)

৪। দুশ্চিন্তা ও রোগ-শোকে পতিত হলে বেশি বেশি এ দু'আ পড়বে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কোন ক্ষমতা নেই।

৫। যে কোন ছোট-বড় বিপদে পতিত হলে এ দু'আ পড়বে।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا

অর্থ ঃ নি ঃসন্দেহে আমরা সবাই আল্লাহ পাকেরই এবং আমরা সকলে অবশ্যই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমার এ বিপদে তুমি আমাকে প্রতিদান দাও এবং পরিবর্তে আমাকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দান কর। (সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৬৩১, হাদীস নং ৯১৮)

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি এ দু'আ পড়বে

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْا فَلَا تَكِلْنِيْٓ اِلٰى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি। সুতরাং তুমি আমাকে চোখের পলক পরিমাণও নিজের উপর ন্যস্ত কর না। আমার সকল অবস্থার সংশোধন করে দাও। তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। (আল-আদাবুল মুফরাদ লিলসহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৪৪, হাদীস নং ৭০১)

❀ ❀

আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া

বিপদ ও দুর্ভাগ্য থেকে হিফাযতের দু'আ

ফায়দা ঃ جهد البلاء ঐ বিপদকে বলা হয়, যার কষ্টের কারণে মানুষ মৃত্যু কামনা করে। তাই এরূপ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য সর্বদা নিম্নোক্ত দু'আ করা উচিত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَآءِ وَدَرَكِ الشَّقَآءِ وَسُوْٓءِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি বিপদের কষ্ট, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, ভাগ্যের মন্দতা ও বিপদে শত্রুর হাঁসা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ১২৬, হাদীস নং ৬৬১৬)

নিয়ামত ধ্বংস হওয়া থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاْءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পানাহ চাই (আমার প্রতি) তোমার নেয়ামতের হ্রাসপাপ্তি, তোমার শান্তির বিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ থেকে। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৯৭, হাদীস নং ২৭৩৯)

চারটি জিনিস থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَّا يَخْشَعُ وَمِنْ نَّفْسٍ لَّا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَّا يُسْتَجَابُ لَهَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পানাহ চাই ঐ জ্ঞান থেকে যা (আত্মার) উপকারে আসে না। ঐ অন্তর থেকে যা (আল্লাহকে) ভয় করে না। ঐ মন থেকে যা কখনও পরিতৃপ্ত হয় না এবং ঐ দু'আ থেকে যা কবুল হয় না। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৮, হাদীস নং ২৭২২)

পাঁচটি জিনিস থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوْٓءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পানাহ চাই কাপুরুষতা, কৃপণতা, বয়সের মন্দতা, অন্তরের ফেতনা এবং কবরের আযাব থেকে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৮১, হাদীস নং ১৫৩৯)

আমলের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعْمَلْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই তার অনিষ্ট থেকে যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি তার অনিষ্ট থেকে। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৫, হাদীস নং ২৭১৬)

কান, চোখ ইত্যাদির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার অপকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের (লজ্জাস্থানের) অপকারিতা থেকে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫২৩, হাদীস নং ৩৪৯২)

প্রকাশ্য ও গোপন ফেতনা থেকে পানাহ চাওয়া

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন ফেতনা থেকে। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২১৯৯, হাদীস নং ২৮৬৭)

নেফাক ও কুচরিত্র থেকে বেঁচে থাকার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْٓءِ الْاَخْلَاقِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, নেফাক এবং

কুচরিত্র থেকে পানাহ চাই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৮২, হাদীস নং ১৫৪৬)

কুচরিত্র থেকে বেঁচে থাকার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَاِنَّهٗ بِئْسَ الضَّجِيْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই ক্ষুধা থেকে, কেননা এটা মানুষের কত না মন্দ সাথী এবং আমি তোমার নিকট পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, কেননা এটা কত না মন্দ গোপন চরিত্র। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৮৩, হাদীস নং ১৫৪৭)

গোপনীয় শিরক থেকে হিফাযতের দু'আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শিরক আমার উম্মাতের মধ্যে কালো পথরের উপর পিঁপড়ার চালের চেয়েও সুক্ষ্ম। এর দ্বারা অনেক কম লোকই বাঁচতে পারে। তাই এরূপ শিরক থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক দিন তিন বার এ দু'আ পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَآ اَعْلَمُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি জেনে-শুনে তোমার সাথে কাউকে শরীক করা থেকে তোমার আশ্রয় চাই এবং আমি তোমার কাছে ঐ বিষয়ে ক্ষমা চাই যা আমি জানি না। (কানযুল উম্মাল, খ. ৩, পৃ. ৮৫৭, হাদীস নং ৭৫০৩)

শয়তানের থেকে আল্লাহর পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে রক্ষা কর বিতাড়িত শয়তান থেকে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদীস নং ৭৭৩)

জিন থেকে হিফাযাতের দু'আ

ফায়দা ঃ কোন সফরে একটি জিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিছনে লাগল যে, তাঁকে অগ্নিশিখা দিয়ে জালিয়ে দিবে। জিবরীল (আ.)ও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিল। তিনি বললেন ঃ আমি

আপনাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দেই, সেগুলো পড়ে নিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যখনই আমি এ কালিমাগুলি পড়লাম জিনের আগুন নিভে গেল এবং সে ভুট হয়ে পড়ে গেল।" অতএব যদি কোন ব্যক্তি এ দু'আটি পাবন্দির সাথে পড়ে কোন জিন তার ক্ষতি করতে পারবে না।

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ اللَّاتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْاَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ

অর্থ ঃ আমি দয়ালু আল্লাহর সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করছি এবং আল্লাহর পূর্ণ বাক্য সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি যেগুলি অতিক্রম করার ক্ষমতা ভাল-মন্দ কোন লোকের নাই। আমি পানাহ চাই ঐ অনিষ্টসমূহ থেকে যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং যা আকাশে উঠে; যা কিছু যমীনে সৃষ্টি হয় এবং যা যমীন থেকে বের হয়; রাত-দিনের ফেতনা থেকে এবং রাত-দিনের ভাল জিনিস আগমনকারী ব্যতীত অন্যান্য আগমনকারী থেকে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, খ. ২, পৃ. ৯৫০, হাদীস নং ১৭০৫)

সকল সৃষ্টির অপকারিতা থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা

ফায়দা ঃ হযরত কা'বে আহবার (রা.) একজন দক্ষ ইহুদী আলেম ছিলেন। হযরত উমর (রা.) এর আমলে তিনি মুসলমান হয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ যদি আমি এ বাক্যগুলি না পড়তাম, তাহলে ইহুদীরা আমাকে নিশ্চয় গাধা বানিয়ে দিত অর্থাৎ অপমান করত অথবা মাথা নষ্ট করিয়ে দিত।

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ شَيْءٌ اَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ وَبِاَسْمَآءِ اللهِ الْحُسْنٰى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহর সত্তার আশ্রয় গ্রহণ করছি যার অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই এবং আল্লাহর পূর্ণ বাক্য সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করছি যেগুলি

অতিক্রম করার ক্ষমতা ভাল-মন্দ কোন লোকের নাই। আরও আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর উত্তম নাম সমূহের, যা আমি জানি আর যা আমি জানি না, তাঁর সৃষ্টির অপকারিতা থেকে যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন ও জগতে ছড়িয়ে রেখেছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, খ. ২, পৃ. ৯৫১, হাদীস নং ১৭০৭)

সমস্ত খারাপ রোগ থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الْاَسْقَامِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পানাহ চাই শ্বেতরোগ, পাগলামী, কুষ্ঠরোগ এবং খারাপ রোগ সমূহ থেকে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৮৪, হাদীস নং ১৫৫৪)

বদ খায়েশ থেকে পানাহ চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَآءِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার পানাহ চাই কুচরিত্র, বদ আমল ও খারাপ আকাঙ্খা থেকে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৭৫, হাদীস নং ৩৫৯১)

অন্তরের অনিষ্ট থেকে হিফাযতের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার অন্তরে সৎপথের সন্ধান দাও এবং আমাকে আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে পানাহ দাও। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৩৯, হাদীস নং ৩৫২৪)

অভাব ও অপমান থেকে হিফাযতের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই দরিদ্রতা, (সম্পদের) স্বল্পতা ও অপমান থেকে এবং আমি এর থেকে পানাহ চাই যে, আমি অত্যাচার করি বা অত্যাচারিত হই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৮২, হাদীস নং ১৫৪৪)

পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ غِنَايَ وَغِنَى مَوْلَايَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি, আমি এবং আমার আত্মীয়-স্বজনরা যেন কখনো পরমুখাপেক্ষী না হই। (তবরানী, খ. ২২, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ১৮৬৮০)

লোভ-লালসা থেকে হিফাযতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ يَّهْدِيْٓ اِلٰى طَبْعٍ وَّمِنْ طَمَعٍ فِيْ غَيْرِ مَطْمَعٍ وَّمِنْ طَمَعٍ حَيْثُ لَا مَطْمَعَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ চাই লালসা থেকে যা মানুষকে দোষের দিকে নিয়ে যায়। আর এমন লালসা থেকে যাতে লোভ করা ঠিক নয় এবং এমন লালসা থেকে যা লোভের বস্তু নয়। (দা'ওয়াতুল কাবীর লিলবায়হাকী, খ. ১, পৃ. ৪৪৯, হাদীস নং ৩৩৭)

অসহায় অবস্থার মৃত্যু থেকে হিফাযতের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرْقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِرًا وَّاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই (আমার উপর) কিছু ধসে পড়ার থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই উপর থেকে পড়ে যাওয়ার থেকে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই পানিতে ডুবা, আগুনো পোড়া ও বার্ধক্য থেকে। আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই মৃত্যুকালে শয়তান যেন আমাকে গোমরাহ না করে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই যেন আমি তোমার রাস্তায় পিঠ দিয়ে না মরি এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই যেন দংশিত হয়ে না মরি। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৮২, হাদীস নং ১৫৪৪)

কবর ও জান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡٓ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ عَذَابِ الۡقَبۡرِ وَمِنۡ عَذَابِ النَّارِ وَمِنۡ فِتۡنَةِ الۡمَحۡيَا وَالۡمَمَاتِ وَمِنۡ فِتۡنَةِ الۡمَسِيۡحِ الدَّجَّالِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবিত ও মৃতদের ফেতনা থেকে এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে। (সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৯৯, হাদীস নং ১৩৭৭)

জাহান্নাম থেকে মুক্তির দু'আ

ফায়দা ঃ যখন কোন ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়, তখন জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দাও। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬৯৯, হাদীস নং ২৫৭২) তাই এ দু'আ তিনবার পড়বে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡٓ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ عَذَابِ جَهَنَّمَ

অথবা

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡٓ اَعُوۡذُ بِكَ مِنۡ عَذَابِ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে তোমার আশ্রয় চাই। (সুনানে নাসায়ী, খ. ৪, পৃ. ৪৫৪, হাদীস নং ৭৯১২)

নফসের পবিত্রতা চেয়ে দু'আ

رَبِّ اَعۡطِ نَفۡسِیۡ تَقۡوَاهَا وَزَكِّهَا اَنۡتَ خَيۡرُ مَنۡ زَكَّاهَا اَنۡتَ وَلِيُّهَا وَمَوۡلَاهَا

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার নফসের তাকওয়া ও পবিত্রতা দান কর এবং তুমিই সর্বোত্তম পবিত্রকারী। কেননা তুমিই তার (নফসের) মালিক ও তার মাওলা। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৬, পৃ. ২০৯, হাদীস নং ২৫৭৯৮)

ഗ്ര ര

ব্যাপক বা পূর্ণ দু'আ (جامع الدعا)

সর্বোত্তম ব্যাপক ও পূর্ণ দু'আ

ফায়দা ঃ হযরত আবূ উমামা (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে অনেকগুলি দু'আ শিখিয়েছেন কিন্তু আমরা সবগুলি দু'আ মনে রাখতে পারি না। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদেরকে এমন একটি দু'আ শিখিয়ে দেই, যে দু'আয় আমার সকল দু'আ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নিম্নবর্ণিত দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন। এ দু'আতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ২৩ বছরের সমস্ত দু'আ অন্তর্ভুক্ত আছে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ঐ সকল মঙ্গল প্রার্থনা করছি যা তোমার কাছে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐ সকল অমঙ্গল থেকে যার থেকে তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। এবং তুমিই একমাত্র সাহায্যকারী এবং তোমার জিম্মায় শুধু পৌঁছানো। আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৩৭, হাদীস নং ৩৫২১)

দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত কল্যাণের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ وَاَصْلِحْ لِىْٓ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার দ্বীনকে ঠিক করে দাও যা আমার কর্মকে পবিত্র করে দিবে; আমার দুনিয়া ঠিক করে দাও যাতে রয়েছে আমার জীবন; আমার পরকাল ঠিক করে দাও যাতে রয়েছে আমার প্রত্যাবর্তন এবং আমার হায়াতকে বৃদ্ধি কর প্রত্যেক কল্যাণকর কাজে, আর মউতকে আমার জন্য শান্তিস্বরূপ করে দাও প্রত্যেক অকল্যাণ থেকে। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৭, হাদীস নং ২৭২০)

কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের ইলম চাওয়া

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْنِى الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَفَقِّهْنِىْ فِى الدِّيْنِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে কিতাব (কুরআন), হিকমাহ (সুন্নাহ) ও শরীআত (ফিকাহ) এর ইলম দান কর। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ২৬, হাদীস নং ৭৫ থেকে সংগৃহিত)

ইলম দ্বারা সাহায্য কামনা করা

اَللّٰهُمَّ اَغْنِنِىْ بِالْعِلْمِ وَزَيِّنِّىْ بِالْحِلْمِ وَاَكْرِمْنِىْ بِالتَّقْوٰى وَجَمِّلْنِىْ بِالْعَافِيَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ইলম দ্বারা সাহায্য কর, সহনশীলতা ও জ্ঞান-গাম্ভীযর্তা দ্বারা সুসজ্জিত কর, খোদাভীতি দ্বারা সম্মানিত কর এবং সুস্থতা দ্বারা অলংকৃত কর। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৭৪, হাদীস নং ৩৬৬৩)

হিদায়েতপ্রাপ্তী ও অমুখাপেক্ষীতার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়েত, পরহেযগারী, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষীতা (অথবা সম্পদের প্রাচুর্যতা) প্রার্থনা করছি। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৮৭, হাদীস নং ২৭২১)

স্বাস্থ্য, পরহেযগারী, আমানত, উত্তম চরিত্র ও ভাগ্যে সন্তুষ্টির দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَالرِّضَا بِالْقَدْرِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সুস্থতা, পবিত্রতা, নিরাপত্তা, সুন্দর স্বভাব এবং তাকদীরে উপর সন্তুষ্ট থাকার তাওফীক চাই। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৭০, হাদীস নং ৩৬৫০)

ক্ষমা, দয়া, হিদায়েত ও রিযিক এর জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি দয়া কর। আমাকে হিদায়েত কর। আমাকে মাফ কর। আমাকে রিযিক দান কর। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ২৮৬, হাদীস নং ৮৫০, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, পৃ. ১৯৬, হাদীস নং ৯০০)

দ্বীনের উপর অটল থাকার দু'আ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থ ঃ হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের পথে সুদৃঢ় রাখুন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৩৮, হাদীস নং ৩৫২২)

আনুগত্যের তাওফীক চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরেয়ে দিন। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৪৫, হাদীস নং ২৬৫৪)

দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتِنَا فِي الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যাবতীয় কাজ-কর্মে আমাদের পরিণাম ভাল করে দিন এবং আমাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (সাহীহ ইবনে হিব্বান, খ. ৩, পৃ. ২২৯, হাদীস নং ৯৪৯)

ধৈর্য, শোকর, নিজ দৃষ্টিতে ছোট এবং অন্যদের দৃষ্টিতে বড়ত্বের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَّفِيْٓ اَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে অধিক পরিমাণ ধৈর্যধারণকারী ও শোকর

আদায়কারী বানাও। আমাকে আমার নিজ দৃষ্টিতে ছোট এবং মানুষের দৃষ্টিতে বড় বানিয়ে দাও। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৭৮, হাদীস নং ৩৬৭৫)

নেক বান্দাদের স্বভার চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَآ اَسَآءُوا اسْتَغْفَرُوْا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্গত কর, যারা যখন ভাল কাজ করে খুশী হয় এবং যখন মন্দ কাজ করে ক্ষমা চায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ৭২১, হাদীস নং ৩৮২০)

পূর্ণাঙ্গ ঈমান ও নিয়ামত লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا لَّا يَرْتَدُّ وَنَعِيْمًا لَّا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْٓ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এমন ঈমান চাচ্ছি যা কখনও পরিবর্তন হয় না আর এমন নিয়ামত চাচ্ছি যা কখনও শেষ হয় না। এবং উচ্চ শ্রেণী ও চিরস্থায়ী জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথী হতে চাই। (সুনানে নাসায়ী, খ. ৬, পৃ. ২১৭, হাদীস নং ১০৭০৫)

ঈমান ও ইয়াকীন বৃদ্ধির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا يُّبَاشِرُ قَلْبِيْ وَيَقِيْنًا صَادِقًا حَتّٰى اَعْلَمَ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُنِيْ اِلَّا مَا كَتَبْتَ لِيْ وَرِضًا مِّنَ الْمَعِيْشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ঈমান চাই যা আমার অন্তরে বদ্যমূল হয়ে যায়। সত্য ইয়াকীন চাই যাতে আমার বিশ্বাস হয়ে যায় যে, তুমি আমার জন্য যা লিখেছ তা ছাড়া কিছুই আমার নিকট পৌঁছতে পারে না এবং তোমার সন্তুষ্টি চাই ঐ বণ্টনকৃত জিনিসের সাথে যা তুমি আমার জন্য বণ্টন করেছ। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৭২, হাদীস নং ৩৬৫৭)

আল্লাহর শোকর আদায় করার তাওফীক চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْٓ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نُصْحَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর যাতে সম্মানের সাথে তোমার শোকর আদায় করতে পারি, বেশি বেশি তোমার যিকর করতে পারি। তোমার উপদেশ পালন করতে পারি এবং তোমার হুকুম রক্ষা করতে পারি। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৮২, হাদীস নং ৩৬০৬)

বর্তমান ও ভবিষ্যতের কল্যাণ চেয়ে দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট যাবতীয় কল্যাণ চাই যা বর্তমানেও ভাল ভবিষ্যতেও ভাল; যা আমি জানি কিংবা জানি না। হে আল্লাহ! আমি আপনার পানাহ চাই যাবতীয় অনিষ্ট থেকে যা বর্তমানেও মন্দ ভবিষ্যতেও মন্দ; যা আমি জানি কিংবা জানি না। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ১৭, হাদীস নং ৩৮৪৬)

সকল মঙ্গল প্রার্থনা করা

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهٗ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهٗ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهٗ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهٗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهٗ اِلَيْكَ يَرْجِعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ اَسْئَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনারই সমস্ত প্রশংসা, সকল কৃতজ্ঞতা এবং সকল রাজত্ব আপনারই জন্য। আপনার সকল সৃষ্টি আপনারই অধীন, সকল কল্যাণ আপনারই নিয়ন্ত্রণে এবং প্রত্যাবর্তনও হয় সবকিছু আপনার দিকে। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি সকল মঙ্গল আর সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে পানাহ চাই। (কানযুল উম্মাল, খ. ৮, পৃ. ৩৩৭, হাদীস নং ২২৫৫১)

স্বাস্থ্য, ঈমান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ صِحَّةً فِيْٓ اِيْمَانٍ وَّاِيْمَانًا فِيْ حُسْنِ خُلُقٍ وَنَجَاحًا تُتْبِعُهٗ فَلَاحًا وَرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً مِّنْكَ وَرِضْوَانًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি এমন সুস্থতা প্রার্থনা করছি যা ঈমানের সাথে হয়ে থাকে। এমন ঈমান প্রার্থনা করছি যা উত্তম চরিত্রের সাথে হয়ে থাকে; আর সফলতা যার পর তুমি আমাকে (আখেরাতেও) সফল করবে এবং তোমার দয়া, সুস্থতা, মাগফিরাত ও তোমার সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৭২, হাদীস নং ৩৬৫৬)

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার সন্তুষ্টি ও বেহেশত কামনা করছি।

জান্নাতুল ফিরদাউস লাভের দু'আ

ফায়দা ঃ যখন কোন ব্যক্তি তিনবার জান্নাত কামনা করে, তখন জান্নাত নিজেই বলে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ কর। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬৯৯, হাদীস নং ২৫৭২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইবে তো জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাতুল ফিরদাউস কামনা করছি। (সহীহ বুখারী, খ. ৪, পৃ. ১৬, হাদীস নং ২৭৯০ থেকে সংগৃহিত)

পূর্বের-পরের ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহ মাফের দু'আ

اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِیْ مَا قَدَّمْتُ وَمَاۤ اَخَّرْتُ وَمَاۤ اَسْرَرْتُ وَمَاۤ اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, তোমারই সাহায্যে (শত্রু সনে) যুঝিয়েছি এবং তোমারই নিকট বিচার প্রার্থনা করেছি। আমাকে ক্ষমা কর যা আমি পূর্বে করেছি এবং

যা আমি পরে করেছি, যা আমি অপ্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাতগামী কর। (সহীহ বুখারী, খ. ২, পৃ. ৪৮, হাদীস নং ১১২০)

আল্লাহর নূর চেয়ে দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّمِيْنِيْ نُوْرًا وَّعَنْ يَّسَارِيْ نُوْرًا وَّفَوْقِيْ نُوْرًا وَّتَحْتِيْ نُوْرًا وَّاَمَامِيْ نُوْرًا وَّخَلْفِيْ نُوْرًا وَّاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর দান করুন। আমার চোখে নূর দান করুন। আমার কানে নূর দান করুন। আমার ডানে নূর দান করুন। আমার বামে নূর দান করুন। আমার সামনে নূর দান করুন। আমার পিছনে নূর দান করুন। আমাকে নূর দান করুন। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদীস নং ৬৩১৬)

আল্লাহর ভয় ও ইবাদাতের তাওফীক ইত্যাদি কামনা করে দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اَقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهٖ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهٖ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهٖ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِاَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلٰى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَّا يَرْحَمُنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঐ পরিমাণ তোমার ভয় দান কর, যা দ্বারা তুমি আমাদের মধ্যে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে; তোমার আনুগত্যের ঐ পরিমাণ দান কর যা দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাসের ঐ পরিমাণ দান কর যা দ্বারা তুমি আমাদের প্রতি দুনিয়ার বিপদসমূহ সহজ করে দিবে। আল্লাহ! আমাদের উপকার সাধিত কর আমাদের কানের দ্বারা, আমাদের চোখের দ্বারা ও আমাদের শক্তির দ্বারা, যতদিন তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ।

আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী বাকী রাখ। আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধকে সীমাবদ্ধ রাখ তাদের প্রতি যারা আমাদের প্রতি জুলুম করেছে এবং আমাদের সাহায্য কর তাদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে। আল্লাহ! আমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোন বিপদে ফেল না এবং দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা কর না। আল্লাহ! তাদেরকে আমাদের প্রতি চাপিয়ে দিও না যারা আমাদের প্রতি দয়া করবে না। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫২৮, হাদীস নং ৩৫০২)

সম্পদ ও সম্মান অধিক হওয়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا وَاَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاٰثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে (কল্যাণকর জিনিসসমূহ) বাড়িয়ে দাও, কমিয়ে দিও না। আমাদেরকে সম্মানিত কর; লাঞ্ছিত কর না। আমাদেরকে দান কর; বঞ্চিত কর না। আমাদেরকে প্রাধান্য দাও; আমাদের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দিও না; আমাদেরকে সন্তুষ্ট কর এবং আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৩২৬, হাদীস নং ৩১৭৩)

আল্লাহর সন্তুষ্টি চেয়ে দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের উপর রহম কর, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমাদের (ইবাদত) কবুল কর। আমাদেরকে জান্নাতে দাখিল কর ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দান কর এবং আমাদের সমস্ত কাজ শুদ্ধ করে দাও। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ১০, হাদীস নং ৩৮৩৬)

আল্লাহ তা'আলার মহব্বত প্রাপ্তির দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ يُبَلِّغُنِیْ حُبَّكَ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَّفْسِیْ وَمَالِیْ وَاَهْلِیْ وَمِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালবাসা চাই, আর যে তোমাকে ভালবাসে তার ভালবাসা চাই এবং ঐ কাজের শক্তি চাই যা আমাকে তোমার ভালবাসার দিকে নিয়ে যাবে। হে আল্লাহ! তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার জান, আমার মাল, আমার পরিজন এবং ঠান্ডা পানির চেয়েও অধিক প্রিয় কর। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫২২, হাদীস নং ৩৪৯০)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, উপদেশ ও হুকুম রক্ষার তাওফীক চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ اُعْظِمُ شُكْرَكَ وَاُكْثِرُ ذِكْرَكَ وَاَتَّبِعُ نَصِيْحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর যাতে আমি সম্মানের সাথে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, বেশি করে তোমাকে স্মরণ করতে পারি, তোমার উপদেশ পালন করতে পারি এবং তোমার হুকুম রক্ষা করতে পারি। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৬৬, হাদীস নং ৩৬৩৯)

মুনাফিকী, রিয়া এবং মিথ্যা থেকে বাঁচার দু'আ

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِیْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِیْ مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِیْ مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِیْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُوْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে নিফাক থেকে, আমার কাজ (আমল) কে লোক দেখানো থেকে, আমার যবানকে মিথ্যা থেকে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত থেকে পবিত্র কর– কেননা তুমি চোখের খিয়ানত ও অন্তরের গোপন খবর জান। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৭৩, হাদীস নং ৩৬৬০)

যাহির-বাতিনের পবিত্রতার জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّآلِّ وَلَا الْمُضِلِّ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার ভিতরকে বাহির থেকে উত্তম কর এবং বাহিরকে নেক কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই তুমি মানুষকে যা ভাল দান করেছ- মাল, পরিবার ও সন্তান যা পথভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্টকারী নয়। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৭৩, হাদীস নং ৩৫৮৬)

উপকারী ইলম চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ وَزِدْنِيْ عِلْمًا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যে ইলম দান করেছেন তা দ্বারা আমাকে উপকৃত করুন, আমাকে এমনই ইলম দান করুন যা আমার উপকারে আসবে এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর। প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর শোকর (প্রশংসা) এবং আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই দোযখবাসীদের অবস্থা থেকে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৭৮, হাদীস নং ৩৫৯৯)

ভাল কাজ করার ও খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক চাওয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنَ وَاَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ وَاِذَا اَرَدْتَّ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ، اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُ اِلٰى حُبِّكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ভাল কাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার এবং গরীব মিসকীনদেরকে ভালবাসার তাওফীক প্রার্থনা করছি। আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর এবং যখন তুমি কোন জনগোষ্ঠীকে ফেতনায় ফেলতে চাইবে, তখন আমাকে ফেতনামুক্ত অবস্থায় উঠিয়ে নিবে। আমি তোমার নিকট তোমার ভালবাসা, তোমাকে যে

ভালবাসে তার ভালবাসা এবং ঐ কাজের ভালবাসা চাই যা আমাকে তোমার ভালবাসার দিকে অগ্রসর করে দিবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৩৬৮, হাদীস নং ৩২৩৫, মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ২৪৩, হাদীস নং ২২১৬২)

আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত ও মদীনায় মৃত্যুবরণ করার দু'আ

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে এ দু'আ করবে সে নিজ বাড়িতে বিছানায় পড়ে মৃত্যু বরণ করলেও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে।

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ شَهَادَةً فِيْ سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِيْ بَلَدِ رَسُولِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রাস্তায় শাহাদাতের সৌভাগ্য দান কর এবং তোমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহরে (মদীনায়) আমাকে মৃত্যু দান কর। (সহীহ বুখারী, খ. ৩, পৃ. ২৩, হাদীস নং ১৮৯০)

হককে হক আর বাতিলকে বাতিল হিসেবে দেখার দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارْزُقْنَا اتِّبَاعَهٗ وَاَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقْنَا اجْتِنَابَهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে হককে হক দেখাও এবং আমাদেরকে হকের অনুকরণ করার তাওফীক দাও। আমাদেরকে বাতিলকে বাতিল দেখাও এবং আমাদেরকে বাতিলকে পরিহার করার তাওফীক দাও।

হিদায়েত চেয়ে দু'আ

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়েত দাও এবং তার উপর আমাকে অবিচল রাখ। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং ৪২২৫)

ভ্রাতৃত্বের জন্য দু'আ

اَللّٰهُمَّ اَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِيْ اَسْمَاعِنَا وَاَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وَاَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِيْنَ بِهَا قَآئِلِيْهَا وَاَتِمَّهَا عَلَيْنَا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টি করে দাও; এবং আমাদের একের অপরের সাথে সুসম্পর্ক করে দাও; আর আমাদের শান্তির রাস্তা দেখিয়ে দাও; এবং আমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে পরিত্রাণ দান কর। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল খারাপ কাজ থেকে আমাদের দূরে রাখ এবং বরকত দাও আমাদের শোনার মধ্যে, আমাদের দেখার মধ্যে, আমাদের অন্তরে, আমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে। আমাদের তাওবা কবুল কর, নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী ও মেহেরবান। আর আমাদেরকে তোমার নিয়ামতসমূহের শুক্রিয়া আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (মুস্তাদরাকে হাকেম, খ. ১, পৃ. ৩৯৭, হাদীস নং ৯৭৭)

আল্লাহর রহমত কামনা

ফায়দা ঃ কারো উপর স্বর্ণের পাহাড় পরিমাণ ঋণ হলেও আল্লাহ তা‘আলা এ দু‘আর বরকতে শোধ করার ব্যবস্থা করে দিবেন।

اَللّٰهُمَّ فَارِجَ الْهَمِّ كَاشِفَ الْغَمِّ مُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَرَحِيْمَهَا اَنْتَ تَرْحَمُنِيْ فَارْحَمْنِيْ بِرَحْمَةٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! হে বিপদ দূরকারী! হে দুঃখ-যন্ত্রণা দূরকারী! হে নিরুপায়ের প্রার্থনা শ্রবণকারী! হে দুনিয়া-আখিরাতের অসীম দয়ালু ও করুণাময়! তুমি আমার প্রতি রহম কর, আমার প্রতি এমন দয়া কর যাতে আমি অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হই। (মুস্তাদরাকে হাকিম, খ. ১, পৃ. ৬৯৬, হাদীস নং ১৮৯৮)

আল্লাহর বন্ধুদের বন্ধু ও শত্রুদের শত্রু হওয়ার দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ مُهْتَدِيْنَ غَيْرَ ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ سِلْمًا لِّاَوْلِيَآئِكَ وَعَدُوًّا لِّاَعْدَآئِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ اَحَبَّكَ وَنُعَادِيْ بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সঠিক প্রথ প্রদর্শকারী ও সঠিক পথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত কর। আমাদেরকে পথভ্রষ্ট ও পথ ভ্রষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর না। আমাদেরকে তোমার বন্ধুদের বন্ধু ও শত্রুদের শত্রু বানিয়ে দাও

যাতে আমরা তাকে ভালবাসি যে তোমাকে ভালবাসে এবং তার সাথে শত্রুতা রাখি যে তোমার সাথে শত্রুতা রাখে। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৫৬, হাদীস নং ৩৬০৮)

মিসকীন অবস্থায় জীবন-মরণ ও হাশরের কামনা

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِیْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِیْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِیْ فِیْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মিসকীন (ফকির ও বিনয়ী) অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং হাশর ময়দানে আমাকে মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত কর। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ২৪০, হাদীস নং ৪১২৬)

খাতিমা বিল খাইর এর দু‘আ

اَللّٰهُمَّ عَافِنِیْ فِیْ قُدْرَتِكَ وَاَدْخِلْنِیْ فِیْ رَحْمَتِكَ وَاَقْضِ اَجَلِیْ فِیْ طَاعَتِكَ وَاَخْتِمْ لِیْ بِخَيْرِ عَمَلِیْ وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার কুদরতের মাধ্যমে আমাকে সুস্থ রাখ। আমাকে তোমার রহমতের অন্তর্ভুক্ত কর। আমার জীবন তোমার ইবাদতে ব্যয় করার তাওফীক দাও। ভাল আমলের সাথে আমার খাতিমা বিল খাইর কর এবং তার প্রতিদানে জান্নাত দান কর। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ২৭৪, হাদীস নং ৩৬৬২)

☙ ❧

অধ্যায় ঃ ৭

ইসমে আযম
সম্বলিত দু‘আসমূহ

৭ম অধ্যায়

ইসমে আযম সম্বলিত দু'আসমূহ

ইসমে আযম ও আসমাউল হুসনার মাধ্যমে দু'আ করলে সে দু'আ কবুল করা হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির দু'আ ও দরখাস্ত কবুল করেন যে ইসমে আযমের সাথে দু'আ করে। তবে ইসমে আযমকে শবে কদরের ন্যায় নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। হাদীসে ইসমে আযম সম্বলিত বর্ণনার কয়েকটি দু'আ উল্লেখ রয়েছে। দু'আ করার সময় আসমাউল হুসনা ও নিম্নবর্ণিত সবগুলি দু'আ পড়ে নেয়া উচিত। এরপর নিজ কাঙ্খিত দু'আ করা উচিত।

১। দু'আয়ে ইউনুস (আ.)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ ঃ (হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র (নির্দোষ) আমি গুনাহগার। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

ফায়দা-১ ঃ কিছু বুযুর্গগণ লিখেছেন যে, কেউ যদি কোন বালা-মুসীবত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে দু'আয়ে ইউনুস ৪০ দিন পর্যন্ত ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) বার পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই পেরেশানী ও মুসীবত থেকে মুক্তি দিবেন। প্রত্যেক দিন ৩১২৫ বার করে পড়বে। (মকবুল দু'আ, পৃ. ৬২)

ফায়দা-২ ঃ উক্ত আয়াতে কারীমার এ দু'আটি যাবতীয় চিন্তা-পেরেশানী, বালা-মুসীবাত দূরীকরণে খুবই কার্যকর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের কেউ কোন মুসীবতে গ্রেফতার হলে সে যেন দু'আয়ে ইউনুস (আ.) পড়ে। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে তার মুসীবত দূর হয়ে যাবে। কেননা এ দু'আটি শুধু ইউনুস (আ.) এর জন্য নির্ধারিত নয়। বরং এতে ঈমানদারদের জন্যও পেরেশানী এবং মুসীবত থেকে নাজাত দেয়ার ওয়াদা রয়েছে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫২৯, হাদীস নং ৩৫০৫)

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থ ঃ আমি ইউনুস (আ.) কে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম। আমি অনুরূপভাবে ঈমানদারদেরকেও মুক্তি (নাজাত) দিয়ে থাকি। (সূরা আম্বিয়া: ২১: ৮৮)

২। দু'টি আয়াতে ইস্‌মে আযমের বয়ান

ফায়দা ঃ অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইসমে আযম এ দু'টি আয়াতের মধ্যেই রয়েছে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭০, হাদীস নং ১৪৯৬, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫১৭, হাদীস নং ৩৪৭৮)

وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ আর তোমাদের মা'বূদ এক মা'বূদ। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই। তিনি বড় দয়ালু ও মেহেরবান। (সূরা বাকারা, ২: ১৬৩)

الٓمّٓ ، اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বদা কায়েম। (সূরা আলে- ইমরান, ৩: ১-২)

৩। ইসমে আযম সম্বলিত দু'আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, "এটি হল ইসমে আযম সম্বলিত দু'আ। ইসমে আযম হল, যার মাধ্যমে (অসীলায়) দু'আ করা হলে সে দু'আ কবুল করা হয় এবং এর অসীলায় কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই দান করেন।"

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِاَنِّيْٓ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ، الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া কোন মু'বূদ নেই। তুমি এক ও অনন্য, কারো মুখাপেক্ষী নও। তুমি এমন সত্তা যিনি জনকও নন ও জাতকও নন, যাঁর কোন সমকক্ষ নেই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৬৯, হাদীস নং ১৪৯৩, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫১৫, হাদীস নং ৩৪৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ২৬, হাদীস নং ৩৮৫৭)

৪। ইসমে আযম সম্বলিত আরেকটি দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ، اَلْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। কারণ সকল প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তুমি এক, তোমার কোন শরীক নেই। তুমি বড় দাতা, আসমান ও যমীনের বিনা নমুনায় স্রষ্টা। হে মহত্ব ও সম্মানের অধিকারী! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই আল্লাহ। তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তুমি এক ও অনন্য, কারো মুখাপেক্ষী নও। তুমি এমন সত্তা যিনি জনকও নন ও জাতকও নন, যাঁর কোন সমকক্ষ নেই।

ফায়দা ঃ অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, এ দু'আটি হল ইসমে আযম সম্বলিত। আর ইসমে আযম হল, যার মাধ্যমে কোন সাওয়াল করলে নিশ্চয় আল্লাহ তা দান করেন এবং যে দু'আ করা হয় আল্লাহ তা কবুল করেন।" (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭০, হাদীস নং ১৪৯৫, সুনানে নাসায়ী, খ. ১, পৃ. ৩৮৬, হাদীস নং ১২২৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ২৬, হাদীস নং ৩৮৫৮)

৫। ইস্মে আযম সম্বলিত আরও একটি দু'আ

ফায়দা ঃ এ দু'আটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা পড়তে বলেছেন। কেননা এর মধ্যে আল্লাহর নাম 'আযম' রয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَسْئَلُكَ بِاِسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَرِضْوَانَكَ الْاَكْبَرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি তোমার ইসমে আযমের মাধ্যমে এবং আমি তোমার পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রার্থনা করছি। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ১১৭, হাদীস নং ৩২১৭)

ইসমে আযম সম্পর্কে কাসেম ইবনে আবদুর রহমান (রহ.) এর মত

৬। অন্য এক হাদীসে এসেছে, ইসমে আযম তিনটি সূরায় বিদ্যমান আছে। (১) সূরা বাকারা (২) সূরা আলে-ইমরান (৩) সূরা তা-হা। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৪৭) কাসেম ইবনে আবদুর রহমান (আবূ উমামা রা. এর শাগরিদ, তাবেঈ এবং সিরিয়ার বাসিন্দা) বলেন ঃ আমি এই হাদীসের আলোকে ইসমে আযম অনুসন্ধান করেছি এবং "اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ" কে ইসমে আযম হিসেবে পেয়েছি।

ইসমে আযম সম্পর্কে আল্লামা জাযরী (রহ.) এর মত

৭। হিসনে হাসীনের লেখক আল্লামা মুহাম্মাদ আল জাযরী (রহ.) বলেন ঃ আমার নিকট ইসমে আযম হল, ‘‘اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ’’। এতে সব হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্যতা হয়ে যায়।

দু‘আতে يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ অবশ্যই বলবে

৮। একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে ‘‘يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ’’বলতে শুনলেন। তখন আপনি বলেছেন ঃ তোমার দু‘আ কবুল করা হবে, এখন তুমি (যা ইচ্ছা) আল্লাহর নিকট চাও। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৪১, হাদীস নং ৩৫২৭ ও ৩৫২৪)

তিনবার يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ বলার পর দু‘আ করলে কবুল হয়

৯। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা নির্ধারিত আছে, যখন কোন ব্যক্তি তিন বার ‘‘يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ’’ (অর্থ ঃ হে সকল দয়াশীলদের চেয়ে বড় দয়াশীল!) বলে তখন উক্ত ফেরেশতা সে ব্যক্তিকে বলেন ঃ নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় দয়াশীল তোমার প্রতি মনোযোগী আছেন, এখন তুমি যা ইচ্ছা চাও। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং ৩৮৩৯)

পাঁচটি কালিমার মাধ্যমে সকল দু‘আ কবুল হয়

১০। অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এ পাঁচটি কালেমার সাথে দু‘আ করবে, তার সকল দু‘আই আল্লাহ তা‘আলা কবুল করবেন। (কানযুল উম্মাল, খ. ২, পৃ. ৩৪২, হাদীস নং ৩৮৬৬)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ	আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই।
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ	সমস্ত রাজত্ব তাঁর জন্য এবং তাঁর জন্যই সমস্ত প্রশংসা।
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ	এবং সকল বস্তুর উপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই।
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ	তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোনই শক্তি এবং ক্ষমতা অর্জন হতে পারে না।

আসমাউল হুসনা

(আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম)

ফায়দা ঃ আসমায়ে হুসনা পড়ার পর দু'আ করলে সে দু'আ কবুল হয়। আসমাউল হুসনার অর্থ, চারিত্রিক শিক্ষা এবং ফযীলত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ৯ম অধ্যায় ২১৬নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِىُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِىُ الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْىِ الْمُمِيْتُ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّؤُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِىُّ الْمُغْنِىُ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُ الْهَادِىُ الْبَدِيْعُ الْبَاقِىُ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ

ও৪ ৪৩

অধ্যায় ঃ ৮

ফাযায়েলে তাওবা ও ইস্তিগফার

৮ম অধ্যায়

ফাযায়েলে তাওবা ও ইস্তিগফার

তাওবা ও ইস্তিগফারের অর্থ

তাওবার শাব্দিক অর্থ 'ফিরে আসা' এবং ইস্তিগফারের অর্থ 'ক্ষমা প্রার্থনা করা'। তাওবা ও ইস্তিগফারের শরয়ী অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট অনুতপ্ত হয়ে অন্যায়-অসৎ কাজ থেকে প্রত্যাবর্তন এবং ভবিষ্যতের জন্য ন্যায় ও সৎ কাজের সংকল্প করা। অতঃপর সৎ কাজের দ্বারা বিগত অসৎ কাজের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা। মানুষের কোন হক নষ্ট করে থাকলে যথাসম্ভব তার ক্ষতিপূরণ দান করা বা ক্ষমা চেয়ে নেয়া। কাউকে শারীরিক-মানসিক কষ্ট দেয়া, মান-সম্মান নষ্ট করা, দুর্নাম করা এবং মিথ্যা অপবাদ দেয়াও মানুষের হক নষ্ট করার অন্তর্ভুক্ত। তাই এর জন্য ক্ষমা চেয়ে নেয়া। আর আল্লাহর হকের মধ্যে কোন হক (যেমন- ফরয নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব ইত্যাদি) বাকী থাকলে তা তাড়াতাড়ি আদায় করা।

নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করবে, অপর মুসলমান ভাইদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে এবং মৃত মুসলমানদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খাঁটি তাওবা কর। (সূরা তাহরীম, ৬৬: ৮)

اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (সূরা নূহ, ৭১: ১০)

গুনাহই হচ্ছে বালা-মুসীবতের কারণ

আমরা যেসব গুনাহ করে থাকি তার থেকে সতর্ককরণ কিংবা প্রাথমিক শাস্তি হিসেবে বিপদাপদ এসে থাকে এবং গুনাহ থেকে তাওবা করে পূর্ণ দ্বীনে না ফেরা পর্যন্ত এ বিপদাপদ শেষ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

অর্থ ঃ তোমাদের উপর যে বিপদাপদ পতিত হয় তা তোমাদেরই কর্মের ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে থাকেন। (সূরা শুরা, ৪২: ৩০)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

অর্থ ঃ স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা (পূর্ণ দ্বীনে) ফিরে আসে। (সূরা রূম, ৩০: ৪১)

তবে নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। কেননা আল্লাহ তা‘আলার রহমত অসীম। শুধু আমরা ফিরে আসলেই তাঁর অসীম রহমত আমাদেরকে ছায়াচ্ছন্ন করে নিবে। আমরা যত দ্রুত পূর্ণ দ্বীনে ফিরে আসব তত দ্রুত আমাদের জীবনে প্রকৃত শান্তি ফিরে আসবে। আল্লাহ তা‘আলার ঘোষিত এ নিয়ম সবার জন্য সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কবীরা গুনাহ

يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার (জুলুম) করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা যুমার, ৩৯: ৫৩)

মু’মিন কখনো গুনাহ করতে পারে না। কখনো ভুলবশত গুনাহ হয়ে গেলে বিলম্ব না করে সাথে সাথে সে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাওবা করে। কেননা প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী (অপরাধ করে থাকে), আর উত্তম অপরাধী তারা যারা তাওবা করে। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৯৯, ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫১) অন্য একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ তা‘আলা ঐ মু’মিন বান্দাকে ভালবাসেন যে গুনাহে পতিত হলে তাওবা করে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬০৫) গুনাহ থেকে তাওবাকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার কোন গুনাহ নেই। (সুনানে ইবনে

মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫০) তাই কারো দ্বারা যদি গুনাহ হয়ে যায় তাহলে নিরাশ না হয়ে সাথে সাথে আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইস্তিগফার করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমতের নিদর্শন

কোন ব্যক্তি নেকীর ইচ্ছা করেছে কিন্তু এখনো তা করেনি, তখন আল্লাহ তা'আলা তার ইচ্ছাকে একটি নেকী হিসেবে লিখেন। আর যদি নেকীর ইচ্ছার পরে তা সম্পাদন করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা এর দশ গুণ থেকে সাতশ' গুণ বরং বহুগুণ (অপর একটি বর্ণনায় সাত হাজার গুণ) পর্যন্ত নেকী হিসেবে লিখেন। অন্যদিকে যে পাপের সংকল্প করেছে কিন্তু তা করেনি, তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিজ ইচ্ছাকে (পূর্ণ না করার কারণে) একটি নেকী হিসেবে লিখেন। আর যদি গুনাহর ইচ্ছার পরে তা সম্পাদন করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি মাত্র গুনাহ লিখেন। [সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার কি করুণা!] (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ১০৩, হাদীস নং ৬৪৯১)

একটি হাদীসে কুদসী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে আমার নিকট একটি নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য দশ গুণ পুরস্কার রয়েছে এবং আমি এরও বেশি দিব। আর যে ব্যক্তি একটি গুনাহ নিয়ে আসবে, তার জন্য এক গুণ শাস্তি রয়েছে অথবা আমি ক্ষমা করে দিব। যে এক বিঘত আমার নিকটে আসে, আমি এক হাত তার নিকটে যাই। যে এক হাত আমার নিকটে আসে, আমি এক বাম (সাড়ে তিন হাত) তার নিকটে যাই। যে আমার নিকট হেঁটে আসে, আমি তার নিকট দৌড়ে যাই এবং যে আমার নিকট পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকে শরীক করা ছাড়া- আমি তার সাথে ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে সাক্ষাত করি। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৬৮, হাদীস নং ২৬৮৭)

অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করব। আমি কারও পরওয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার সাথে

কাউকে শরীক না করে আমার সাক্ষাত কর, আমি অবশ্যই পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৪৮, হাদীস নং ৩৫৪০)

আল্লাহ্ তা'আলার ঘোষণা

আল্লাহ্ তা'আলা নাফরমান বান্দার জন্য এভাবে ঘোষণা করেন-

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ
گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
ایں درگہِ ما درگہِ نومیدی نیست
صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

ফিরে এসো ফিরে এসো, তুমি যেই হও না কেন ফিরে এসো;
যদি কাফের হও, অগ্নিপূজক হও কিংবা মূর্তিপূজক হও ফিরে এসো।
আমার এ দরবার, নিরাশ হওয়ার দরবার নয়;
যদি একশ বারও তাওবা ভেঙ্গে থাক, ফিরে এসো।

ইস্তিগফার দ্বারা দুশ্চিন্তা দূর হয় এবং রিযিক বৃদ্ধি পায়

যে ব্যক্তি সর্বদা ইস্তিগফার করতে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সংকট থেকে মুক্তির পথ করে দেন। যাবতীয় দুশ্চিন্তা থেকে প্রশস্ততা ও প্রশান্তি দান করেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করেন। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭৫, হাদীস নং ১৫১৮)

ইস্তিগফার দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি হয়

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাওবা ও ইস্তিগফার করতেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩০৭) কেননা তাওবা শুধু গুনাহই মোচন করে না বরং মর্যাদাও বৃদ্ধি করে।

২। যে ব্যক্তি মু'মিন নর-নারীর জন্য ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রথানা করবে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মু'মিন নর-নারীর বিনিময়ে তাকে একটি করে নেকী প্রদান করবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ৩৫২, হাদীস নং ১৭৫৯৮)

মৃতদের জন্য সর্বোত্তম উপহার হল ইস্তিগফার

কবরে শায়িত মৃত ব্যক্তির অবস্থা হল সমুদ্রে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে সাহায্যের জন্যে আকুল প্রার্থনা জানায়। সে তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন কিংবা বন্ধু-বান্ধবের থেকে রহমত ও মাগফিরাতের দু‘আ লাভের অপেক্ষায় থাকে। কারও পক্ষ থেকে দু‘আর এ উপহার তার জন্য গোটা পৃথিবী ও পৃথিবীর সবকিছু অপেক্ষা বেশি প্রিয়। দুনিয়াবাসীদের দু‘আর কারণে মৃত ব্যক্তিরা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে যে বিরাট সাওয়াব পায়, তা একমাত্র পাহাড়ের সাথেই তুলনীয় হতে পারে। মৃতদের জন্য জীবিতদের সবচেয়ে বড় উপহার হচ্ছে তাদের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করা। (শু‘আবুল ঈমান, খ. ৬, পৃ. ২০৩, হাদীস নং ৭৯০৫)

আল্লাহ তা‘আলা বেহেশতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা হঠাৎ বৃদ্ধি করে দেন। সে বলে, হে আমার প্রতিপালক! কি কারণে আমার এ মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন আল্লাহ বলেন ঃ তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা চাওয়ার কারণে। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ৫০৯, হাদীস নং ১০৬১৮)

তাওবা ও ইস্তিগফারের জন্য অসংখ্য দু‘আ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পঠিত বেশির ভাগ দু‘আতে ইস্তিগফার ও ক্ষমার প্রার্থনা রয়েছে। যেমন- অযূর শুরুতে, অযূর শেষে এবং ইস্তিঞ্জা থেকে ফারিগ হয়ে ইত্যাতি। নিম্নে অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ইস্তিগফার বর্ণিত হচ্ছে।

(১) সায়্যিদুল ইস্তিগফার (শ্রেষ্ঠ ইস্তিগফার)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْٓءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْٓءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার রব। তুমি ব্যতীত কোন মা’বুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর কায়েম আছি। আমি যে গুনাহ করেছি তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমার উপর তোমার দানকৃত নিয়ামতসমূহ আমি স্বীকার করছি এবং নিজের পাপসমূহও

স্বীকার করছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত অপরাধ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৭, হাদীস নং ৬৩০৬)

(২) ইস্তিগফার

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি এ ইস্তিগফার পড়বে তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে থাকে।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আর আমি তাঁর সমীপে তাওবা করছি। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৬৮, হাদীস নং ৩৫৭৭)

(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইস্তিগফার

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বৈঠকে একশ বার এ ইস্তিগফার পাঠ করতেন।

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তাওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭৫, হাদীস নং ১৫১৬)

(৪) আরেকটি ইস্তিগফার

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক ইস্তিগফার পাঠ করতেন।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, সকল প্রকার পাপের জন্য। আর আমি তাঁর সমীপে তাওবা করছি। (সহীহ বুখারী, খ. ৮. পৃ. ৬৭, হাদীস নং ৬৩০৭)

(৫) ক্ষমা ও জান্নাত লাভের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَدْخِلْنِى الْجَنَّةَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। (তবরানী, খ. ৭, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং ৬৬৮৬)

(৬) গুনাহ থেকে ক্ষমা চেয়ে দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ وَمَآ اَسْرَفْتُ، وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর– যা আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করব। যা আমি গোপনে করেছি, আর যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি সীমাতিরিক্ত করেছি, আর যা তুমি আমার চেয়ে বেশি জান। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ, তুমি ব্যতীত আর কোন মা’বূদ নেই। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ১, পৃ. ১০২, হাদীস নং ৮০৩)

(৭) সকল প্রকারের গুনাহ থেকে মাগফিরাতের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطِيْـَٔتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ كُلِّهٖ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ خَطَايَايَ وَعَمْدِيْ وَجَهْلِيْ وَهَزْلِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَآ اَخَّرْتُ وَمَآ اَسْرَرْتُ وَمَآ اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার ভুল-ত্রুটি, মূর্খতা এবং আমার সকল বিষয়ের সীমালঙ্ঘন যে সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশি অবগত। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও আমার অনিচ্ছায়, ইচ্ছায়, অজান্তে, অবহেলায় কৃত গুনাহ এবং ঐ সব গুনাহ যা আমার মধ্যে বিদ্যমান। হে আল্লাহ! আমার ঐ সব গুনাহ ক্ষমা কর যা আমি আগে ও পরে করেছি এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে করেছি। তুমিই অগ্রসরকারী ও পশ্চাতকারী এবং তুমিই সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৬৩৯৮)

(৮) নিজ ও মু’মিন-মু’মিনাতের জন্য ইস্তিগফার

ফায়দা-১ ঃ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দৈনিক পঁচিশ কিংবা সাতাশ বার সকল মু’মিন নর-নারীর জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করবে সে ‘মুস্তাজাবুদ দাওয়াত’ (যাদের দু‘আ আল্লাহর নিকট কবুল হয়) লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তার দু‘আর বরকতে পৃথিবী বাসীরা রিযিক পাবে। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৯৪)

ফায়দা-২ ঃ যে ব্যক্তি মু’মিন নর-নারীর জন্য ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক মু’মিন নর-নারীর বিনিময়ে তাকে একটি করে নেকী প্রদান করবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ৩৫২, হাদীস নং ১৭৫৯৮)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার, সকল মু’মিন নর-নারীর এবং সকল মুসলমান নর-নারীর গুনাহ মাফ করে দাও।

(৯) নিম্ন ইস্তিগফারটি তিনবার পড়লে গুনাহ মাফ হয়

ফায়দা ঃ এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দ্বারা গুনাহ হয়ে গেছে। আপনি বললেন ঃ এ দু‘আ তিনবার পাঠ কর, সে তিনবার এ দু‘আ পাঠ করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ উঠ, যাও! আল্লাহ তা‘আলা তোমার গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম, খ. ১, পৃ. ৭২৮, হাদীস নং ১৯৯৪)

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِيْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِيْ مِنْ عَمَلِيْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার মাগফিরাত আমার গুনাহর চেয়ে অনেক প্রশস্ত এবং আমার মধ্যে নিজ আমালের চেয়ে তোমার রহমতের আশা (ভরসা) অনেক বেশি।

(১০) ইস্তিগফারযুক্ত দু‘আ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি এ দু‘আ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوْا وَاِذَاۤ اَسَاۤؤُوا اسْتَغْفَرُوْا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর, যারা ভাল কাজ করলে খুশী হয় এবং মন্দ কাজ করলে ক্ষমা চায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, খ. ৫, পৃ. ৭২১, হাদীস নং ৩৮২০)

(১১) ফজর ও আসরের পর পড়ার ইস্তিগফার (৩ বার)

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফজর ও আসরের নামাযের পর নিম্নোক্ত ইস্তিগফার তিন বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণ হয়। (ইবনুস সুন্নী, পৃ. ৬৬, হাদীস নং ১২৬)

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আর আমি তাঁর সমীপে তাওবা করছি।

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত ইস্তিগফারযুক্ত দু'আগুলি সর্বদা পড়া উচিত। তবে চলতে-ফিরতে ও উঠতে-বসতে সব সময় ছোট ইস্তিগফার اَسْتَغْفِرُ اللهَ অথবা رَبِّ اغْفِرْلِىْ অবশ্যই পড়তে থাকবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করতেন। বেশি বেশি ইস্তিগফার করলে যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর হয় এবং সর্বদা ইস্তিগফারকারীকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করা হয়। এর দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং মর্যদাও বৃদ্ধি হয়। হাদীসে ইস্তিগফারযুক্ত অসংখ্য দু'আ বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ভিন্ন কোন লিখনীতে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

❧ ❧

অধ্যায় ঃ ৯

ফাযায়েলে কুরআন, ফাযায়েলে যিকির, মাসনূন অযীফা ও আসমাউল হুসনা

৯ম অধ্যায়

ফাযায়েলে কুরআন, ফাযায়েলে যিকির, মাসনূন অযীফা ও আসমাউল হুসনা

ফাযায়েলে কুরআন

১। কুরআন মাজীদ বেশি বেশি তিলাওয়াত করা উচিত। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতকারীর জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে আসবে এবং তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭৮, হাদীস নং ২৯১৫)
২। যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের একটি হরফ পড়বে তার জন্য প্রত্যেক হরফের বদলে দশটি নেকী লেখা হবে, প্রত্যেকটি নেকী আবার দশ গুণ বৃদ্ধি হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস নং ২৯১০)
৩। আমার উম্মতের সর্বোত্তম (নফল) ইবাদত হল, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা। (শু‘আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৩৫৪, হাদীস নং ২০২২)

হাদীসে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াতের অসংখ্য ফযীলত বর্ণনা হয়েছে তাই সর্বদা তিলাওয়াতে মগ্ন থাকা উচিত। নিম্নে কয়েকটি সূরার সংক্ষিপ্ত ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরাগুলির আরও বিস্তারিত ফযীলত জানতে হাদীসের কিতাবসমূহ দেখুন।

সূরা ফাতিহার ফযীলত

✍ সূরা ফাতিহাকে ‘সূরা শিফা’ও বলা হয়। সূরা ফাতিহায় (শারীরিক ও মানসিক) সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। (শু‘আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৫০, হাদীস নং ২৩৭০)

✍ এটা মর্যাদার দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ সূরা। এটা এমন একটি সূরা যেমন তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জিলে নাযিল হয়নি। এটাই ‘সাবয়ে মাছানী’ এবং মহান কুরআন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৭৫)

✍ একবার ‘সূরা ফাতিহা’ পাঠ করলে দুই তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ পরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যায়। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৬৮, হাদীস নং ২৪৯৫)

সূরা বাকারার ফযীলত

✍ তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না। যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয় সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৭৭)

✍ যে ব্যক্তি সূরা বাকারা রাতে পড়বে তিন রাত পর্যন্ত সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না আর যে ব্যক্তি সূরা বাকারা দিনে পড়বে তিন দিন পর্যন্ত সে ঘরে শয়তান প্রবেশ করে না। (সহীহ ইবনে হিব্বান, খ. ৩, পৃ. ৬১, হাদীস নং ৭৮২)

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত ও আয়াতুল কুরসীর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত রাতের সময় পড়বে এটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৫, পৃ. ৮৪, হাদীস নং ৪০০৮)

✍ প্রত্যেক জিনিসে একটি শীর্ষস্থান আছে, আর কুরআনে শীর্ষস্থান হল সূরা বাকারা এবং এতে একটি আয়াত আছে সমস্ত আয়াতের সরদার সেটি হল, ‘আয়াতুল কুরসী’। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৭৮)

✍ যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়বে সে ব্যক্তি পরবর্তী নামায পর্যন্ত আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৭৮)

✍ একবার ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠ করার সমান। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৮২, হাদীস নং ২৫৩৬)

সূরা আলে ইমরান এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ (ইন্না ফী খালকিস সামাওয়াতি থেকে শেষ পর্যন্ত) পড়বে তার জন্য পূর্ণ রাত নামাযে কাটানোর সাওয়াব লেখা হবে। (সুনানে দারমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৩৯৬)

✍ যে ব্যক্তি জুম‘আর দিনে সূরা আলে ইরমান পড়বে, ফেরেশতাগণ তার জন্য রাত পর্যন্ত দু‘আ করতে থাকবে। (সুনানে দারমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৩৯৭)

সূরা হূদ এর ফযীলত

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তোমরা জুম'আর দিন সূরা হুদ পড়বে। (দারমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৩)

সূরা কাহফ এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি জুম'আর দিন 'সূরা কাহফ' পড়বে, তার (ঈমানের নূর) এ জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ পর্যন্ত চমকাতে থাকবে। (সুনানে বায়হাকী, খ. ৩, পৃ. ২৪৯, হাদীস নং ৫৭৯২) অন্য একটি হাদীসে আছে যে, সে নূর 'সূরা কাহফ' পাঠকারী থেকে বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে।

✍ যে ব্যক্তি 'সূরা কাহফ' এর প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবে। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৫৫৫, হাদীস নং ৮০৯)

সূরা ইয়াসীন এর ফযীলত

✍ প্রতেক জিনিসের হৃদয় আছে আর কুরআনের হৃদয় হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পড়বে তার জন্য দশ বার খতমে কুরআনের সাওয়াব লেখা হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৮৭)

✍ যে ব্যক্তি দিনের শুরু (সকালে) সূরা ইয়াসীন পড়বে তার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ হবে। (সুনানে দারমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪১৮)

ফায়দা ঃ এ কারণেই বুযুর্গদের জীবনে লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁরা নিজ প্রয়োজনের কথা মাখলূকের কাছে না বলে আল্লাহ তা'আলার নিকট পেশ করতেন এবং এ জন্য তাঁরা সর্বদা ফজরের নামাযের পর 'আদ'য়্যিায়ে মাসনূনা' থেকে ফারেগ হয়ে অবশ্যই 'সূরা ইয়াসীন' পাঠ করতেন।

✍ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে 'সূরা ইয়াসীন' পড়বে, তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে, সুতরাং তোমরা তোমাদের মৃত (শয্যায়) ব্যক্তিদের নিকট এ সূরা পড়। (শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৭৮, হাদীস নং ২৪৫৮)

সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি এ সূরা (রাতে) পড়বে এ সূরা তার জন্য শাফাআত করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তার শাফা'আত কবুল করবেন। (দারমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৮)

✍ পরবর্তী হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীল ও সূরা মুলক পড়বে তার জন্য ৭০টি নেকী লেখা হবে, তার ৭০টি গুনাহ মুছে ফেলা হবে এবং তার মর্যাদা ৭০ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। (সুনানে দারমী, খ. ২, পৃ. ৫৪৪, হাদীস নং ৩৪০৯)

সূরা দুখান এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি রাতে সূরা দুখান পড়বে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সকাল পর্যন্ত ইস্তিগফার করতে থাকবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৮৮)

✍ যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে সূরা দুখান পড়বে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং ২৮৮৯)

✍ যে ব্যক্তি শুক্রবার দিনে বা রাতে সূরা দুখান পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন। (তবরানী, খ. ৮, পৃ. ২৬৪, হাদীস নং ৮০২৬)

হা-মীম যুক্ত সূরাগুলো হচ্ছে কুরআনের যীনত (সৌন্দর্য)

হা-মীম যুক্ত সূরাগুলিকে কুরআনের যীনত বলা হয়েছে তাই এগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত করা উচিত। সাতটি সূরার শুরুতে হা-মীম রয়েছে। সূরা গাফের, ফুস্‌সিলাত (হা-মীম সেজদাহ), শূরা, যুখরুফ, দুখান, জাসিয়া ও আহকাফ। (শু'আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৮৩, হাদীস নং ২৪৭১)

সূরা আর-রহমান এর ফযীলত

✍ প্রত্যেক জিনিসের যীনত (সৌন্দর্য) রয়েছে আর কুরআনের যীনত (সৌন্দর্য) হল সূরা আর-রহমান। (শুয়াবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৮৯, হাদীস নং ২৪৯৪)

সূরা ওয়াকিআহ এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে 'সূরা ওয়াকিআহ' পড়বে সে কখনও দারিদ্রে পতিত হবে না। (বায়হাকী ফী শুয়াবিল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯১, হাদীস নং ২৪৯৭)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট না চেয়ে শুধু আসবাব-উপকরণ অবলম্বন করে রিযিক (ও অন্যান্য প্রয়োজন) পাওয়া যাবে না। কেননা রিযিক তো আসমানে রায়েছে।

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

অর্থ ঃ আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। (সূরা আয-যারিয়াত, ৫১: ২২) এ জন্যই বুযুর্গানে কিরাম মাগরিবের পরে অবশ্যই ‘সূরা ওয়াকিআহ’ তিলাওয়াত করতেন।

সূরা মুলক এর ফযীলত

✍ সূরা মুলক আযাবে কবর থেকে মুক্তিদানকারী। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৪, হাদীস নং ২৮৯০)

✍ কুরআনের ৩০টি আয়াত (সূরা মুলক) কিয়ামতের দিন নিজ পাঠকের জন্য কবুল না হওয়া পর্যন্ত শাফা‘আত করতে থাকবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৪, হাদীস নং ২৮৯১)

সূরা কদর এর ফযীলত

✍ একবার ‘সূরা কদর’ পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠের সমান। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৫৪, হাদীস নং ২৭১০)

সূরা যিলযাল এর ফযীলত

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা যিলযালের পাঠকের জন্য কামিয়াবীর সুখবর দিয়েছেন। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৪৫, হাদীস নং ১৩৯৯)

✍ যে ব্যক্তি একবার ‘সূরা যিলাযাল’ পড়ল তার জন্য বিনিময়ে অর্ধেক কুরআনের সাওয়াব লেখা হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

সূরা আদিয়াত এর ফযীলত

✍ একবার ‘সূরা আদিয়াত’ পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান। (তাফসীর মাওয়াহিবুর রহমান, খ. ১, পৃ. ১৩.)

সূরা তাকাছুর এর ফযীলত

✍ ‘সূরা তাকাছুর’ একবার পাঠ করার সাওয়াব এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান। (শু‘আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং ২৫১৮)

সূরা কাফিরূন এর ফযীলত

✍ যে ব্যক্তি 'সূরা কাফিরূন' পড়ল তার জন্য বিনিময়ে এক চতুর্থাংশ কুরআনের সাওয়াব লেখা হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

✍ যে ব্যক্তি শয়নকালে সূরা কাফিরূন পড়বে সে শিরক থেকে মুক্তি পাবে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ২, পৃ. ৭৩৩, হাদীস নং ৫০৫৫)

সূরা নাসর এর ফযীলত

✍ 'সূরা নাছর' একবার পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ২৮৯৫)

সূরা ইখলাস এর ফযীলত

✍ 'সূরা ইখলাস' একবার পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং ৫০১৩, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং ২৮৯৬)

✍ যে ব্যক্তি 'সূরা ইখলাস' পড়ল তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং ২৮৯৭)

✍ তিন ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে এবং যতগুলো হূরে ঈনদের সাথে ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে। (১) যে নিজ হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিয়েছে। (২) যে গোপনে মানুষের ঋণ আদায় করেছে। এবং (৩) যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার 'সূরা ইখলাস' পড়েছে। (মুসনাদে আবী ইয়া'লা, খ. ৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং ১৭৯৪)

✍ যে ব্যক্তি দশবার সূরা ইখলাস পড়বে তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা তৈরি করা হবে, যে বিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে দু'টি বালাখানা তৈরি করা হবে এবং যে ত্রিশ বার পড়বে তার জন্য বেহেশতে তিনটি বালাখানা তৈরি করা হবে। (হযরত উমর রা. এ অল্প আমলের এত পুরস্কারের কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর রহমত তোমাদের প্রতি এরচেয়েও অনেক প্রশস্ত)। (সুনানে দারমী, খ. ২, পৃ. ৫৫১, হাদীস নং ৩৪২৯)

সূরা ফালাক ও সূরা নাস এর ফযীলত

✍ এ দু'টি সূরা তুলনাহীন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ২৯০২)

✍ যে কোন বিপাদাপদ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য এ দু'টি সূরার ন্যায় আর কোন সূরা নেই। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৬৩, হাদীস নং ১৪৬৩)

✍ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর উক্ত সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৭০, হাদীস নং ২৯০৩)

৯ মিনিটে ৯ খতমে কুরআনের সাওয়াব

ফায়দা ঃ এ সংক্ষিপ্ত সূরাগুলি পড়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবানীতে খতমে কুরআনের সাওয়াব প্রদান করে থাকেন। তবে এর সাওয়াব কখনই পূর্ণ খতমে কুরআনের ফযীলাতের সমান নয়। পূর্ণ খতমে কুরআনের সাওয়াব ও ফযীলাত এর চেয়ে অনেক বেশি। তাই পূর্ণ খতমে কুরআনের প্রবণতা আমাদের মধ্যে অবশ্যই থাকা উচিত।

৩ বার সূরা ফাতিহা পড়ার সাওয়াব ২ খতমে কুরআনের সমান

একবার 'সূরা ফাতিহা' পড়ার সাওয়াব কুরআনের দুই তৃতীয়াংশের সমান অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ২ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৬৮, হাদীস নং ২৪৯৫)

৪ বার আয়াতুল কুরসী পড়ার সাওয়াব ১ খতমে কুরআনের সমান

একবার 'আয়াতুল কুরসী' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৮৮২, হাদীস নং ২৫৩৬)

৪ বার সূরাতুল কদর পড়ার সাওয়াব ১ খতমে কুরআনের সমান

একবার 'সূরা কদর' পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৯৫৪, হাদীস নং ২৭১০)

২ বার সূরা যিলযাল পড়ার সাওয়াব ১ খতমে কুরআনের সমান

একবার ‘সূরা যিলাযাল’ পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান অর্থাৎ ২ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

২ বার সূরা আদিয়াত পড়ার সাওয়াব ১ খতমে কুরআনের সমান

একবার ‘সূরা আদিয়াত’ পড়ার সাওয়াব অর্ধেক কুরআন পড়ার সমান অর্থাৎ ২ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (তাফসীর মাওয়াহিবুর রহমান, খ. ১, পৃ. ১৩.)

৪ বার সূরা কাফিরূন পড়ার সাওয়াব ১ খতমে কুরআনের সমান

একবার ‘সূরা কাফেরূন’ পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৫, হাদীস নং ২৮৯৩)

৪ বার সূরা নাসর পড়ার সাওয়াব ১ খতমে কুরআনের সমান

একবার ‘সূরা নাসর’ পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক চতুথাংশের সমান অর্থাৎ ৪ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং ২৮৯৫)

৩ বার সূরা ইখলাস পড়ার সাওয়াব ১ খতমে কুরআনের সমান

একবার ‘সূরা ইখলাস’ পড়ার সাওয়াব কুরআনের এক তৃতাংশের সমান অর্থাৎ ৩ বার পড়লে ১ খতমে কুরআনের সমপরিমাণ সাওয়াব পাওয়া যাবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং ৫০১৩, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ১৬৭, হাদীস নং ২৮৯৬)

১ বার সূরা তাকাছুর পড়ার সাওয়াব ১ হাজার আয়াত পড়ার সমান

একবার ‘সূরা তাকাছুর’ পাঠ করার সাওয়াব এক হাজার আয়াত পাঠ করার সমান। (শু‘আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং ২৫১৮)

খতমে কুরআনের দু‘আ

اَللّٰهُمَّ اٰنِسْ وَحْشَتِيْ فِيْ قَبْرِيْ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِيْ
اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً، اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيْتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا

جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهٗ اٰنَآءَ اللَّيْلِ وَاٰنَآءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি কবরের নির্জনতায় আমার সাথী হয়ে যাও। হে আল্লাহ! মহান কুরআনের অসীলায় আমার উপর রহম কর; এবং এ কুরআনকে আমার জীবনের জন্য ইমাম (পথ প্রদর্শক) বানিয়ে দাও এবং একে আমার জন্য নূর (আলো), হিদায়াত ও রহমত বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ! আমি কুরআন মাজীদের যা ভুলে গিয়েছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও এবং আমাকে শিখিয়ে দাও যা আমি জানি না। আমাকে দিবা-নিশি কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করার তাওফীক দান কর এবং কুরআনকে আমার জন্য দলীল (আখিরাতে ঈমান, আমল ও নাজাতের প্রমাণ) বানিয়ে দাও হে রাব্বুল আলামীন! (আল-হিযবুল আ'যম লিলক্বারী, পৃ. ১৩২)

ফাযায়েলে যিকির

যিকির সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

অর্থ ঃ সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (সূরা বাকার, ২: ১৫২)

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِيْنَ

অর্থ ঃ আর স্মরণ করতে থাক তোমার প্রতিপালককে মনে মনে স্ববিনয়ে ও স্বভয়ে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় এবং উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। (সূরা আন'আম, ৭: ২০৫)

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয় আমি তার জন্যে এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সেই হয় তার সঙ্গী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩: ৩৬)

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰى

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার যিকির (স্মরণ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তবে তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। (সূরা তা-হা, ২০: ১২৪)

যিকির সম্পর্কে কয়েকটি হাদীসঃ

১। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে স্মরণ করে আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে স্মরণ করে না তাদের তুলনা মৃত ও জীবিত ব্যক্তির ন্যায়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যিকির করে সে জীবিত আর যে যিকির করে না সে মৃত। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৮৬, হাদীস নং ৬৪০৭)

২। এক ব্যক্তির কাছে অনেক টাকা আছে এবং সে এগুলো (আল্লাহর পথে) ব্যয় করছে। আরেক ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার যিকিরে ব্যস্ত রয়েছে। তবে যিকিরকারী ব্যক্তিই উত্তম। (মু'জামুল আওসাত, খ. ৬, পৃ. ১১৬, হাদীস নং ৫৯৬৯)

৩। আযাবে কবর থেকে নাজাত দানকারী আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হল আল্লাহ তা'আলার যিকির। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ২৩৯, হাদীস নং ২২১৩২) অন্য একটি হাদীসে আল্লাহর যিকিরকে তাঁর আযাব থেকে নাজাত দানকারী আমল বলা হয়েছে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৫৯, হাদীস নং ৩৩৭৭)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ , اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ , سُبْحَانَ اللّٰهِ

এবং اَللّٰهُ اَكْبَرُ এর ফযীলাত

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ঃ কালিমায়ে তাওহীদ এর ফযীলত

এ কালিমার অনেক ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি নমুনা দেয়া হল।

১। এ কালিমার সবচেয়ে বড় ফযীলত হল, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় এ কালিমা পড়বে যে, তার অন্তরে একটি জব পরিমাণ ইখলাস বা ঈমান রয়েছে তাহলে তাকে দোযখ থেকে বের করা হবে। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ১৭, হাদীস নং ৪৪)

২। যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে এ কালিমা পাঠ করবে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও সে যিনা ও চুরি (এরূপ জঘন্য পাপ) করে থাকে। (সহীহ বুখারী, খ. ৭, পৃ. ১৪৯, হাদীস নং ৫৮২৭)

৩। এ কালিমা পাঠকারীর উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৯০, হাদীস নং ৬৪২২)

৪। যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে এ কালিমা পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জিজ্ঞেস করা হল, কালিমার ইখলাসের আলামত কি? আপনি বললেন ঃ এ কালিমা তাকে হারাম কাজ থেকে বিরত রাখবে। (তবরানী, খ. ৫, পৃ. ১৯৭, হাদীস নং ৫০৮১)

৫। এমন কোন বান্দা নেই যে এ কালিমা পড়েছে এবং তার জন্য আকাশের দরজা খুলে নেই। অতঃপর তার এ কালিমা সোজা আরশে পৌঁছে যায় যদি সে গুনাহে কবীরা থেকে বেঁচে থাকে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৭৫, হাদীস নং ৩৫৯০)

৬। হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ তা‘আলার নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দেন যার মাধ্যমে আমি আপনার যিকির ও দু‘আ করব। তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন ঃ হে মূসা! তুমি لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ পাঠ কর। অতঃপর মূসা (আ.) বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনার সব বান্দাই তো এভাবে বলে। আমাকে একটি বিশেষ জিনিস দান করুন। আল্লাহ তা‘আলা বললেন ঃ হে মূসা! যদি সাত আসমান ও এর অধিবাসী এবং সাত যমীন ও এর অধিবাসী এক পাল্লায় রাখা হয় এবং لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ -কে অপর পাল্লায় রাখা হয় তাহলে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এর পাল্লাই বেশি ভারি হবে। (সুনানে নাসায়ী, খ. ৬, পৃ. ২০৮, হাদীস নং ১০৬৭০, মুস্তাদরাকে হাকিম, খ. ১, পৃ. ৭১০, হাদীস নং ১৯৩৬)

৭। যে ব্যক্তি ১০০ বার এ কালিমা পাঠ করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় নূরানী করে উঠাবেন। সেদিন তার থেকে শুধু ঐ ব্যক্তিরই আমল উত্তম হবে যে ব্যক্তি এ তাসবীহ তার চেয়ে বেশি পরিমাণে পড়েছে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ৯৬, হাদীস নং ১৬৮৩০)

৮। সবচেয়ে আফযাল যিকির হল لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এবং সবচেয়ে আফযাল দু‘আ হল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬২, হাদীস নং ৩৩৮৩)

কালিমায়ে শাহাদাত এর ফযীলত

১। যথাসম্ভব চলতে-ফিরতে সর্বদা এ কালিমা শাহাদাত পড়া উচিত।

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত অন্তর থেকে পড়বে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন। হযরত মু‘আয বিন জাবাল (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিয়ে দিব যাতে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তো লোকেরা শুধু এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে (আর বাকী সমস্ত নেক কাজ বর্জন করবে)। এ কারণেই হযরত মু‘আয (রা.) হাদীসটি (সত্য গোপন করার) গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য নিজ মৃত্যুর পূর্বে বর্ণনা করেছেন।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। (সহীহ বুখারী, খ. ১, পৃ. ৩৭, হাদীস নং ১২৮)

২। অথবা নিম্নোক্ত কালিমা শাহাদাত সর্বদা পড়তে থাকবে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই; আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

ফায়দা ঃ ‘হাদীসুল বিতাকা’তে বর্ণিত আছে যে, কালিমায়ে শাহাদাত লিখিত কাগজটি ঐ নিরানব্বই দফতর অপেক্ষা ওজনে অনেক বেশি ভারী হবে যার মধ্যে প্রতেকটি দফতর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত লম্বা হবে। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ২৪, হাদীস নং ২৬৩৯)

سُبْحَانَ اللّٰهِ এর ফযীলত

ফায়দা ঃ কিয়ামতের দিন প্রথমে তাদেরকে বেহেশতের দিকে ডাকা হবে, যারা সুখে-দুঃখে সব সময় আল্লাহর প্রশংসা করে (আলহামদু লিল্লাহ পড়ে)। (শু‘আবুল ঈমান, খ. ৪, পৃ. ৯০, হাদীস নং ৪৩৭৩)

চল্লিশ হাজার নেকীর দু'আ

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি দশ বার নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে তার জন্য চল্লিশ হাজার নেকী লেখা হবে। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৪, পৃ. ১০৩, হাদীস নং ১৬৯৯৩)

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاحِـدًا اَحَـدًا صَـمَدًا لَّـمْ يَتَّخِـذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَـدًا وَلَـمْ يَكُـنْ لَّـهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, একক ও অমুখাপেক্ষী। তার কোন স্ত্রী কিংবা সন্তান-সন্ততি নেই। তার সমতুল্য কেউ নেই।

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকীর দু'আ

ফায়দা-১ ঃ যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আ একশত বার পাঠ করবে, তার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হবে। (মুসতাদরাকে হাকিম, খ. ৪, পৃ. ২৭৯, হাদীস নং ৭৬৩৮)

ফায়দা-২ ঃ যে ব্যক্তি দিনে একশত বার নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনার ন্যায় বেশি হয়। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৮৬, হাদীস নং ৬৪০৫)

ফায়দা-৩ ঃ যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আ সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন তার এ কালিমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য কেউ নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে না। ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে তার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে অধিক বেশি পাঠ করবে। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৭১, হাদীস নং ২৬৯২)

ফায়দা-৪ ঃ যে ব্যক্তি রাতের কষ্ট সহ্য করা থেকে ভয় পায় বা কৃপণতার কারণে তার জন্য মাল ব্যয় করা কঠিন বা কাপুরুষতার কারণে জিহাদের সাহস হচ্ছে না সে যেন এ দু'আ বেশি বেশি পড়ে। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার নিকট সোনা-রুপার পাহাড় পরিমাণ ব্যয় করার চেয়েও বেশি প্রিয়। (তবরানী, খ. ৮, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং ৭৮১১)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ৫, পৃ. ১৬১, হাদীস নং ২১৪৬৬)

২০ লক্ষ নেকীর দু'আ

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি একবার এ কালিমা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ২০ লক্ষ নেকী দান করবেন। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ৯৫, হাদীস নং ১৬৮২৭, ফাযায়েলে যিকর, পৃ. ১০৫)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اَحَدًا صَمَدًا لَّمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি একক, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি নেই। তিনি কারও সন্তান নন। তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

আখেরাতের দাড়ি-পাল্লায় সবচেয়ে ভারী কালিমা

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহ পাকের পবিত্রতা এবং তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করছি। আল্লাহ মহান-সম্মানিত। (সহীহ বুখারী, খ. ৯, পৃ. ১৬২, হাদীস নং ৭৫৬৩)

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় দু'আ

ফায়দা-১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিম্নোক্ত দু'আটি বলা আমার নিকট সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও প্রিয়তর। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৭২, হাদীস নং ২৬৯৫)

ফায়দা-২ ঃ মি'রাজের রাত হযরত ইবরাহীম (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মতকে সংবাদ দিবেন যে, বেহেশত হল সুগন্ধ-মৃত্তিকা ও মিষ্টি পানিবিশিষ্ট; কিন্তু সেখানে কোন গাছ নেই। আর তার গাছ হল, নিম্নোক্ত দু'আটি। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫১০, হাদীস নং ৩৪৬২)

ফায়দা-৩ ঃ যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে প্রত্যেক কালিমার বদলে তার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হয়। (মু'জামুল আওসাত, খ. ৮, পৃ. ২২৬, হাদীস নং ৮৪৭৫)

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই এবং আল্লাহ মহান। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ১৩৮, হাদীস নং ৬৬৮০, সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৭, হাদীস নং ২১৩৭)

মাসনূন অযীফা

দিন-রাতের বিশেষ অযীফা

১। ফজরের পর- সূরা ইয়াসীন
২। যোহরের পর- সূরা ফাতাহ
৩। আসরের পর- সূরা নাবা
৪। মাগরিবের পর- সূরা ওয়াকিয়াহ
৫। ইশার পর- (১) সূরা মুলক (২) সূরা দুখান (৩) সূরা সাজদাহ এবং (৪) মানযিল (০০নং পৃষ্ঠায় দেখুন)
৬। জুম‘আর দিন- সূরা কাহফ

দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত সূরাগুলি উল্লেখিত নামাযের পর পড়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। তাই গুরুত্বসহকারে পড়া উচিত।

সকাল-সন্ধ্যার অযীফাসমূহ

১। **তিন তাসবীহ (৩০০ বার)** সকাল-সন্ধ্যায় পড়বে-
নিম্নবর্ণিত দু‘আ ১০০ বার।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

যে কোন দুরূদ শরীফ ১০০ বার। যেমন-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

যে কোন ইস্তিগফার ১০০ বার। যেমন-

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

উপরোক্ত তিনটি তাসবীহকে তিন তসবীহ বলে।

ফায়দা ঃ তিন তাসবীহ এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তাই বুযুর্গানে কিরাম এ আমলটি সর্বদা করে থাকেন।

দ্রষ্টব্য ঃ যারা অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে তিন তাসবীহ্ আদায় করতে পারে না, তারা একেবারে বাদ না দিয়ে ছোট ইস্তিগফার ও ছোট দুরূদ পড়ে নিতে পারেন। তবে এটা অনুত্তম।

ছোট ইস্তিগফার ঃ اَسْتَغْفِرُ اللهَ অথবা رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

ছোট দুরূদ ঃ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الاُمِّيِّ অথবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

২। বারো তাসবীহ (১৩০০ বার) সকাল-সন্ধ্যায় পড়বে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ - ২০০ বার

اِلَّا اللهُ - ৪০০ বার

اَللهُ اَللهُ - ৬০০ বার

اَللهُ - ১০০ বার

ফায়দা ঃ উক্ত তাসবীহকে 'বারো তাসবীহ' বলা হয়, যদিও এতে তেরশত তাসবীহ রয়েছে। বুযুর্গানে কিরাম সালিকীনদেরকে প্রথমে ৩ তসবীহ পড়তে বলেন। তারা তিন তসবীহতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরে ১২ তসবীহের আমল দিয়ে থাকেন।

দ্রষ্টব্য ঃ দৈনন্দিনের বিস্তারিত অযীফা জানতে "হিসনুল অযাইফ" দেখুন।

বিভিন্ন সময়ের বিশেষ অযীফা

খতমে দু'আয়ে ইউনুস (আ.)

ফায়দা-১ ঃ দুশ্চিন্তা ও মুসীবত থেকে দ্রুত নাজাত পেতে বেশি বেশি এ আয়াতটি পড়া উচিত। এ দু'আর বরকতেই হযরত ইউনুস আ. মাছের পেট থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন।

ফায়দা-২ ঃ কিছু বুযুর্গগণ লিখেছেন যে, কেউ যদি কোন বালা-মুসীবত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে দু'আয়ে ইউনুস ৪০ দিন পর্যন্ত ১,২৫,০০০ (এক লক্ষ পঁচিশ হাজার) বার পড়ে। আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই পেরেশানী ও মুসীবত থেকে মুক্তি দিবেন। প্রত্যেক দিন ৩১২৫ বার করে পড়বে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ ঃ তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তুমি পবিত্র (নির্দোষ) আমি গুনাহগার। (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৭)

খতমে খাজেগান

ফায়দা ঃ 'খতমে খাজেগান' এর এ তরতীবটি হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এর খলীফায়ে মাজায মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক হারদোয়ী (রহ.) এর থেকে বর্ণিত। এটা আর্থিক সংকট ও বিপাদাপদ থেকে রক্ষার জন্য পরীক্ষিত আমল। দৈনিক পাঠ করতে হবে এবং শেষে সমস্যাবলী উল্লেখ করে দু'আ করতে হবে। (মা'মুলাতে মাছুরা, পৃ. ৪৬)

(১) দুরূদ শরীফ ৩ বার

(২) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ - ৩৬০ বার

(৩) সূরা اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ - ৩৬০ বার

(৪) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ - ৩৬০ বার

(৫) দুরূদ শরীফ ৩ বার

দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচার বিশেষ আমল

ফায়দা ঃ এ দু'আটি প্রতিদিন ১০০ বার পড়লে প্রত্যেক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে। বিশেষ কোন প্রয়োজনে পড়লে তিন দিনে ১২ হাজার বার পড়বে। (মাকবুল দু'আ, পৃ. ১৬৪)

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর উত্তম কর্মসম্পাদনকারী। ভাল বন্ধু এবং মেহেরবান। (জামে তিরমিযী, খ. ৪, পৃ. ৬২০, হাদীস নং ২৪৩১)

রিযিক বৃদ্ধির বিশেষ আমল

ফায়দা ঃ রিযিক বৃদ্ধির জন্য এ দু'আটি প্রত্যেক ফজরের নামাযের পর ১০০ বার পড়বে, বিশেষ অবস্থায় ২০০ বার পড়বে। যতক্ষণ পর্যন্ত অবস্থার উন্নতি না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত এ দু'আ পড়তে থাকবে। (মাকবুল দু'আ, পৃ. ১৬৫)

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ

عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ، اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ، قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

অর্থ ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দিবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন। (সূরা তালাক, ৬৫: ২-৩)

দ্রষ্টব্য ঃ এক্ষেত্রে প্রত্যেক মাগরিবের নামাযের পর 'সূরা ওয়াকিয়াহ' পড়া খুবই ফলদায়ক। সূরা ওয়াকিয়াহ এর ফযীলত **১৯৪**নং প্রষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্লান্তি দূর করার আমল

ফায়দা ঃ হযরত ফাতিমা (রা.) কাজ-কর্মের কারণে ক্লান্তির অভিযোগ করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "ঘুমানোর সময় ৩৩ বার سُبْحَانَ اللّٰهِ , ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং ৩৪ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ পড়বে। তাহলে তোমার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে এবং এটা খাদেম অপেক্ষো অনেক উত্তম। (সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৯২, হাদীস নং ২৭২৮)

কঠিন রোগের চিকিৎসা

শাইখুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, 'সূরা ফাতিহা'র নিম্নোক্ত আমলটি এমন সব রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য পরীক্ষিত যেসব রোগ সম্পর্কে ডাক্তারগণ চিকিৎসাহীন বলে দিয়েছেন। (মা'মুলাতে মাছুরা, পৃ. ৬৭)

১। দুরূদ শরীফ ৭ বার

২। প্রথমে একবার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বে।

অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -কে 'সূরা ফাতিহা'র সাথে মিলিয়ে পড়বে, যেমন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ। এরপর আমীন বলবে। এভাবে ৭ বার 'সূরা ফাতিহা' পড়বে।

৩। দুরূদ শরীফ ৭ বার

অতঃপর সে পানি বা তেল এ ফুঁক দিবে। এ পানি বা তেল রোগী ব্যবহার করলে 'সূরা ফাতিহা'র বরকতে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে।

দ্রষ্টব্য ঃ ফজরের সুন্নাত ও ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে উক্ত নিয়মে (অর্থাৎ বিসমিল্লাহকে সূরা ফাতিহার সাথে মিলিয়ে) ৪১ বার 'সূরা ফাতিহা' পড়লে কঠিন ও জটিল রোগ (যার চিকিৎসার আশা রোগী ছেড়ে দিয়েছে) ভাল হবে। শুরু এবং শেষে ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়বে। যদি সুন্নাত ও ফরয নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে পড়া সম্ভব না হয় তাহলে ফজরের নামাযের পর পড়বে এবং শেষে বুকে ফুঁক দিবে। (মা'মুলাতে ইয়াওমিয়া, পৃ. ১১)

৯৯ রোগের চিকিৎসা

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কারও কোন ক্ষমতা নেই।

ফায়দা-১ ঃ এ দু'আটি হল, ৯৯টি রোগের চিকিৎসা। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট রোগ হল চিন্তা ও পেরেশানী। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ২৩, হাদীস নং ২৩২০)

ফায়দা-২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আটিকে জান্নাতের খাজানা বলে আখ্যায়িত করেছেন। (সহীহ বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৭৮, হাদীস নং ৬৪০৯)

ফায়দা-৩ ঃ যখন বান্দা এ দু'আটি পড়ে তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বলেন ঃ আমার বান্দা অনুগত হয়েছে এবং বিদ্রোহ ছেড়ে দিয়েছে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ২, পৃ. ২৩, হাদীস নং ২৩২২)

ফায়দা-৪ ঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'আটি আমাকে বেশি বেশি পড়তে বলেছেন কেননা এটা জান্নাতের খাজানা। হযরত মাকহূল রহ. (প্রসিদ্ধ তাবেয়ী) বলেন ঃ যে ব্যক্তি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا مَنْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে সত্তর প্রকারের কষ্ট দূর করবেন। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট হল দারিদ্রতা। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৮০, হাদীস নং ৩৬০১)

আয়াতে শিফা

রোগমুক্তির ৬টি আয়াত

ফায়দা ঃ কোন জটিল রোগ দেখা দিলে, একটি বোতলে পরিস্কার পানি ভরে এতে একটু মধু ও যমযমের পানি মিশিয়ে নিন। অতঃপর শুরু ও শেষে দুরূদ শরীফ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدَكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ পড়বে এবং উক্ত আয়াতে শিফা ৪১ বার পড়ে পানিতে দম করবে। দৈনিক ফজরের পর ৪১ দিন পর্যন্ত পানি পান করাবে। ইনশাইল্লাহ অবশ্যই শিফা (আরোগ্য লাভ) হবে। (ইয়াউমিয়া আযকার, পৃ. ১০৬) অথবা আয়াতগুলো জাফরান দিয়ে লিখে পানিতে মিশিয়ে পান করাবে। (মাদারেজুন নবুয়্যত)

(١) وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (التوبة: ١٤)

(٢) وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (يونس: ٥٧)

(٣) يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ (النحل: ٦٩)

(٤) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (الاسراء: ٨٢)

(٥) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ (الشعراء: ٨٠)

(٦) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ (حم سجدة: ٤٤)

আয়াতে হিফাযত

সকাল-বিকাল এ আয়াতসমূহ পাঠ করলে সকল বিপদাপদ থেকে হিফাযত হবে। (ইয়াউমিয়া আযকার, পৃ. ১০৮)

(١) وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ (البقرة: ٢٥٥)

(٢) وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً (الانعام: ٦١)

(٣) اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ (هود: ٥٧)

(٤) فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (يوسف: ٦٤)

(٥) لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ (الرعد: ١١)

(٦) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (الحجر: ٩)

(٧) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ (الحجر: ١٧)

(٨) وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (الانبياء: ٨٢)

(٩) وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (حم سجدة: ١٢)

(١٠) اَللّٰهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (الشورى: ٦)

(١١) وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (سبا: ٢١)

(١٢) وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ (الصافات: ٧)

(١٣) وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (ق: ٤)

(١٤) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (الانفطار: ١٠)

(١٥) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيدٌ، فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (البروج: ٢١-٢٢)

(١٦) كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (الطارق: ٤)

মানযিল

নিম্নোক্ত মানযিল বা ৩৩ আয়াত রোগ-ব্যধি, বিপদাপদ এবং জ্বিন-শয়তান থেকে হিফাযতের জন্য খুবই কার্যকরী আমল। তাই এ মানযিলকে দৈনিক অযীফার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এ মানযিল (আয়াতের কম-বেশির বর্ণনাসহ) এর ফযীলত হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) উল্লেখ করেছেন। হাকীমুল উম্মভত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বেহেশতী জেওর এ লিখেছেন ঃ "যদি কারও উপর জ্বিনের আছর হয় তাহলে এ আয়াতগুলি লিখে তার গলায় ঝুলিয়ে দিবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তার উপর ছিঁটিয়ে দিবে। আর যদি কোন ঘরে জ্বিনের আছর হয় তাহলে পানিতে ফুঁক দিয়ে ঘরের চার পাশে ছিঁটিয়ে দিবে।"

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ﴿١﴾ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ [سورة البقرة]

وَاِلٰـهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾ [سورة البقرة]

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ، لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ، وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾ لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ

لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولٰٓـئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ [سورة البقرة]

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِن رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا، اَنْتَ مَوْلَانَا، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾ [سورة البقرة]

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُوْلُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾ [سورة آل عمران]

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾ تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ [سورة آل عمران]

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾ [سورة الاعراف]

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ﴿١١٠﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ﴿١١١﴾ [سورة الاسراء]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالصّٰفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَنْ خَلَقْنَا، اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ [سورة الصافات]

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

﴿٣٦﴾ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْاَلُ عَنْ ذَنْبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ [سورة الرحمن]

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾ [سورة الحشر]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِىْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ﴿٢﴾ وَاَنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ [سورة الجن]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ﴿٦﴾ [سورة الكافرون]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾ [سورة الاخلاص]

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ الۡفَلَقِ ﴿۱﴾ مِنۡ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾ وَمِنۡ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾ وَمِنۡ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الۡعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنۡ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ [سورة الفلق]

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ﴿۳﴾ مِنۡ شَرِّ الۡوَسۡوَاسِ الۡخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِیۡ یُوَسۡوِسُ فِیۡ صُدُوۡرِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الۡجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ [سورة الناس]

ফাযায়েলে আসমাউল হুসনা

(আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম)

আল্লাহ তা‘আলার নিরানব্বইটি (তথা এক কম একশত) নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এ নামগুলো মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহীহ বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১৯৮, হাদীস নং ২৭৩৬, সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২০৬২, হাদীস নং ২৬৭৭, জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৩০, হাদীস নং ৩৫০৭)

আসমাউল হুসনা পড়ার পর দু‘আ করলে সে দু‘আ কবুল হয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে অবশ্যই আসমাউল হুসনা মুখস্ত করা উচিত। আসমাউল হুসনার আরও একটি দিক রয়েছে। আসমাউল হুসনা হল, আল্লাহ তা‘আলার গুণবাচক নাম। প্রত্যেকটি নামের একটি সুন্দর অর্থ, গুণ ও চারিত্রিক শিক্ষা রয়েছে। যদি বান্দা নিজেকে আল্লাহ তা‘আলার এ গুণাবলীতে গুণান্বিত করে তাহলে সে তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই প্রত্যেক নামের অর্থ, গুণ ও চারিত্রিক শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমানের জানা এবং সে গুণাবলী নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা উচিত।

এ লিখনিতে আসমাউল হুসনার চারিত্রিক শিক্ষা ও গুণাবলী সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ গুনাবলী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার খুবই প্রয়োজন। এর দ্বারা মুসলমানদের বর্তমান শোচনীয় আখলাক ও চরিত্রের চিকিৎসা সম্ভব হবে। আসমাউল

হুসনার গুণাবলীর বিস্তারিত আলোচনা 'আসমাউল হুসনার চারিত্রিক শিক্ষা' শিরোনামে পৃথক কোন লিখনিতে পেশ করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

নিম্নবর্ণিত ৯৯টি আসমাউল হুসনাগুলো জামে তিরমিযী থেকে নকল করা হয়েছে। এগুলি ছাড়া আল্লাহ তা'আলার আরও কিছু আসমাউল হুসনা তথা গুণবাচক নাম রয়েছে। তবে এ নিরানব্বইটিই প্রসিদ্ধ। উলামায়ে কিরামের পক্ষ থেকে আসমাউল হুসনার বিশেষ ফযীলত ও কার্যকারিতা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে ইমাম জাযরী (রহ.) এর মতানুযায়ী আসমাউল হুসনার কিছু ফযীলত ও অযীফা বর্ণনা করা হচ্ছে। (হিসনে হাসীন, পৃ. ৪৮-৬৬)

প্রথমে নাম ও অর্থ, তারপর ঐ নামের চারিত্রিক শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর ঐ নামের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

১. اَللّٰهُ - আল্লাহ তা'আলার যাতী নাম

শিক্ষা ঃ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত কারো দিকে ধাবিত হবে না।

- যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০০ বার يَا اَللّٰهُ পড়বে তার অন্তর থেকে যাবতীয় সন্দেহ দূর হবে এবং অন্তরে ইয়াকীন ও বিশ্বাস সৃষ্টি হবে।
- কোন দূরারোগ্য ও চিকিৎসাহীন রোগী বেশি বেশি يَا اَللّٰهُ পড়ে এবং আল্লাহর নিকট রোগমুক্তির দু'আ করে সে আরোগ্য লাভ করবে।

২. اَلرَّحْمٰنُ - পরম করুণাময়

শিক্ষা ঃ আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের প্রতি করুণা ও রহম কর।

- যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার يَا رَحْمٰنُ পাঠ করবে তার অন্তর থেকে সকল প্রকারের নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও গাফলত দূর হবে।

৩. اَلرَّحِيْمُ - অতি দয়ালু

শিক্ষা ঃ আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের প্রতি দয়া ও রহম কর।

- যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার يَا رَحِيْمُ পাঠ করবে, সে সমস্ত পার্থিব বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সমস্ত মাখলূখ তার উপর মেহেরবান থাকবে।

৪. اَلْمَلِكُ- বাদশাহ

শিক্ষা ঃ নিজের নফ্‌সের উপর শাসন কর।

- যে ব্যক্তি দৈনিক ফজরের নামাযের পর অধিক পরিমাণে يَا مَلِكُ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধনী করে দিবেন।

৫. اَلْقُدُّوْسُ- পাক-পবিত্র

শিক্ষা ঃ দ্বীন ব্যতীত সকল জিনিস থেকে পবিত্র হয়ে যাও (অর্থাৎ ত্যাগ কর)।

- যে ব্যক্তি দৈনিক সূর্য ঢলে যাবার পর অধিক পরিমাণে يَا قُدُّوْسُ পাঠ করতে থাকবে তার অন্তর আত্মিক রোগমুক্ত থাকবে।
- যদি ৩১৯ বার পড়ে মিষ্টি জিনিসের উপর ফুঁক দিয়ে শত্রুকে খাওয়ানো হয়, তাহলে শত্রু বন্ধু হয়ে যাবে। (শরহে আসমাউল হুসনা)

৬. اَلسَّلَامُ - শান্তিদাতা

শিক্ষা ঃ গুনাহ ও কুচরিত্র থেকে নিরাপদ থাক।

- যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে يَا سَلَامُ পাঠ করতে থাকবে সে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।
- যে ব্যক্তি ১১৫ বার يَا سَلَامُ পাঠ করে কোন রোগীর উপর ফুঁক দিবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে শিফা (সুস্থতা) দান করবেন।

৭. اَلْمُؤْمِنُ - নিরাপত্তা দানকারী

শিক্ষা ঃ মানুষদের নিজ জিহ্বা ও হাত থেকে নিরপাদ রাখ।

- যে ব্যক্তি কোন ভয়-ভীতির সময় ৬৩০ বার يَا مُؤْمِنُ পাঠ করবে সে সকল প্রকারের ভয় ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।
- যে ব্যক্তি يَا مُؤْمِنُ পাঠ করবে এবং লিখে সাথে রাখবে তার যাহির ও বাতিন (বাহির ও ভিতর) নিরাপত্তায় থাকবে।

৮. اَلْمُهَيْمِنُ - রক্ষাকারী

শিক্ষা ঃ নিজ যাহির ও বাতিনকে গুনাহ্ ও কুচরিত্র থেকে রক্ষা কর।

✍ যে ব্যক্তি গোসল করে দু'রাকআত নামায পড়ে ইয়াকীনের (বিশ্বাসের) সাথে ১০০ বার يَا مُهَيْمِنُ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার যাহির ও বাতিনকে পবিত্র করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি ১১৫ বার পড়বে সে অজানা জিনিস সম্পর্কে অবগত হবে।

৯. اَلْعَزِيْزُ - শক্তিশালী, বিজয়ী

শিক্ষা ঃ নিজ নফসের বিরুদ্ধে কঠোর ও জয়ী হও।

✍ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবত ৪০ বার করে يَا عَزِيْزُ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত ও আত্ম নির্ভরশীল বানিয়ে দিবেন।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক ফজরের নামাযের পর ৪১ বার করে يَا عَزِيْزُ পাঠ করবে সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না এবং অধিক সম্মান হাসিল হবে।

১০. اَلْجَبَّارُ - ক্ষমতাশালী

শিক্ষা ঃ সুন্দর গুণাবলী অর্জন কর, জুলুম ত্যাগ কর।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক সকাল-সন্ধ্যা ২২৬ বার يَا جَبَّارُ পাঠ করবে সে যালিমের নির্যাতন ও ক্রোধ থেকে নিরাপদ থাকবে।

✍ যে ব্যক্তি রূপার আংটির উপর يَا جَبَّارُ লিখে ব্যবহার করবে মানুষের অন্তরে তার শান-শওকত (মর্যাদা ও ভয়) পয়দা হবে।

১১. اَلْمُتَكَبِّرُ - মহিমান্বিত, গৌরবান্বিত

শিক্ষা ঃ দুনিয়া এবং এর সম্পৃক্ত জিনিস সমূহকে তুচ্ছ মনে কর।

✍ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে يَا مُتَكَبِّرُ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মান ও বড়ত্ব দান করবেন।

✍ যে কোন কাজের আগে বেশি বেশি يَا مُتَكَبِّرُ পাঠ করলে সে কাজ সফলকাম হবে।

✍ যদি কোন ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের পূর্বে ১০ বার يَا مُتَكَبِّرُ পাঠ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক সন্তান দান করবেন। (শরহে আসমাউল হুসনা)

১২. اَلْخَالِقُ - সৃষ্টিকর্তা

শিক্ষা ঃ নিজের মধ্যে সুন্দর গুণাবলী এবং নেক আমল প্রতিষ্ঠা কর।

✍ যে ব্যক্তি সাতদিন পর্যন্ত ১০০ বার করে يَا خَالِقُ পাঠ করবে সে সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

✍ যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা يَا خَالِقُ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন যে তার জন্য ইবাদত করতে থাকবে এবং ঐ ব্যক্তির চেহারা সর্বদা নূরানী (উজ্জল) থাকবে।

১৩. اَلْبَارِئُ - উদ্ভাবনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা

শিক্ষা ঃ নিজের মধ্যে সুন্দর গুণাবলী এবং নেক আমল প্রতিষ্ঠা কর।

✍ যে ব্যক্তি প্রতি সপ্তায় ১০০ বার يَا بَارِئُ পাঠ করবে, মারা যাওয়ার পর তাকে কবর থেকে 'রিয়াযে কুদুস' (জান্নাতের অংশ বিশেষ) এ নিয়ে যাওয়া হবে। (শরহে আসমাউল হুসনা)

✍ যদি নি ঃসন্তান কোন নারী সাত দিন রোযা রাখে এবং পানি দ্বারা ইফতার করার পর ২১ বার اَلْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ পাঠ করে তাহলে সে পুত্র সন্তান লাভ করবে।

১৪. اَلْمُصَوِّرُ - আকৃতি দানকারী

শিক্ষা ঃ নিজের মধ্যে সুন্দর গুণাবলী এবং নেক আমল প্রতিষ্ঠিত কর।

১৫. اَلْغَفَّارُ - ক্ষমাশীল

শিক্ষা ঃ মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করতে থাক।

✍ যে ব্যক্তি জুম'আর নামাযের পর ১০০ বার يَا غَفَّارُ পাঠ করবে তার উপর ক্ষমার নিদর্শনবলী প্রকাশ পেতে থাকবে।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক আসরের নামাযের পর يَا غَفَّارُ اِغْفِرْلِىْ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

১৬. اَلْقَهَّارُ - মহা শাস্তিদাতা

শিক্ষা ঃ নাফ্স ও শয়তানকে নিপতিত রাখ।

✍ যে ব্যক্তি দুনিয়ার মহব্বতে গ্রেফতার সে যদি বেশি বেশি يَا قَهَّارُ পাঠ করে তাহলে তার অন্তর থেকে দুনিয়ার ভালবাসা দূর হয়ে যাবে এবং অন্তরে আল্লাহ তা‘আলার মহব্বত পয়দা হবে।

১৭. اَلْوَهَّابُ - মহান দাতা

শিক্ষা ঃ আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল নিঃসঙ্কোচে ব্যয় কর।

✍ যে ব্যক্তি অভাব-অনটন ও ক্ষুধা-দরিদ্রতায় লিপ্ত হয় সে যদি অধিক পরিমাণে يَا وَهَّابُ পাঠ করে বা লিখে নিজের কাছে রাখে অথবা চাশতের নামাযের সর্বশেষ সেজদায় ৪০ বার يَا وَهَّابُ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধারণাতীতভাবে অভাব-অনটন ও ক্ষুধা-দারিদ্র্য থেকে নিস্কৃতি দিবেন।

✍ যদি কোন বিশেষ সমস্যা বা প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে ঘর অথবা মসজিদের বারান্দায় তিনটি সেজদা করে হাত উঠাবে এবং ১০০ বার يَا وَهَّابُ পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ সমস্যা দূর হবে এবং প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

✍ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ৩০০ বার يَا وَهَّابُ পাঠ করবে তার রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া হবে। শুরু ও শেষে **১১** বার দুরূদ পড়বে এবং দু‘আ করবে। (শরহে আসমাউল হুসনা)

১৮. اَلرَّزَّاقُ - রিযিকদাতা

শিক্ষা ঃ নিজ পরিবার-পরিজন ও ছাত্রদেরকে খোরপোশ (ভাত-কাপড়) ও উপকারী শিক্ষা দিতে থাক।

✍ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পূর্বে নিজ বাড়ীর চার কোণে ১০ বার করে يَا رَزَّاقُ পাঠ করে ফুঁক দিবে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য রিযিকের দরজা খুলে দিবেন এবং রোগ ও দরিদ্রতা তার ঘরে প্রবেশ করবে না। ডান কোণ থেকে শুরু করবে এবং চেহারা কিবলামুখী রাখবে।

১৯. اَلْفَتَّاحُ - বিজয়দাতা

শিক্ষা ঃ ইলম এবং উপকারের দরজা বন্ধ করবে না। ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করে দাও।

✍ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর দু’হাত বুকের উপর বেঁধে ৭০ বার يَا فَتَّاحُ পাঠ করবে তার অন্তর ঈমানের নূরে পরিপূর্ণ ও আলোকিত হয়ে যাবে।

২০. اَلْعَلِيْمُ - সর্বজ্ঞ

শিক্ষা ঃ উপকারী জ্ঞান (শিক্ষা) অর্জন কর।

✍ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে يَا عَلِيْمُ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য ইলম ও হিকমদের দরজা খুলে দিবেন।

২১. اَلْقَابِضُ - আয়ত্তকারী

শিক্ষা ঃ নফস বিদ্রোহ করলে তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর।

✍ যে ব্যক্তি রুটির চার টুকরার উপর يَا قَابِضُ লিখে ৪০ দিন পর্যন্ত খাবে সে ক্ষুধা, পিপাসা, যখম ও ব্যাথার কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

২২. اَلْبَاسِطُ - সম্প্রসারণকারী

শিক্ষা ঃ নফস শুদ্ধ হয়ে গেলে তার প্রতি নরম আচরণ কর।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক চাশতের নামাযের পর আকাশের দিকে হাত তুলে ১০ বার يَا بَاسِطُ পাঠ করবে এবং চেহারার উপর হাত ফিরাবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে ধনী বানিয়ে দিবেন এবং সে কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না।

✍ প্রত্যেক নামাযের পর ৭২ বার يَا بَاسِطُ পাঠ করা রিযিকের প্রশস্ততার জন্য খুবই কার্যকরী। (শরহে আসমাউল হুসনা)

২৩. اَلْخَافِضُ - পতনকারী

শিক্ষা ঃ বাতিলকে সর্বদা নীচু রাখ।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক ৫০০ বার يَا خَافِضُ পাঠ করবে তার সমস্যাবলী দূর হবে এবং প্রয়োজন পূর্ণ হবে।

✍ যে ব্যক্তি তিনটি রোযা রাখার পর চতুর্থ দিন এক স্থানে বসে ৭০ বার يَا خَافِضُ পড়বে সে শত্রুর উপর জয়ী হবে।

২৪. اَلرَّافِعُ - উন্নতি প্রদানকারী

শিক্ষা ঃ হককে সর্বদা সমুচ্চ রাখ।

✍ যে ব্যক্তি প্রত্যেক মাসের চতুর্দশ রাত্রির মধ্যরাতে ১০০ বার يَا رَافِعُ পাঠ করবে সে মাখলূখের মুখাপেক্ষী থাকবে না এবং ধনী হয়ে যাবে।

২৫. اَلْمُعِزُّ - সম্মানদাতা

শিক্ষা ঃ নেককারদেরকে সম্মান দাও।

✍ যে ব্যক্তি সোমবার বা শুক্রবার মাগরিবের নামাযের পর ৪০ বার يَا مُعِزُّ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের মধ্যে সম্মানিত ও প্রভাবশালী বানিয়ে দিবেন।

২৬. اَلْمُذِلُّ - অপমানকারী

শিক্ষা ঃ মন্দ লোকদেরকে নীচ ভাব।

✍ যে ব্যক্তি ৭৫ বার يَا مُذِلُّ পাঠ করে সেজদারত অবস্থায় দু'আ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারী এবং যালিম ও শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন। যদি বিশেষ কোন ব্যক্তি শত্রু হয় তাহলে সেজদার মধ্যে তার নাম উল্লেখ করে এভাবে দু'আ করবে- হে আল্লাহ! অমুক যালিম অথবা শত্রুর অনিষ্ট থেকে আমাকে নিরাপদ রাখ।

২৭. اَلسَّمِيْعُ - সর্বশ্রোতা

শিক্ষা ঃ ভাল কথা শুন।

- ✍ যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার চাশতের নামাযের পর ৫০০ বার অথবা ১০০ বার অথবা ৫০ বার يَاسَمِيْعُ পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ তার সকল দু‘আ কবুল হবে। পড়ার মাঝে কারো সাথে কথা বলবে না।
- ✍ যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ফজরের সুন্নাত ও ফরযের মাঝে ১০০ বার يَا سَمِيْعُ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার দিকে বিশেষ করুণার দৃষ্টি দিবেন এবং বিশেষভাবে তার যত্নবান হবেন।

২৮. اَلْبَصِيْرُ - সর্বদ্রষ্টা

শিক্ষা ঃ শুধু জায়েয জিনিস দেখ।

- ✍ যে ব্যক্তি জুম‘আর নামাযের পর ১০০ বার يَا بَصِيْرُ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে দিবেন এবং অন্তরে নূর দান করবেন।

২৯. اَلْحَكَمُ - বিচারক, আদেশ প্রদানকারী

শিক্ষা ঃ নিজ এবং অপরের ফয়সালা করতে থাক।

- ✍ যে ব্যক্তি শেষ রাতে অযূ অবস্থায় ৯৯ বার يَا حَكَمُ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তরকে ঈমান ও হিকমাতের আলো দ্বারা আলোকিত করবেন।
- ✍ যে ব্যক্তি শুক্রবার রাতে يَا حَكَمُ অধিক পরিমাণে পড়তে পড়তে আত্মহারা হয়ে যাবে আল্লাহ তা‘আলা তার অন্তরকে কাশ্‌ফ ও ইলহাম দান করবেন।

৩০. اَلْعَدْلُ - ন্যায় ফয়সালাকারী

শিক্ষা ঃ সর্বদা ন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব কর।

- ✍ যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন অথবা জুম‘আর রাতে ২০ টুকরা রুটির উপর يَا حَكَمُ লিকে খাবে, আল্লাহ তা‘আলা মাখলূককে তার অনুগত বানিয়ে দিবেন।

৩১. اَللَّطِيْفُ - সূক্ষ্মদর্শী

শিক্ষা ঃ নম্রতা অবলম্বন কর। বিচক্ষণ হও।

- যে ব্যক্তি ১৩৩ বার يَالَطِيْفُ পাঠ করবে তার রিযিকে বরকত হবে এবং তার সকল কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হবে।
- যে ব্যক্তি অভাব-অনটন, সীমাহীন অসুস্থতা ও বিপদাপদের সময় ভালভাবে অযূ করে দু'রাকআত নামায পড়ে নিজ উদ্দেশ্যকে অন্তরে স্মরণ রেখে ১০০ বার يَالَطِيْفُ পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

৩২. اَلْخَبِيْرُ - সবজান্তা, সর্বজ্ঞানী

শিক্ষা ঃ নফস এর ধোকার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখ।

- যে ব্যক্তি সাত দিন পর্যন্ত يَا خَبِيْرُ অধিক পরিমাণে পাঠ করবে তার উপর গুপ্ত ভেদ প্রকাশিত হতে হবে।
- কোন ব্যক্তি নাফসানী খায়েশে (আত্মপ্রবঞ্চনায়) পতিত হলে يَا خَبِيْرُ অধিক পরিমাণে পাঠ করবে। ইনশাআল্লাহ এর থেকে রেহাই পাবে।

৩৩. اَلْحَلِيْمُ - ধৈর্যশীল

শিক্ষা ঃ সহিষ্ণুতা (সহনশীলতা) অবলম্বন কর।

- যে ব্যক্তি يَا حَلِيْمُ কোন কাগজে ধুয়ে নিবে এবং পানি যে জিনিসের উপর ছিটিয়ে দিবে ঐ জিনিসে বরকত ও কল্যাণ হবে এবং ঐ জিনিস বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

৩৪. اَلْعَظِيْمُ - মহান

শিক্ষা ঃ দ্বীন শেখার ব্যাপারে সাহস রাখ।

- যে ব্যক্তি يَا عَظِيْمُ অধিক পরিমাণে পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার সম্মান ও মহত্ব বাড়িয়ে দিবেন।

৩৫. اَلْغَفُوْرُ - ক্ষমাশীল

শিক্ষা ঃ মানুষের ভুলসমূহ ক্ষমা করে দাও।

- যে ব্যক্তি يَا غَفُوْرُ অধিক পরিমাণে পাঠ করবে তার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা দূর হয়ে যাবে এবং মাল ও আওলাদে বরকত হবে।
- হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি সেজদার মধ্যে ৩ বার يَا رَبِّ اغْفِرْلِيْ পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তার জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

৩৬. اَلشَّكُوْرُ - মূল্যায়নকারী, কৃতজ্ঞতা

শিক্ষা ঃ আল্লাহর নেয়ামতের জন্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন কর।

- যে ব্যক্তি আর্থিক অভাব-অনটন এবং দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তায় পতিত হবে দৈনকি ৪১ বার يَا شَكُوْرُ পাঠ করবে, সে দুঃখ-কষ্ট থেকে রেহাই পাবে।

৩৭. اَلْعَلِيُّ - সমুচ্চ, উচ্চ মর্যাদাশীল

শিক্ষা ঃ দুনিয়াদারদের কাছে নীচু হবে না।

- যে ব্যক্তি يَا عَلِيُّ সর্বদা পড়তে থাকবে এবং লিখে নিজের নিকট রাখবে তার মর্যাদা বৃদ্ধি হবে, সচ্ছলতা অর্জন হবে এবং আশা পূরণ হবে।

৩৮. اَلْكَبِيْرُ - সুমহান, সর্বশ্রেষ্ঠ

শিক্ষা ঃ দুনিয়াদারদের কাছে নীচু হবে না।

- কোন ব্যক্তি স্বীদ পদ থেকে বরখাস্ত হয়ে গেলে সে যদি সাত দিন রোযা রাখে এবং দৈনিক ১০০০ বার يَا كَبِيْرُ পড়ে তাহলে সে নিজ পদে পুনর্বহাল হবে এবং তার মহত্বও বাড়তে।

৩৯. اَلْحَفِيْظُ - রক্ষাকর্তা, তত্ত্বাবধায়ক

শিক্ষা ঃ শরীআতের সীমা রক্ষা কর (ভঙ্গ করো না)।

- যে ব্যক্তি يَا حَفِيْظُ অধিক পরিমাণে পড়বে এবং লিখে নিজের নিকট রাখবে সে সকল প্রকার ভয়, আশঙ্কা ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

৪০. اَلْمُقِيْتُ - জীবিকা প্রদানকারী

শিক্ষা ঃ ক্ষুধার্ত ব্যক্তিদের খাওয়াও।

✍ যে ব্যক্তি খালি পেয়ালা (বা গ্লাস) এর মধ্যে ৭ বার يَا مُقِيْتُ পড়ে ফুঁক দিয়ে সে পেয়ালায় নিজে পানি পান করবে এবং অন্যকে পানি পান করাবে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

৪১. اَلْحَسِيْبُ - যথেষ্ট, হিসাব পরীক্ষক

শিক্ষা ঃ মানুষের প্রয়োজন পূরণ কর। নিজ নফসের হিসাব নাও।

✍ যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তি কিংবা কোন জিনিসকে ভয় করে সে যদি বৃহস্পতিবার শুরু করে পরবর্তী ৮ দিন পর্যন্ত সকাল-সন্ধ্যায় ৭০ বার حَسْبِيَ اللّٰهُ الْحَسِيْبُ পড়ে সে সকল জিনিসের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

৪২. اَلْجَلِيْلُ - মহা-মর্যাদাশীল

শিক্ষা ঃ সুন্দর গুণাবলীর মাধ্যমে নিজের মধ্যে বুযুর্গী পয়দা কর।

✍ যে ব্যক্তি মেশক ও যাফরান দ্বারা يَا جَلِيْلُ লিখে নিজের কাছে রাখবে এবং অধিক পরিমাণে পাঠ করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন।

৪৩. اَلْكَرِيْمُ - বড় দয়াবান, অনুগ্রহকারী

শিক্ষা ঃ দয়া এবং দানের অভ্যাস অবলম্বন কর।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক শোয়ার সময় يَا كَرِيْمُ পড়তে পড়তে ঘুমাবে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে উলামা ও সালেহীনদের মাঝে সম্মান ও মর্যাদা দান করবেন।

৪৪. اَلرَّقِيْبُ - রক্ষক, দর্শক

শিক্ষা ঃ নফস ও শয়তানের থেকে বিচক্ষণ থাক, যেন তোমার উপর বিজয়ী না হতে পারে।

- যে ব্যক্তি দৈনিক নিজ সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের উপর ৭ বার يَا رَقِيْبُ পড়ে ফুঁক দিতে থাকবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে সকল বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ রাখবেন।

৪৫. اَلْمُجِيْبُ - দু‘আ কবুলকারী

শিক্ষা ঃ আল্লাহ তা‘আলার বিধি-বিধান কবুল কর।

- যে ব্যক্তি يَا مُجِيْبُ অধিক পরিমাণে পড়বে, তার দু‘আ আল্লাহ তা‘আলার দরবারে কবুল হবে।

৪৬. اَلْوَاسِعُ - অসীম

শিক্ষা ঃ মানুষের প্রতি লেন-দেনে সংকীর্ণতা করো না।

- যে ব্যক্তি يَا وَاسِعُ অধিক পরিমাণে পড়বে আল্লাহ তা‘আলা তাকে যাহিরী ও বাতিনী সম্পদ দান করবেন।

৪৭. اَلْحَكِيْمُ - হিকমতওয়ালা, বড় জ্ঞানী

শিক্ষা ঃ হিকমাত ও প্রজ্ঞা (তদবীর) এর জ্ঞান অর্জন কর।

- যে ব্যক্তি يَا حَكِيْمُ অধিক পরিমাণে পড়তে থাকবে আল্লাহ তা‘আলা তার উপর জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিবেন।
- কোন ব্যক্তির যদি কোন উদ্দেশ্য হাসিল না হয় সে যেন নিয়মিত يَا حَكِيْمُ পড়তে থাকে, ইনশাআল্লাহ তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

৪৮. اَلْوَدُوْدُ - অত্যন্ত স্নেহময়, শ্রেষ্ঠ বন্ধু

শিক্ষা ঃ দ্বীনদার ব্যক্তিকে ভাল বাস।

- যে ব্যক্তি ১০০০ বার يَا وَدُوْدُ পড়ে খাবারের উপর ফুঁক দিবে এবং স্ত্রীর সাথে বসে সে খাবার খাবে তাহলে ইনশাআল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবেদ শেষ হয়ে যাবে এবং মহব্বত পয়দা হবে।

৪৯. اَلْمَجِيْدُ - অত্যন্ত মর্যাদাশীল, বুযুর্গীওয়ালা

শিক্ষা ঃ চরিত্র শুদ্ধ করে বুযুর্গী অর্জন কর।

✍ যে ব্যক্তি কোন কষ্টদায়ক রোগে আক্রান্ত হবে সে চাঁদের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রোযা রাখবে এবং ইফতারের সময় يَا مَجِيْدُ বেশি বেশি পড়ে পানির উপর ফুঁক দিয়ে পান করলে ইনশাআল্লাহ ঐ রোগ দূরীভূত হবে।

৫০. اَلْبَاعِثُ - পুনরুত্থানকারী, জীবন সঞ্চারকারী

শিক্ষা ঃ অন্তরকে জীবিত (প্রাণময়) রাখ।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক শোয়ার সময় বুকের উপর হাত রেখে ১০০ বার يَا بَاعِثُ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে ইলম ও হিকমত দ্বারা জীবিত করে দিবেন।

৫১. اَلشَّهِيْدُ - সাক্ষী, উপস্থিত (হাযির ও নাযির)

শিক্ষা ঃ নেক কাজে উপস্থিত থাক।

✍ যে ব্যক্তির স্ত্রী অথবা সন্তানাদি অবাধ্য সে সকাল বেলা তাদের কপালে হাত রেখে ২১ বার يَا شَهِيْدُ পড়ে ফুঁক দিবে ইনশাআল্লাহ তারা অনুগত হয়ে যাবে।

৫২. اَلْحَقُّ - সত্য, সুপ্রতিষ্ঠিত

শিক্ষা ঃ হক (সঠিক) কাজে চেষ্টা কর।

✍ যে ব্যক্তি চার কোণ বিশিষ্ট কাগজের চার কোনায় اَلْحَقُّ লিখে সেহরীর সময় কাগজটিকে হাতের তালুতে রেখে আকাশের দিকে হাত উঁচু করে দু'আ করবে ইনশাআল্লাহ সে তার হারানো ব্যক্তি বা বস্তু পেয়ে যাবে এবং ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

৫৩. اَلْوَكِيْلُ - সমস্যা সমাধানকারী, কর্ম-বিধায়ক

শিক্ষা ঃ মানুষের কাজে সহযোগী হও।

✍ যে ব্যক্তি আকস্মিক বিপদের ভয়ে অধিক পরিমাণে يَا وَكِيْلُ পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ সে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

৫৪. اَلْقَوِيُّ - শক্তিশালী

শিক্ষা ঃ দ্বীনের প্রতি দৃঢ় ও অটল থাক।

✍ যে ব্যক্তি বাস্তবে মাযলূম, দুর্বল এবং পরাস্ত হবে সে ঐ অত্যাচারী ও শক্তিধর শত্রুকে প্রতিহত করার নিয়তে অধিক পরিমাণে يَا قَوِيُّ পড়বে ইনশাআল্লাহ শত্রু থেকে নিরাপদ থাকবে। তবে প্রয়োজন ছাড়া এ আমল করবে না।

৫৫. اَلْمَتِيْنُ - অটল, বলিষ্ঠ

শিক্ষা ঃ দ্বীনের প্রতি দৃঢ় ও অটল থাক।

✍ যে নারীর স্তনে দুধ আসে না তাকে একটি কাগজে اَلْمَتِيْنُ লিখে ধৌত করে পান করালে ইনশাআল্লাহ তার স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুধ আসবে।

৫৬. اَلْوَلِيُّ - বন্ধু, অভিভাবক

শিক্ষা ঃ দ্বীনের তরফদারী কর।

✍ যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর আচরণ ও চরিত্র দ্বারা অসন্তুষ্ট, সে যখন তার সামনে যাবে يَا وَلِيُّ বেশি বেশি পড়বে ইনশাআল্লাহ স্ত্রীর আচরণ ও চরিত্র ঠিক হয়ে যাবে।

৫৭. اَلْحَمِيْدُ - প্রশংসিত

শিক্ষা ঃ প্রশংসার উপযোগী হও।

✍ যে ব্যক্তি পয়তাল্লিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক নির্জনে ৯৩ বার يَا حَمِيْدُ পড়তে থাকবে তার সমস্ত খারাপ চাল-চলন ও অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

৫৮. اَلْمُحْصِىْ - সুষ্ঠু গণনাকারী

শিক্ষা ঃ নিজ কৃত আমল মনে রাখ।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক রুটির ২০ টুকরার উপর يَا مُحْصِىْ পড়ে ফুঁক দিয়ে খাবে আল্লাহ তা'আলার সকল মাখলূক তার অনুগত হয়ে যাবে।

৫৯. اَلْمُبْدِئُ - প্রথম সৃজনকারী, আদি সৃষ্টিকারী

শিক্ষা ঃ নেক কাজে আগে থাক।

✍ যে ব্যক্তি গর্ভবতী নারীর পেটের উপর হাত রেখে সাহরীর সময় ৯৯ বার يَا مُبْدِئُ পড়বে ইনশাআল্লাহ তার অকাল গর্ভপাত ঘটবে না।

৬০. اَلْمُعِيْدُ - পুনরায় সৃষ্টিকারী

শিক্ষা ঃ নেক কাজ বারবার করতে থাক।

✍ নিখোঁজ ব্যক্তিকে ফিরে পেতে ঘরের সমস্ত লোক ঘুমানোর পর ঘরের চার কোণের প্রত্যেক কোণে ৭০ বার করে يَا مُعِيْدُ পড়বে ইনশাআল্লাহ সাত দিনের মধ্যে হারানো ব্যক্তি ফিরে আসবে অথবা তার খোঁজ পাওয়া যাবে।

৬১. اَلْمُحْيِ - জীবন দাতা

শিক্ষা ঃ নিজ অন্তরকে জীবিত রাখ।

✍ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে يَا مُحْيِ পড়বে অথবা কোন অসুস্থ ব্যক্তির উপর পড়ে ফুঁক দিবে ইনশাআল্লাহ সে আরোগ্য লাভ করবে।

✍ যে ব্যক্তি ৮৯ বার اَلْمُحْيِ পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিবে সে সকল প্রকার বন্দি অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকবে।

৬২. اَلْمُمِيْتُ - মৃত্যু দাতা

শিক্ষা ঃ নফ্‌সকে মেরে ফেল।

- যে ব্যক্তির নফস তার নিয়ন্ত্রণে নয়, সে শয়নকালে বুকের উপর হাত রেখে اَلْمُمِيْتُ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে তার নফস তার অনুগত হয়ে যাবে।

৬৩. اَلْحَيُّ - চিরঞ্জীব, সর্বদা জীবিত

শিক্ষা ঃ মানুষের মনে চিরঞ্জীব হয়ে থাক।

- যে ব্যক্তি দৈনিক ৩ হাজার বার اَلْحَيُّ পড়বে ইনশাআল্লাহ সে কখনো অসুস্থ হবে না।
- যে ব্যক্তি চিনির পাত্রে এ নামটি মেশক ও গোলাপের পানি দ্বারা লিখে মিষ্টি পানি দিয়ে ধুয়ে পান করবে অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করাবে ইনশাআল্লাহ সে পূর্ণ সুস্থতা লাভ করবে।

৬৪. اَلْقَيُّوْمُ - চিরস্থায়ী, স্বপ্রতিষ্ঠিত

শিক্ষা ঃ আনুগত্যের উপর স্থায়ী হও।

- যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে يَا قَيُّوْمُ পড়বে ইনশাআল্লাহ লোকদের মাঝে তার সম্মান ও প্রভাব বৃদ্ধি পাবে।
- যে ব্যক্তি নির্জনে বেশি বেশি এ নামটি পড়বে ইনশাআল্লাহ তার আর্থিক সচ্ছলতা লাভ হবে।
- যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ তার অলসতা দূর হয়ে যাবে।

৬৫. اَلْوَاجِدُ - প্রকৃত ধনী

শিক্ষা ঃ আল্লাহ ব্যতীত সবার থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাও।

- যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার সময় يَا وَاجِدُ পড়তে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার আত্মার মধ্যে শক্তি এবং নূর দান করবেন।

৬৬. اَلْمَاجِدُ - গৌরবময়, বুযুর্গীওয়ালা

শিক্ষা ঃ সুন্দর গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে বুযুর্গী লাভ কর।

✍ যে ব্যক্তি নির্জনে এ নামটি অধিক পরিমাণে পাঠ করতে করতে আত্মহারা হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তরে আল্লাহর নূর প্রকাশ পেতে থাকবে।

৬৭. اَلْوَاحِدُ - اَلْاَحَدُ - এক, অদ্বিতীয়

শিক্ষা ঃ ইবাদত-বন্দেগী আদায়ে অদ্বিতীয় হয়ে যাও।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০০ বার اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ পড়বে ইনশাআল্লাহ তার অন্তর থেকে মাখলূখের মহব্বত ও ভয় দূর হয়ে যাবে।

✍ যে ব্যক্তির সন্তান হয় না, এ নামটি লিখে নিজের সাথে রাখলে ইনশাআল্লাহ সে নেক সন্তান লাভ করবে।

৬৮. اَلصَّمَدُ - অমুখাপেক্ষী

শিক্ষা ঃ মাখলূখের অমুখাপেক্ষী হয়ে যাও।

✍ যে ব্যক্তি সাহরির সময় সেজদায় মাথা রেখে ১১৫ বার অথবা ১২৫ বার এ নামটি পাঠ করবে তার যাহির ও বাতিনের সততা হাসিল হবে।

✍ যে ব্যক্তি অযূর সাথে বেশি বেশি এ নামটি পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ সে মাখলূকের অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে।

৬৯. اَلْقَادِرُ - শক্তিধর, ক্ষমতাবান

শিক্ষা ঃ দ্বীনি গুণাবলীতে মানুষের কেন্দ্রস্থল হয়ে যাও।

✍ যে ব্যক্তি দু'রাকআত নামায পড়ে ১০০ বার اَلْقَادِرُ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার শত্রুকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন।

✍ যে ব্যক্তির কোন কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে সে ৪১ বার يَا قَادِرُ পড়লে ইনশাআল্লাহ তার সমস্যা দূর হয়ে যাবে।

৭০. اَلْمُقْتَدِرُ - সর্বশক্তিমান, ক্ষমতাশালী

শিক্ষা ঃ নফসের খায়েশ (ইচ্ছা) এর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখ।

- যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে অধিক পরিমাণে অথবা কমপক্ষে ২০ বার اَلْمُقْتَدِرُ পড়বে ইনশাআল্লাহ তার সকল কাজ সহজ হয়ে যাবে।

৭১. اَلْمُقَدِّمُ - অগ্রসরকারী

শিক্ষা ঃ আনুগত্যে আগে থাক।

- যে ব্যক্তি যুদ্ধের সময় অধিক পরিমাণে اَلْمُقَدِّمُ পড়তে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সামনে অগ্রসর হওয়ার শক্তি দান করবেন এবং শত্রুদের থেকে তাকে হিফাযতে রাখবেন।
- যে ব্যক্তি সদা-সর্বদা يَا مُقَدِّمُ পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ সে আল্লাহ তা'আলার অনুগত হয়ে যাবে।

৭২. اَلْمُؤَخِّرُ - পশ্চাতকারী

শিক্ষা ঃ গুনাহ থেকে দূরে থাক।

- যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে اَلْمُؤَخِّرُ পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ তার খালিস তাওবা নসীব হবে।
- যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার এ নামটি পাঠ করবে সে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করবে।

৭৩. اَلْاَوَّلُ - সবার আগে

শিক্ষা ঃ দ্বীনের ব্যাপারে সবার আগে থাক।

- যে ব্যক্তির ছেলে সন্তান হয় না, সে যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক ৪০ বার اَلْاَوَّلُ পড়ে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।
- মুসাফির ব্যক্তি জুম'আর দিন ১০০০ বার اَلْاَوَّلُ পড়লে ইনশাআল্লাহ শান্তির সাথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে।

৭৪. اَلْاٰخِرُ - সর্বশেষ

শিক্ষা ঃ দুনিয়ার ব্যাপারে সবার শেষে থাক।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০০ বার اَلْاٰخِرُ পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ অন্তর থেকে গাইরুল্লাহর মহব্বত দূর হয়ে যাবে, জীবনের ভুল-ত্রুটির জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে।

৭৫. اَلظَّاهِرُ - প্রকাশ্য

শিক্ষা ঃ নিজ যাহিরকে শরী'আত দ্বারা সজ্জিত রাখ।

✍ যে ব্যক্তি ইশরাকের নামাযের পর ৫০০ বার اَلظَّاهِرُ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার চোখে আলো এবং অন্তরে নূর দান করবেন।

৭৬. اَلْبَاطِنُ - অপ্রকাশ্য (অদৃশ্য)

শিক্ষা ঃ নিজ বাতিনকে আল্লাহর ভয় দ্বারা সজ্জিত রাখ।

✍ যে ব্যক্তি দৈনিক ৩৩ বার يَا بَاطِنُ পড়তে থাকবে তার উপর বাতেনী ভেদ সমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার মহাব্বত পয়দা হবে।

✍ যে ব্যক্তি দু'রাকআত নামায আদায় করার পর-

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার সকল সমস্যাবলী দূর করবেন এবং সকল প্রয়োজন পূর্ণ করবেন।

৭৭. اَلْوَالِيْ - অভিবাবক, মালিক

শিক্ষা ঃ নিজ নফসের মালিক হও।

✍ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে اَلْوَالِيْ পড়বে সে আকস্মিক বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

✍ চিনির পেয়ালা বা পাত্রে এ নামটি লিখে ধৌত করে সে পানি ঘরের মধ্যে ছিঁটিয়ে দিলে ঐ ঘর সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

✍ কোন ব্যক্তিকে নিজ অনুগত করতে চাইলে এ নামটি **১১** বার পড়বে ইনশাআল্লাহ সে অনুগত হয়ে যাবে।

৭৮. اَلْمُتَعَالِ - সর্বোচ্চ মর্যাদাবান

শিক্ষা ঃ নফস ও শয়তানের উপর বিজয়ী হও।

✍ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে اَلْمُتَعَالِ পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ তার সকল সংকট দূর হবে।

✍ কোন নারী ঋতু অবস্থায় অধিক পরিমাণে এ নামটি পড়লে তার কষ্ট দূর হবে।

৭৯. اَلْبَرُّ - পরম উপকারী

শিক্ষা ঃ মানুষের প্রতি অনুগ্রহ (উপকার) করতে থাক।

✍ যে ব্যক্তি মদ পান, যিনা-ব্যভিচার ইত্যাদি জঘন্য পাপে লিপ্ত সে দৈনিক ৭ বার এ নামটি পড়লে ইনশাআল্লাহ এসব কাজের আকর্ষণ তার অন্তর থেকে চলে যাবে।

✍ যে ব্যক্তি দুনিয়ার মহব্বতে গ্রেফতার সে এ নামটি অধিক পরিমাণে পড়লে ইনশাআল্লাহ তার অন্তর থেকে দুনিয়ার মহব্বত চলে যাবে।

✍ যে ব্যক্তি জন্ম হওয়া মাত্রই নিজ সন্তানের উপর ৭ বার এ নামটি পড়ে ফুঁক দিবে এবং আল্লাহর নিকট তাকে সোপর্দ করবে, এ সন্তান বালেগ হওয়া পর্যন্ত সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

৮০. اَلتَّوَّابُ - তাওবা কবুলকারী

শিক্ষা ঃ মানুষের ওযর-আপত্তি কবুল কর।

✍ যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের পর ৩৬০ বার এ নামটি পড়বে ইনশাআল্লাহ তার খাঁটি তাওবার তাওফীক হবে।

✍ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এ নামটি পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ তার যাবতীয় কাজ সহজ হয়ে যাবে।

✍ কোন জালিমের উপর এ নামটি ১০ বার পড়ে ফুঁক দিলে ঐ যালিমের থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে।

৮১. اَلْمُنْتَقِمُ - শাস্তি দানকারী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী

শিক্ষা ঃ আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিশোধ নেয়ার মধ্যে কোন ছাড় দিও না।

✍ যে ব্যক্তি হকের উপর রয়েছে কিন্তু শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই, সে যেন তিনটি জুম'আতে বেশি করে يَا مُنْتَقِمُ পড়ে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজে তার শত্রু থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিবেন।

৮২. اَلْعَفُوُّ - ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী

শিক্ষা ঃ মানুষের ভুল ক্ষমা করে দাও।

✍ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে اَلْعَفُوُّ পড়তে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন।

৮৩. اَلرَّؤُوْفُ - স্নেহবান, মেহেরবান

শিক্ষা ঃ মানুষের প্রতি মেহেরবান হও।

✍ যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে يَارَؤُوْفُ পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ সমস্ত মাখলূক তার উপর মেহেরবান হয়ে যাবে এবং সেও মাখলূকের উপর দয়াবান হয়ে যাবে।

✍ যে ব্যক্তি ১০ বার দুরূদ শরীফ এবং ১০ বার এ নামটি পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ তার রাগ দূর হয়ে যাবে। অন্য কোন রাগান্বিত ব্যক্তির উপর পড়ে ফুঁক দিলে তার রাগও দূর হয়ে যাবে।

৮৪. مَالِكُ الْمُلْكِ - সমস্ত পৃথিবীর (রাজত্ব সমূহের) মালিক

শিক্ষা ঃ নিজ সত্তা ও দেশের উপর শাসন কর।

✍ যে ব্যক্তি সর্বদা يَا مَالِكَ الْمُلْكِ পড়তে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধনী এবং মাখলূক থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিবেন।

৮৫. ذُوْالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ - সম্মানিত ও দয়ালু

শিক্ষা ঃ দ্বীনদারদের সম্মান কর।

- যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ পড়বে আল্লাহ তা‘আলা তাকে সম্মান ও মহত্ব দান করবেন এবং মাখলূকের অমুখাপেক্ষী করবেন।

৮৬. اَلْمُقْسِطُ - ন্যায় বিচারকারী

শিক্ষা ঃ ন্যায় প্রতিষ্ঠা কর।

- যে ব্যক্তি দৈনিক এ নামটি পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ সে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ থাকবে।
- কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এ নামটি ৭০০ বার পড়লে ইনশাআল্লাহ সে উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

৮৭. اَلْجَامِعُ - একত্রকারী (কিয়ামতের দিন)

শিক্ষা ঃ ইলম ও আমলের যোগ্যতা একিত্রত কর।

- যে ব্যক্তির আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে যদি চাশতের সময় গোসল করে আসমানের দিকে মুখ উঠিয়ে ১০ বার يَا جَامِعُ পড়বে এবং একটি আঙ্গুল বন্ধ করবে। এভাবে প্রত্যেক ১০ বারে একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করতে থাকবে এবং সর্বশেষে দু’হাত চেহারায় ফিরিয়ে নিবে। ইনশাআল্লাহ তার আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধব একত্রিত হয়ে যাবে।
- কোন ব্যক্তি বা বস্তু হারিয়ে গেলে পড়বে-

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ ضَالَّتِيْ

এ দু‘আ পড়তে থাকবে। ইনশাআল্লাহ হারানো ব্যক্তি বা বস্তুকে পেয়ে যাবে। বৈধ মহব্বতের জন্যও এ দু‘আটি অত্যন্ত কার্যকর।

৮৮. اَلْغَنِيُّ - অমুখাপেক্ষী, ধনী

শিক্ষা ঃ দুনিয়াদারদের অমুখাপেক্ষী হও।

- যে ব্যক্তি দৈনিক ৭০ বার يَا غَنِيُّ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার মালে বরকত দান করবেন এবং সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না।
- কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য রোগে আক্রান্ত হলে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গ এবং শরীরে يَا غَنِيُّ পড়ে ফুঁক দিবে ইনশাআল্লাহ সুস্থতা লাভ করবে।

৮৯. اَلْمُغْنِيْ - অমুখাপেক্ষীকারী, সম্পদ দানকারী

শিক্ষা ঃ অভাবীদের ধনী (অমুখাপেক্ষী) করে দাও।

- যে ব্যক্তি শুরু এবং শেষে **১১** বার দুরূদ শরীফ পড়ে এ নামটি **১১১১** বার পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সম্পদ দান করবেন। ফজর অথবা ইশার নামাযের পর এ নামের সাথে সূরায়ে মুয্যাম্মিলও তিলাওয়াত করবে।

৯০. اَلْمَانِعُ - বাধা প্রদানকারী

শিক্ষা ঃ শরী'আহ অসম্মত জিনিসে বাধা দাও।

- যদি স্ত্রীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ অথবা তিক্ততার সৃষ্টি হয় তাহলে বিছানায় শুয়ে ২০ বার এ নাম পড়বে ইনশাআল্লাহ ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে এবং পরস্পরের মধ্যে মহব্বত-ভালবাসা পয়দা হবে।
- কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে এ নাম পাঠ করলে যাবতীয় অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। কোন জায়েয উদ্দেশ্যে এ নাম পাঠ করলে উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

৯১. اَلضَّارُّ - ক্ষতি সাধনকারী

শিক্ষা ঃ দ্বীনের শত্রুদের ক্ষতি সাধন কর।

- যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রে ১০০ বার اَلضَّارُّ পড়বে ইনশাআল্লাহ সে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে।

৯২. اَلنَّافِعُ - উপকার সাধনকারী

শিক্ষা ঃ দ্বীনদারদের উপকার কর।

- যে ব্যক্তি নৌকা বা অন্য কোন যানবাহনে আরোহণ করে বেশি বেশি يَا نَافِعُ পড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ সে সকল বিপাদপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।
- যে ব্যক্তি কোন কাজ শুরু করার সময় ৪১ বার يَا نَافِعُ পড়বে ইনশাআল্লাহ তার কাজ ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদিত হবে।
- যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাসের সময় এ নামটি পড়বে ইনশাআল্লাহ সে নেক সন্তান লাভ করবে।

৯৩. اَلنُّوْرُ - জ্যোতির্ময়, তিনি আলো

শিক্ষা ঃ ঈমানের নূর এবং আল্লাহ তা‘আলার মা’রিফাত (পরিচয়) অর্জন কর।

- যে ব্যক্তি জুম‘আর রাত্রে ৭ বার সূরায়ে নূর এবং ১০০০ বার এ নামটি পড়বে ইনশাআল্লাহ তার অন্তর আল্লাহ তা‘আলার নূরে আলোকিত হবে।

৯৪. اَلْهَادِئُ - পথ প্রদর্শক

শিক্ষা ঃ মূর্খ ও পথভ্রষ্ট মানুষদের পথ দেখাও।

- যে ব্যক্তি হাত তুলে এবং আকাশের দিকে মুখ করে অধিক পরিমাণে يَا هَادِئُ পড়বে, অবশেষে চেহারায় হাত ফিরিয়ে নিবে ইনশাআল্লাহ সে পূর্ণ হিদায়াত লাভ করবে এবং আল্লাহর মা’রিফাত লাভ করবে।

৯৫. اَلْبَدِيْعُ - উদ্ভাবক, বিনা নমুনাতে সৃষ্টিকারী

শিক্ষা ঃ নেকীর পথ খুঁজে বের কর এবং আনুগত্যে অদ্বিতীয় হয়ে যাও।

- কোন ব্যক্তি দুশ্চিন্তা, বিপদ অথবা কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে ১০০০ বার يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ পড়বে ইনশাআল্লাহ তার কোন সমস্যা থাকবে না।
- যে ব্যক্তি অযূ অবস্থায় এ নামটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাবে সে যে জিনিসের ইচ্ছা করবে তা স্বপ্নে দেখতে পাবে।
- যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর ১২০০ বার يَا بَدِيْعَ الْعَجَآئِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ বারো দিন পর্যন্ত পড়বে যে কাজ এবং যে উদ্দেশ্যে পড়বে তার আমল শেষ হওয়ার পূর্বেই তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে। এটা পরীক্ষিত।

৯৬. اَلْبَاقِيْ - চিরস্থায়ী

শিক্ষা ঃ এমন আমল কর যার উপকার (সাওয়াব) তোমার মরণের পরেও বাকী থাকবে।

- যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রে এ নামটি ১০০০ বার পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সর্বপ্রকার ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং তার সমস্ত নেক আমল কবুল হবে।

৯৭. اَلْوَارِثُ - সকলের উত্তরাধিকারী, চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী

শিক্ষা ঃ দ্বীনি ইলম শিখে নবীদের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) হয়ে যাও।

- যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হওয়ার সময় ১০০ বার يَا وَارِثُ পড়বে ইনশাআল্লাহ সে যাবতীয় বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে।
- যে ব্যক্তি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে এ নামটি ১০০০ বার পড়বে ইনশাআল্লাহ সে সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা ও হয়রানী থেকে নিরাপদ থাকবে।

৯৮. اَلرَّشِيْدُ - সৎপথ প্রদর্শক

শিক্ষা ঃ মানুষদের সঠিক পথ দেখাও (উপকারী উপদেশ দাও)।

- যে ব্যক্তির কোন কাজের তদবীর বুঝে আসছে না সে যদি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ১০০০ বার يَا رَشِيْدُ পড়ে সে হয়ত স্বপ্নে ঐ

কাজের তদবীর দেখতে পাবে অথবা আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে ঐ কাজের সঠিক তদবীর ঢেলে দিবেন।

৯৯. اَلصَّبُوْرُ - ধৈর্যশীল, সংযমী

শিক্ষা ঃ কষ্টের সময় ধৈর্য ধর।

- যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ১০০ বার এ নামটি পড়বে ইনশাআল্লাহ সে ঐদিন সমস্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে। শত্রু ও বিদ্বেষ পোষণকারীদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।
- যদি কোন ব্যক্তি বিপদে পতিত হয়, সে যেন ১০০০ বার এ নামটি পড়ে। ইনশাআল্লাহ সে ঐ বিপদ থেকে মুক্তি পাবে এবং মানসিক শান্তি লাভ করবে।

৯০ ০২

অধ্যায় ঃ ১০

দুরূদ শরীফের ফযীলত

১০ম অধ্যায়

ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

হে আমার প্রতিপালক! সদা-সর্বদা দুরূদ ও সালাম বর্ষণ কর; তোমার হাবীবের প্রতি যিনি গোটা সৃষ্টিকূলের সর্বোত্তম ব্যক্তি।

দুরূদ শরীফের কয়েকটি ফযীলত

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূপ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করবেন। (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩০৬, হাদীস নং ৪০৮)

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূপ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দশটি রহমত দান করবেন, তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। (সুনানে নাসায়ী, খ. ১, পৃ. ৩৮৫, হাদীস নং ১২২০)

৩। যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর একবার দুরূপ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর ফেরেশতা তার প্রতি সত্তরটি রহমত প্রেরণ করবেন। (মুসনাদে আহমাদ, খ. ২, পৃ. ১৭২, হাদীস নং ৬৬০৫)

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় কিয়ামদের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে বেশি নিকটে হবে যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দুরূদ পাঠ করে। (জামে তিরমিযী, খ. ২, পৃ. ৩৫৪, হাদীস নং ৪৮৪)

৫। তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দিন হচ্ছে জুম'আর দিন। ওই দিন আমার উপর বেশি বেশি দুরূদ পাঠ কর। কারণ তোমাদের দুরূদগুলো আমার কাছে পেশ করা হয়। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৪৭৯, হাদীস নং ১৫৩১)

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে দুরূদ পাঠ করে তা আমি নিজে শুনি (আম্বিয়ায়ে কিরাম

নিজ কবরে জীবিত আছেন এবং নামায পড়েন- মুসনাদে আবূ ইয়া’লা, হাদীস নং ৩৪২৫) এবং যে ব্যক্তি দূর থেকে দুরূদ পাঠ করে তা আমার কাছে পৌঁছানো হয়। (শু‘আবুল ঈমান, খ. ২, পৃ. ২১৫, হাদীস নং ১৫৮৩) অন্য একটি রিওয়ায়েতে আছে যে, দুরূদ পাঠকারী ও তার পিতার নাম সহ আমার কাছে পৌঁছানো হয়। (মুসনাদুল বায্যার, খ. ১, পৃ. ২৪৫, হাদীস নং ১৪২৫)

দুরূদ শরীফ পাঠ না করায় ধমক

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে বড় কৃপণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার সামনে আমার আলোচনা হল, অথচ সে আমার উপর দুরূপ পাঠ করল না। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫৫১, হাদীস নং ৩৫৪৬)

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মজলিসে আল্লাহ তা‘আলার যিকির এবং তার রাসূলের প্রতি দুরূদ পাঠানো হয় না সে মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য বিপদ হয়ে যাবে। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করবেন আর চাইলে শাস্তি দিবেন। (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৪৬১, হাদীস নং ৩৩৮০)

ফায়দা ঃ প্রসিদ্ধ দুরূদের মধ্যে বেশির ভাগ দুরূদই মাসনূন নয় (অর্থাৎ হাদীসে উল্লেখ নেই) তবে এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা বেশির ভাগ বুযুর্গানে কিরাম শুধু এ বিষয়টি লক্ষ্য রেখেছেন যে, তাঁরা এমন শব্দ দিয়ে দুরূদ পাঠ করবেন যা এর পূর্বে ব্যবহার হয়নি। এভাবে বেশি সাওয়াব ও মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাই মুহাক্কিক-মাশায়িখদের থেকে বর্ণিত দুরূদ পাঠ করলে দুরূদ শরীফ সম্পর্কে বর্ণিত ফযীলত অবশ্যই অর্জন হবে। তবে সকল উলামায়ে কিরামদের মতে দুরূদে ইবরাহিমী-ই সবচেয়ে আফযাল ও উত্তম দুরূদ। অতএব, এ দুরূদই বেশি বেশি পাঠ করা উচিত।

আফযাল দুরূদ (দুরূদে ইবরাহিমী)

ফায়দা ঃ এক ব্যক্তি নামায পড়ল, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ “হে নামাযী দু‘আ কর! তোমার দু‘আ কবুল করা হবে।” (জামে তিরমিযী, খ. ৫, পৃ. ৫১৬, হাদীস নং ৩৪৭৬)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি রহমত বর্ষণ কর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। তুমি নিশ্চয় প্রশংসিত, সম্মানিত। হে আল্লাহ! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর, যেরূপ বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। তুমি নিশ্চয় প্রশংসিত, সম্মানিত। (সহীহ বুখারী, খ. ৬, পৃ. ১২০, হাদীস নং ৪৭৯৭)

৮০ বছরের গুনাহ মাফের দুরূদ

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন আসরের নামাযের পর নিজ জায়গা থেকে উঠার পূর্বে ৮০ বার (নিম্নোক্ত) দুরূদ পাঠ করবে তার ৮০ বছরের (সগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে এবং তার আমলনামায় ৮০ বছরের (নফল) ইবাদতের সাওয়াব লেখা হবে। (তবরানী, খ. ১, পৃ. ৭৫০, হাদীস নং ২১৪৯)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ ۣ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি উম্মি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তার পরিবারের উপরও বিশেষ শান্তি বর্ষণ করুন। (ফাযায়েল দুরূদ শরীফ, পৃ. ৩৮)

এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লেখার দুরূদ

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুরূদ একবার পাঠ করবে ৭০ জন ফেরেশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত তার জন্য নেকী লিখতে থাকবে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খ. ১০, পৃ. ২৫৪, হাদীস নং ১৭৩০৫)

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের পক্ষ থেকে প্রতিদান দিন যার তিনি উপযুক্ত।

অধিক সাওয়াবের দুরূদ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, তার দুরূদের সাওয়াব বড় দাড়িপাল্লায় মাপা হোক (অর্থাৎ বেশি সাওয়াব অর্জন করুক) সে যেন নিম্নোক্ত দুরূদ পড়ে। (সুনানে আবূ দাউদ, খ. ১, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং ৯৮২)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖٓ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَاتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি, তাঁর স্ত্রীগণ- মু’মিনদের মাতাদের প্রতি, তাঁর সন্তান-সন্ততি ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি রহমত বর্ষণ করেছ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও পবিত্র।

যে দুরূদ সদকার বদল

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন ঃ যার কাছে সদকা করার জন্য কিছু নেই সে যেন নিম্নোক্ত দুরূদ পাঠ করে। তাহলে এটা তার জন্য সদকা স্বরূপ হবে। এ দুরূদ বেশি বেশি পাঠ করা যাবতীয় আর্থিক উন্নতির জন্য খুবই কার্যকর। (হিসনে হাসীন, পৃ. ২৬৫)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর রহমত বর্ষণ করুন যিনি তোমার বান্দা ও রাসূল এবং সকল মু’মিন নর-নারী ও মুসলমান নর-নারীর উপরেও রহমত বর্ষণ করুন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, খ. ৩, পৃ. ১৮৫, হাদীস নং ৯০৩)

দুরূদে শাফা‘আত

ফায়দা-১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফা‘আত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যাবে। (তবরানী, খ. ৫, পৃ. ২৫, হাদীস নং ৪৪৮১)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি রহমত প্রেরণ করুন এবং তাঁকে কিয়ামতের দিন আপনার কাছে নৈকট্যশীল ঠিকানায় পৌঁছে দিন।

ফায়দা-২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আমার উপর দশ দশ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। সে কিয়ামতের দিন অবশ্যই আমার সুপারিশ গ্রহণ করবে। (তবরানী, ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ২৫)

দুরূদে যিয়ারত

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি জুম'আর রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) দু'রাকআত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকআতে সূরায় ফাতিহার পর এগার বার আয়াতুল কুরসী ও এগার বার সূরা ইখলাস পড়বে। সালামের পর একশ' বার এ দুরূদ পাঠ করবে ইনশাআল্লাহ তিন জুম'আ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর যিয়ারত নসীব হবে। কিন্তু এ নিয়ামত অর্জন হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (তারগীবাতুস সাদাত, শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহ., ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ৪৭)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি উম্মি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর, তার পরিবার ও সাহাবাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং বিশেষ শান্তি বর্ষণ করুন।

অথবা এ দুরূদ পড়বে

ফায়দা ঃ ঘুমানোর সময় নিম্নোক্ত দুরূদ কয়েকবার পাঠ করলে ইনশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর যিয়ারত নসীব হবে। কিন্তু এ নিয়ামত অর্জন হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। (ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ৪৮)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ وَرَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ اَبْلِغْ لِرُوْحِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مِّنَّا السَّلَامَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ এলাকার মালিক! বাইতুল্লাহর মালিক! মাকামে ইবরাহীমের মালিক! আমাদের সরদার ও নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহের উপর আমাদের পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছিয়ে দিন।

দুরূদে খমসা

ইমাম শাফয়ী (রহ.) কে তাঁর ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে তাঁর নিকট মাগফিরাত এর কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ আমি শুক্রবারের রাত্রে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে) নিম্ন বর্ণিত পাঁচটি দুরূদ পড়তাম। (ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ৮৪)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَآ اَمَرْتَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ وصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ

দুরূদে শাফয়ী

ইমাম শাফয়ী (রহ.) এর এক প্রশিদ্ধ শাগরেদ ইসমাইল বিন ইবরাহীম মুযনী ইমাম শাফয়ী (রহ.) কে তাঁর ইন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? তিনি বললেন ঃ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে স্বসম্মানে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ করলেন। আর এসব হয়েছে এ দুরূদটির বরকতে যা আমি সর্বদা পড়তাম। (ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ৮৩)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ

দুরূদে তুনাজ্জীনা (বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার দুরূদ)

ফায়দা-১ ঃ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুরূদটি এক হাজার বার পড়া খুবই কার্যকর।

ফায়দা-২ ঃ শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহ্‌মাদ মাদানী কুদ্দিসা সির্‌রুহু বালা-মুসীবাত থেকে হিফাযতের জন্য দুরূদটি ইশার পর ৭০ বার পড়তে বলেছেন। (মাকতূবাত, পৃ. ৯৫)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِيْ لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করুন; এমন দুরূদ যার মাধ্যমে আপনি আমাদেরকে যাবতীয় ভয় ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেবেন, যার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত অভাব দূর করবেন, যার মাধ্যমে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন, যার মাধ্যমে আমাদেরকে আপনার কাছে উচুঁ স্থানে আসীন করবেন এবং যার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত সৎকর্মের শেষ লক্ষ্যে পৌঁছে দিবেন- পার্থিব জীবনেও এবং মৃত্যুর পরেও। নিশ্চয় আপনি সর্বশক্তিমান। (ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ৮৩)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শাফা'আত ওয়াজিব হওয়ার আমল

ফায়দা-১ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আযান শুনলে তোমরা আযানের উত্তর দাও। অতঃপর আমার উপর দুরূদ পাঠ কর। ... এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার জন্য 'অসীলা' এর দু'আ কর। অসীলা হল, জান্নাতের একটি স্থান, যা শুধু একজন ব্যক্তি পাবে। আর আমি আশা করি সে একজন ব্যক্তি আমিই। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার জন্য 'অসীলা' এর দু'আ করবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব (অনিবার্য) হয়ে যাবে। [অসীলার দু'আ হল, আযানের শেষের দু'আ] (সহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ২৮৮, হাদীস নং ৩৮৪)

ফায়দা-২ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা আমার উপর দশ দশ বার দুরূদ পাঠ করবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অবশ্যই আমার শাফা'আত (সুপারিশ) লাভ করবে। (তবরানী, ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ২৫)

জান্নাত দেখে মৃত্যুর হওয়ার আমল

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর দিনে এক হাজার বার দুরূদ পাঠ করবে সে ব্যক্তি (এ দুনিয়াতে) জান্নাত না দেখে মারা যাবে না। (কানযুল উম্মাল, খ. ১, পৃ. ৭৭৯, হাদীস নং ২২৩৩)

নিম্নবর্ণিত দুরূদটি পড়া যেতে পারে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةٍ

উত্তম প্রশংসা, উত্তম দুরূদ ও উত্তম দু'আ

ফায়দা ঃ যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তা'আলার এমন প্রশংসা করবে যা ঐ সকল প্রশংসার মধ্যে সর্বোত্তম যা এ যাবৎ তার মাখলূক করেছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এমন দুরূদ পাঠ করবে যা ঐ সকল দুরূদের মধ্যে সর্বোত্তম যা এ যাবৎ কেউ পাঠ করেছে এবং আল্লাহর নিকট এমন দু'আ প্রার্থনা করবে যা ঐ সকল দু'আর মধ্যে সর্বোত্তম যা এ যাবৎ কেউ প্রার্থনা করেছে, সে যেন নিম্নোক্ত দুরূদ পাঠ করে। (ফাযায়েলে দুরূদ শরীফ, পৃ. ৪১)

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ وَافْعَلْ بِنَا مَآ اَنْتَ اَهْلُهٗ فَاِنَّكَ اَنْتَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, যা তোমার শানের উপযোগী। অতএব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি রহমত প্রেরণ কর যা তোমার শানের উপযোগী এবং আমাদের সাথে এমন আচরণ কর যা তোমার শানের উপযোগী। নিশ্চয় তুমি এর উপযোগী যে, তোমাকে ভয় করা হোক এবং তুমি ক্ষমাশীল।

ଓ ୨

গ্রন্থপুঞ্জী

المصادر والمراجع

القرآن الكريم
روح المعاني [الأجزاء : ٣٠]
الكتاب : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
المؤلف : محمود الألوسي أبو الفضل
الناشر : دار إحياء التراث العربي، بيروت

كتب الحديث و شروحه

موطأ الإمام مالك (رواية يحيى الليثي) [الأجزاء : ٢]
المؤلف : مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي
الناشر : دار إحياء التراث العربي، مصر
الجامع الصحيح للبخاري [الأجزاء : ٩]
المؤلف: أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (-٢٥٦هـ)
الناشر : دار طوق النجاة، ١٤٢٢هـ
الجامع الصحيح لمسلم [الأجزاء : ٥]
المؤلف : الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (٢٠٤-٢٦١هـ)
الناشر : دار إحياء التراث العربي، بيروت
الجامع السنن للترمذى [الأجزاء : ٥]
المؤلف : الأمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢١٠-٢٧٩هـ)
الناشر : دار إحياء التراث العربي، بيروت
السنن لأبى داؤود [الأجزاء : ٤]
المؤلف : الإمام أبو داؤود سليمان بن الأشعث السجستاني (٢٠٢-٢٨٥هـ)
الناشر : دار الفكر، بيروت
السنن للنسائي [الأجزاء : ٦]
المؤلف : الإمام عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن على النسائي (٢١٥-٣٠٣هـ)
الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩١ م
السنن لابن ماجه [الأجزاء : ٥]
المؤلف : الإمام ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (-٢٧٣هـ)
الناشر : مكتبة أبي المعاطي، بيروت
مشكاة المصابيح [الأجزاء : ٣]
المؤلف:الإمام ولى الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي (-٧٣٧هـ)
الناشر : المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٥ م

فتح الباري شرح صحيح البخاري [الأجزاء : ١٣]
الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (٧٧٣-٨٥٢هـ)
الناشر : دار الفكر، بيروت
عمدة القاري شرح صحيح البخاري [الأجزاء : ٢٥]
المؤلف:العلامة بدر الدين أبو محمد محمود ابن أحمد الحلبي العيني (٧٢٥-٨٥٥هـ)
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح
المؤلف : الإمام علي بن سلطان محمد (ملا علي) القاري (-١٠١٤هـ)
كنـز العمال في سنن الأقوال والأفعال [الأجزاء : ٣٠]
الإمام علاء الدين علي المتقى بن حسام الدين الهندي البرهانفوري (-٩٧٥هـ)
الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٩ م
المصنف لعبد الرزاق [الأجزاء : ١١]
المؤلف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني
الناشر : المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٣ هـ
المصنف لابن أبي شيبة [الأجزاء : ١٥]
أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ١٥٩ ـ ٢٣٥ هـ
رقما الجزء والصفحة يتوافقان مع طبعة الدار السلفية الهندية القديمة،
ترقيم الأحاديث يتوافق مع طبعة دار القبلة
سنن الدارمي [الأجزاء : ٢]
المؤلف:أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن بهرام الدارمي السمرقندي (-٢٥٥هـ)
الناشر : دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٧ هـ
سنن الدارقطني [الأجزاء : ٤]
المؤلف:الإمام أبو الحسن علي بن عمر الشهير بالحافظ البغدادي (٣٠٦-٣٨٥هـ)
الناشر : دار المعرفة، بيروت ١٩٦٦ م
السنن الكبرى للبيهقي [الأجزاء : ١٠]
المؤلف : الإمام الحافظ أبوبكر أحمد بن الحسن البيهقي (-٤٥٨هـ)
الناشر : مكتبة دار الباز، مكة المكرمة ١٩٩٤ م
شعب الإيمان للبيهقي [الأجزاء : ٧]
المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي
الناشر : دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٠ هـ
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان [الأجزاء : ١٨]
المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي
الناشر : مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٩٣ م
صحيح ابن خزيمة [الأجزاء : ٤]
المؤلف : محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري
الناشر : المكتب الإسلامي، بيروت ، ١٩٧٠ م

مسند الإمام أحمد بن حنبل [الأجزاء : ٦]
المؤلف : الإمام الحافظ أبوعبدالله أحمد بن حنبل الشيباني (١٤٦-٢٤١هـ)
الناشر : مؤسسة قرطبة، القاهرة
مسند أبي يعلى [الأجزاء : ١٣]
المؤلف : أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي
الناشر : دار المأمون للتراث، دمشق ١٩٨٤ م
المعجم الكبير للطبراني [الأجزاء : ٢٠]
المؤلف : الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠-٣٦٩هـ)
الناشر : مكتبة العلوم والحكم، الموصل ١٩٨٣ م
المعجم الأوسط للطبراني [الأجزاء : ١٠]
المؤلف : الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠-٣٦٩هـ)
الناشر : دار الحرمين، القاهرة ، ١٤١٥ هـ
المعجم الصغير للطبراني [الأجزاء : ٢]
المؤلف : الإمام أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٢٦٠-٣٦٩هـ)
الناشر : المكتب الإسلامي ، دار عمار، بيروت ، عمان ١٩٨٥ م
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد [الأجزاء: ١٠)
المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي
الناشر : دار الفكر، بيروت - ١٤١٢ هـ
شرح السنة للبغوي [الأجزاء : ١٥]
المؤلف : الحسين بن مسعود البغوي
الناشر : المكتب الإسلامي، دمشق - بيروت - ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م
تاج العروس من جواهر القاموس [الأجزاء : ٤٠]
المؤلف : محمد بن محمد بن عبد الرزّاق الحسيني الزَّبيدي (١١٤٥-١٢٠٥هـ)
الناشر : دار الهداية
عمل اليوم والليلة
المؤلف : الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني
الناشر : مكتبة دار البيان، دمشق
الأذكار من كلام سيد الأبرار
المؤلف : محي الدين أبي ذكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي
الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة-الرياض
حاشية ابن عابدين [الأجزا : ٨]
المؤلف : محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى
الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت ٢٠٠٠م
الحزب الأعظم
المؤلف : الشيخ علي بن سلطان محمد الهروي المعروف ملا علي القاري
الناشر : مكتبة الصديق، غجرات، الهند ١٤٢٧ هـ

مناجات مقبول (اردو)
مصنف : حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحـ
ناشر : مکتبہ فریدیہ، اسلام آباد، پاکستان
بہشتی زیور (اردو مکمل ومدلل)
مصنف : حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحـ
ناشر: دار الاشاعت، کراچی، پاکستان ۲۰۰۲ م
فضائل اعمال (اردو مکمل)
مصنف : شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحـ
ناشر: ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی
اسمائے حسنی
مصنف : مفکراسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحـ
ناشر: مجلس نشریات اسلام، کراچی
شرح اسماء الحسنی
ناشر: تاج کمپنی لمیٹیڈ، کراچی
یومیہ اذکار
مرتب: محمد نعمت اللہ عسکری ندوی
ناشر: مکتبۃ الھدی، بھٹکل، انڈیا
معمولاتِ یومیہ ومختصر نصاب اصحلاح نفس
مرتب: عارف باللہ مولانا ڈاکٹر محمد عبد الحیٔ عارفی رحـ
ناشر: خانقاہ امدادیہ اشرفیہ (اشرف المدارس)، گلشن اقبال، کراچی
معمولاتِ ماثورة
مرتب: مفتی محمود الحق، حسب ارشاد فقیہ الملۃ مفتی عبد الرحمن
ناشر: فقیہ الملۃ فاؤنڈیشن بنگلہ دیش، ڈھاکہ
হিসনে হাসীন (বাংলা)
মূল/অনুবাদ: আল্লামা মুহাম্মাদ আল জাযরী/মাওলানা আব্দুল হাই
প্রকাশক: মুহাম্মাদী বুক হাউস, চকবাজার, ঢাকা
হাদিয়াতুল মুছাল্লীন
সংকলন: মুফতী মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান রহ.
প্রকাশক: বারকাতি পাবলিকেশন্স, সূত্রাপুর, ঢাকা

تمت بالخير

লেখকের আরও কয়েকটি গ্রন্থ

হিসনুদ দু'আ	জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়ের মাসনূন দু'আসমূহ	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
হিসনুল অযাইফ	কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ভরযোগ্য দৈনন্দিনের অযীফা	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
অল্প আমল অধিক সাওয়াব	অল্প সময়ে অধিক সাওয়াব লাভের কতিপয় সহজ আমল	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
কুরআন মাজীদ শুদ্ধভাবে পড়ুন	সহজ ও সাবলীল ভাষায় তাজবীদের নিয়মাবলী	মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
হিকায়েতে লতীফ (ফার্সী-বাংলা)	জ্ঞান বৃদ্ধিকারী ঘটনাসমূহ	অনু. : মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
মাসায়েলে মাসাজিদ ও ঈদগাহ	মসজিদ ও ঈদগাহ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল	মাওলানা রফআত কাসেমী/মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
ফাতাওয়া উসমানী [৩ খ-; প্রকাশিতব্য]	মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর স্বলিখিত দীর্ঘ ৪৫ বছরের ফাতওয়া সংকলন	মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী/মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি [৮ খ-; প্রকাশিতব্য]	ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতির স্ববিস্তার ও তুলনামূলক পর্যালোচনা	মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী/মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী
মুসলমান কীভাবে জীবনযাপন করবে?	মুসলমানদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নসীহত	**মাওলানা আশেকে ইলাহী বুলন্দশহরী রহ./ মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী**
ইসলামী জাগরণের রূপরেখা	ইসলামী দাওয়াত ও ইসলামী আন্দোলনসমূহের পর্যালোচনা ও সুচিন্তিত মতামত	**মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ./ মুফতী কবির আহমাদ আশরাফী**

বাইতুল কিতাব

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল ঃ ০১৭১৪ ৩২৩ ২৯৬, ০১৫১১ ৯৪২ ৯৬৫